আরবি সাহিত্যে ইসলামি ভাবধারা

ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ

আরবী-ভাষার সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কারণ ইসলামের মূলভিত্তি পবিত্র কুরআন নাজিল হয়েছে এই ভাষায়। কুরআনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাহিত্য না হলেও তার ভাষা সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ। ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (সা.) কবিতা পছন্দ করতেন এবং কবিতাচর্চাকে উৎসাহিত করেছেন। কুরআন নাজিল হওয়ার আগে থেকেই আরবী ভাষা ও সাহিত্য, বিশেষত কবিতা উৎকর্ষ লাভ করেছিল। তা সত্ত্বেও আরবী ভাষার অনেক অপূর্ণতা ছিল যা কুরআন পূর্ণ করেছে। আরবী ভাষার ওপর কুরআনের প্রভাব এতটাই মৌলিক ও সুদূরপ্রসারী হয়েছে যে, কুরআন-প্রভাবিত আরবী ভাষার বিশেষ প্রবণতা ও রূপকে 'কুরআনিক আরবী' নামে অভিহিত করেছেন অনেকে।

সাহিত্য যেহেতু জীবনের শৈল্পিকরূপ, আর ইসলাম যেহেতু সার্বিক জীবনব্যবস্থা, সেহেতু সাহিত্যকে, বিশেষত ইসলামের সূতিকাগার আরবের অর্থাৎ আরবী সাহিত্যকে, ইসলাম প্রভাবিত করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তার রূপ কী, তা কতটা ব্যাপক ও গভীর তা আমাদের, বিশেষভাবে বাংলাভাষী মানুষের প্রায় অজানা। এই অনালোকিত ও অনালোচিত বিষয়টিকে পাঠকের সামনে উন্মোচিত করার প্রয়াস করেছেন ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ তার এই বইতে। বলাবাহুল্য, শিরোনামের বিষয় নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ এটি নয়, বরং প্রাসঙ্গিক কয়েকটি প্রবন্ধ নিয়ে এর পরিকল্পনা করা হয়েছে।

গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল, গতিশীল ও সুখপাঠ্য, বক্তব্য বিষয়মুখি এবং তথ্যবহুল। এই গ্রন্থ পাঠে মাসউদের জ্ঞানের গভীরতা এবং গবেষণামুখী প্রবণতাকে সহজেই শনাক্ত করা যায়। গ্রন্থটি জ্ঞান পিপাসার পাশাপাশি আনন্দ পিপাসাও মেটাতে সক্ষম।

নাজিব ওয়াদুদ
কথাশিল্পী, অনুবাদক

আরবি সাহিত্যে ইসলামি ভাবধারা

ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ
সহযোগী অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

পরিবেশনা

www.pathagar.com

আরবি সাহিত্যে ইসলামি ভাবধারা
ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ

প্রকাশক	□	পরিলেখ ঐশিক, আব্দুল হক সড়ক, রাণীনগর ঘোড়ামারা, রাজশাহী।
প্রথম প্রকাশ	□	ফেব্রুয়ারি ২০১৭ জমাদিউল আওয়াল ১৪৩৮ মাঘ ১৪২৩
গ্রন্থস্বত্ব	□	লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ	□	ইয়াহিয়া সেলিম
মুদ্রণ	□	পদ্মা অফসেট প্রিন্টার্স মালোপাড়া, রাজশাহী
অক্ষর বিন্যাস	□	মাহফুয ও মামদূদ
অঙ্গসজ্জা	□	আনোয়ার হোসেন এ্যাকটিভ কম্পিউটার, রাজশাহী
মূল্য	□	একশত ষাট টাকা মাত্র

Arbi Shahitte Islami Vabdhara by **Dr. Iftikharul Alam Masud**,
Published by Porilekhh, Oishik, Abdul Haque Road, Raninagar,
Rajshahi. First Edition: February 2017.
Price: TK. 160.00 only

ISBN 978-984-34-1954-5

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

www.pathagar.com

উৎসর্গ

যাঁর স্মৃতি আমাকে শোকাতুর করে তোলে
সাথে সাথে প্রেরণাও যোগায়
সেই বিরল প্রতিভা, পরম শ্রদ্ধেয় মনীষী
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী এর পবিত্র স্মৃতি স্মরণে

www.pathagar.com

সূচিপত্র

০৭ ভূমিকা

০৯ আরবী ভাষা ও সাহিত্যে আল-কুরআন ও আল-হাদীসের প্রভাব

২৩ কবিতাচর্চা বিষয়ে খলীফা উমার (রা.) এর দৃষ্টিভঙ্গি

৩০ আল-ফারাযদাকের কবিতায় ইসলাম প্রসঙ্গ

৪০ শরফুদ্দীন আল-বূসীরীর কাসীদাহ আল-বুরদাহ এবং রাসূল (সা.) প্রশস্তি

৫৩ তাফসীর সাহিত্যে মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানীর অবদান

৬১ হাফিয ইবরাহীমের কবিতায় কুরআনের প্রভাব

৭০ নাজীব কীলানীর উপন্যাসে মুসলিম নারী

৭৯ গ্রন্থপঞ্জি

www.pathagar.com

ভূমিকা

বর্তমানে প্রচলিত প্রাচীন ভাষাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও বিশুদ্ধ ভাষা হলো আরবী ভাষা। অপর দিকে পৃথিবীর অতি উন্নত সাহিত্যসমূহের অন্যতম আরবী সাহিত্য। মূল সেমিটিক এ ভাষা প্রাচীন কাল থেকেই একটি স্বীকৃত নির্ভুল ভাষার মর্যাদা লাভ করে আসছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বিশ্বের এক বিরাট এলাকাজুড়ে দাপটের সাথেই চর্চা হয়ে আসছে আরবী সাহিত্য। আরবী সাহিত্যের সুদীর্ঘ ও ঐতিহ্যময় পরিক্রমায় সাম্প্রতিককালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি আরেকটি গৌরবজনক অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। বর্তমান বিশ্বে অন্যান্য সাহিত্যের সাথে পাল্লা দিয়ে মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলেছে আরবী সাহিত্য।

সাহিত্য চর্চায় ইসলাম প্রবর্তিত ও প্রদর্শিত দিকনির্দেশনা, রচনাশৈলী, মধ্যমপন্থা, রুচিবোধ প্রভৃতি যুগ যুগ ধরে আরবী সাহিত্যের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে এটাকে করেছে উন্নত ও গতিশীল। ইসলামের প্রভাব আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে উৎকর্ষের চরমে পৌঁছে দিয়েছে। যে সমস্ত সাহিত্যিক ইসলাম প্রদর্শিত এই শিল্পরীতিকে অনুসরণ করেছেন তারা এক প্রভূত সম্ভাবনাপূর্ণ জগতে বিচরণ করেছেন। আরবী সাহিত্যের এই বিশেষ ধারা এবং এটাকে নিজেদের রচনায় ধারণকারী কয়েকজন মনীষী সম্পর্কে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের কিঞ্চিৎ ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ গ্রন্থ রচনার প্রয়াস। বাংলাভাষী আরবী সাহিত্যের পাঠক, আরবী সাহিত্য নিয়ে চর্চায় নিমগ্ন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ বইটি থেকে কিছুটা হলেও উপকৃত হলে এ প্রয়াস স্বার্থক হবে।

এ গ্রন্থের কতিপয় রচনা ইতোপূর্বে বিভিন্ন গবেষণা জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলোর সাথে সংযোজন-বিয়োজন করে বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো। প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করে গ্রন্থের মূল নামে আরবি শব্দটি ইকার (ি) যোগে লেখা হয়েছে। কিন্তু আরবী প্রতিবর্ণায়ন রীতির সাথে সমন্বয়ের জন্য মূল নাম ছাড়া সমগ্র গ্রন্থে উক্ত শব্দটি ঈকার (ী) যোগেই ব্যবহৃত হয়েছে। বইটি রচনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেকেরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা এবং উৎসাহ পেয়ে ধন্য হয়েছি। তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে আমার বাবা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলমের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ না করে পারছি না। আরবী সাহিত্যের একটি চলন্ত বিশ্বকোষ হিসেবেই যেন তাঁকে পেয়েছি। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন। বইটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় 'পরিলেখ' পরিবারের প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ। বইটির ব্যাপারে বিজ্ঞজনদের পরামর্শ কামনা করছি, সেই সাথে পাঠক মহলের মূল্যবান মতামত প্রত্যাশা করছি। ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তা জানানোর অনুরোধ রইল। সবশেষে আমার সহধর্মিনী কানিজ কিবরিয়া হুমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যার উৎসাহ বইটির প্রকাশকে তরান্বিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, এটিকে স্বার্থক করুন। আমীন।

'নুযহা'
বিনোদপুর, রাজশাহী

ইফতিখারুল আলম মাসউদ
১ ফেব্রুয়ারী ২০১৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আরবী ভাষা ও সাহিত্যে আল-কুরআন ও আল-হাদীসের প্রভাব

ভূমিকা

আরবী ভাষা ও সাহিত্য পৃথিবীর অতি উন্নত ভাষা ও সাহিত্যসমূহের অন্যতম। প্রাচীন ভাষাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও বিশুদ্ধ ভাষা হলো আরবী ভাষা।[১] মূল সেমিটিক এ ভাষা প্রাচীন কাল থেকেই একটি স্বীকৃত নির্ভুল ব্যাপক এলাকাজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভাষাতাত্ত্বিক মর্যাদা বুঝতে হলে এ ভাষা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ আবশ্যক।

পবিত্র কুরআনুল করীম ও আল-হাদীস আন-নববী ভাষার মর্যাদা লাভ করে আসছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আরবী ভাষা বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের ইসলামী শরী'আতের দুটি মূল উৎস। উভয়টির ভাষাই আরবী বলা যায়, এই কুরআন ও হাদীসই আরবী ভাষাকে চূড়ান্ত সাহিত্যিক মর্যাদা দিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে এটিকে চিরস্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত আল-কুরআন এর ভাষা, অভিব্যক্তি, শব্দ ঝংকার, ছন্দের ব্যঞ্জনা, উপমার বৈচিত্র আর অনুপম রচনা শৈলী আরবী সাহিত্যের প্রাণের সঞ্চার করেছে। সেই সাথে আল হাদীসের গতিময়তা আরবী গদ্য সাহিত্যকে সাবলীলতা দান করে একে আরও সমৃদ্ধ ও গতিশীল করে তুলেছে। বলা বাহুল্য আল কুরআন ও আল-হাদীস জাহিলী যুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাবধারার অবসান ঘটিয়ে একটি সৃষ্টিধর্মী, সুবিন্যস্ত ও সুপ্রশস্ত সাহিত্য হিসেবে আরবীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রচলন ঘটিয়েছে একটি সহজবোধ্য ও চমৎকার সাহিত্যরীতির, পরবর্তী প্রজন্মের চলার পথ এতে সুপ্রশস্ত হয়েছে।

মহানবী (সা.) সূচিত যুগান্তকারী পরিবর্তনের হাওয়া সব কিছুর ন্যায় সাহিত্য জগতকে দারুনভাবে নাড়া দিয়েছিল। আল-কুরআন ও আল-হাদীস আরবদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ন্যায় তাদের সাহিত্যিক জগতকেও প্রভাবিত করে গভীরভাবে। আরবী গদ্যের বিকাশের ক্ষেত্রেও তা অত্যন্ত সহায়ক হয়েছিল। মহানবী (সা.) এর উপর অবতীর্ণ আল-কুরআন এবং তাঁর বাণী আল-হাদীস আরবী গদ্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবে আজও পরিগণিত। কুরআন ও হাদীসের বর্ণনাভঙ্গি অনুসরণের ফলে শব্দচয়নে ও বাক্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে আরবী গদ্যে এক অভূতপূর্ব জাগরণ সূচিত হয়। গদ্য হয়ে উঠে প্রাঞ্জল, সাবলীল, সহজ-সরল। পৃথিবীর অন্যকোন ধর্মগ্রন্থ এভাবে কোন ভাষা বা সাহিত্যের উপর এরূপ যুগান্তকারী অবদান রাখতে পারেনি।[২]

www.pathagar.com

আরবী ভাষার উপর প্রভাব

আরবী উচ্চারণ ভঙ্গির একতা বিধান

পবিত্র কুরআন শতধাবিভক্ত আরবী উচ্চারণ ভঙ্গিকে ঐক্য সূত্রে গেঁথে দেয়। প্রাক-ইসলামী যুগে আরবদের বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন গোত্রে প্রচলিত বিভিন্ন উচ্চারণ ভঙ্গি যেমন: সাবাইয়া, হাযরামিয়া, হিমারিয়া প্রভৃতি উচ্চারণ ভঙ্গির সমাপ্তি ঘটিয়ে কুরআন কুরায়শী বিশুদ্ধ উচ্চারণ ভঙ্গির একচ্ছত্র প্রাধান্য বিস্তারে সহায়তা করে।[৩] ফলে কুরায়শী উচ্চারণ-ভঙ্গি সার্বজনীনতা লাভ করে। কেননা এটিই ছিল মূল আরবী উচ্চারণভঙ্গি। তাই দেখা যাচ্ছে আরবী ভাষার একত্ব বিধানে পবিত্র কুরআনের একক অবদান রয়েছে। পবিত্র কুরআন অবতীর্ণের মধ্য দিয়ে আরবী ভাষার সমস্ত শাখা-প্রশাখার মধ্যে একতা সাধন ঘটে একটি স্ট্যান্ডার্ড ভাষারীতির জন্ম লাভ করে।[৪]

আরবী লিপি ও বর্ণমালার সংস্কার সাধন

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের প্রভাবের ফলে আরবী লিপি, বর্ণমালা ও স্বরচিহ্নের উৎকর্ষ সাধন হয়। প্রাচীন আরবীতে স্বরচিহ্ন ও নুক্তার অস্তিত্ব ছিল না। পবিত্র কুরআনের উচ্চারণগত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার জন্য স্বরচিহ্ন ও নুক্তার প্রচলন করা হয়।[৫] এছাড়া পবিত্র কুরআনের কারণেই ইলমুল কিরাআত (علم القراءة) এর উদ্ভব হয়।

আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের উদ্ভব

পবিত্র কুরআনের প্রভাবেই আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের ভুল উচ্চারণ শুনেই হযরত আলী (রা.) মনীষী আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়াইলী কে علم النحو বা আরবী ব্যাকরণ নীতি নির্ধারণ করতে নির্দেশ প্রদান করেন।[৬]

আরবী অলংকার শাস্ত্রের উন্নতি সাধন

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের প্রভাবে আরবী অলংকার শাস্ত্র ও ছন্দের চরম উন্নতি সাধিত হয়। استعارة (রূপক), بديع (বাক্যালংকার), تشبيه (উপমা), معانى (ভাবালংকার) প্রভৃতি অলংকারনীতির উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে কুরআনের প্রভাব অসাধারণ।[৭] কুরআনের আলংকারিক সৌন্দর্য বর্ণনা করে পৃথক গ্রন্থ পর্যন্ত রচিত হয়েছে।

আরবী শব্দ ভান্ডার পরিপূর্ণকরণ

আল-কুরআন ও আল-হাদীসের প্রভাবে আরবী একটি স্বার্থক ধর্মীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করে। পবিত্র কুরআন ও হাদীস আরবী ভাষায় অনেক নতুন শব্দ সৃষ্টি করে।[৮] যেমন: الفرقان، نكاح، كفر، شرك، اسلام، ايمان প্রভৃতি। অপর দিকে পবিত্র কুরআন ও হাদীস

www.pathagar.com

পূর্ব হতে ব্যবহৃত কিছু শব্দকে বিশেষ নতুন অর্থে ব্যবহার করে নতুন ভাব প্রকাশে সহায়তা করে।[৯] যেমন: صلاة، زكاة، صوم প্রভৃতি।

আরবী ভাষাকে পরিমার্জিতকরণ

আরবী ভাষা ছিল জটিল, অপ্রচলিত ও অশ্লীল শব্দে পরিপূর্ণ।[১০] কিন্তু কুরআন এ অবস্থা অনেকাংশে পরিবর্তন করে তদস্থলে শালীন ভাব প্রকাশক শব্দের প্রচলনে সাহায্য করে। আরবী ভাষার শব্দচয়ন ও বাক্য গঠনের উপরও কুরআনের অনুপম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। হাদীস শাস্ত্রের ভূমিকাও অনুরূপ সহায়ক হিসেবেই আরবী ভাষার ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে। আরবী ভাষাকে পরিমার্জিত করে তোলে আল-কুরআন ও আল হাদীস। জটিল ও অশ্লীল শব্দ ত্যাগ এবং তদস্থলে সুন্দর সাবলীল এবং সুরুচির পরিচায়ক শব্দাবলীর সফল প্রয়োগের মাধ্যমে আরবী ভাষাকে সৌন্দর্য্য মন্ডিত করে আল-কুরআন ও আল-হাদীস।[১১] কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি, এর শব্দচয়ন, আলংকারিক সৌন্দর্য এত উচ্চাঙ্গের ছিল যে, ভাষা-সাহিত্যচর্চায় চরম উৎকর্ষ লাভকারী তৎকালীন আরব সমাজও এটা দেখে বিস্মিত হয়েছিল এবং এর কাছে নতি স্বীকার করেছিল।[১২]

আরবী ভাষার বিস্তৃতি

পবিত্র কুরআন অবতরণের পূর্বে, আরবী শুধু মাত্র আরব উপদ্বীপেই সীমাবদ্ধ ছিল।[১৩] কুরআন ও হাদীসের প্রভাবেই এটি বিশ্বের এক বিস্তীর্ণ এলাকার দৈনন্দিন ভাষায় পরিণত হয়েছে। মুসলমান মাত্রই আরবী ভাষাকে নিজ পবিত্র ভাষা হিসেবে মেনে নিয়েছে। এমনকি মুসলিমদের দ্বারা বিজিত অনেক দেশের জনসাধারণ ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে মাতৃভাষা পর্যন্ত ত্যাগ করে আরবীকে ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে।[১৪] আফ্রিকান দেশগুলো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়া পৃথিবীর যেখানেই ইসলাম প্রচারিত হয়েছে সেখানেই আরবী শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। আর এভাবেই সমগ্র বিশ্বে আরবী ভাষা ছড়িয়ে পড়েছে।

আরবী ভাষার স্থায়িত্ব প্রদান

পবিত্র কুরআন আরবী ভাষার রক্ষাকবচ। কুরআন ও হাদীসের প্রভাবেই আরবী ভাষা ও সাহিত্য যাবতীয় বিকৃতি ও বিবর্তনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। যুগের পরিবর্তনে বহু ভাষা কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হলো আরবী ভাষা।[১৫] এখন পর্যন্ত বিদ্যমান ভাষাগুলো যেমন ইংলিশ বা ফ্রেঞ্চ তার মূল অবকাঠামো হতে বহু দূরে চলে এসেছে। চসার (মৃ. ১৪০০) ও শেক্সপীয়র (মৃ. ১৬১৬) এর যুগের ভাষার মধ্যে বিরাট পার্থক্য আমরা দেখতে পাই। কিন্তু শত শত বছর পূর্বের আরবী আর বর্তমান যুগের আরবীর মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় এটি এখন পর্যন্ত মূল অবকাঠামোর উপরই বিদ্যমান যা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বদৌলতেই সম্ভবপর হয়েছে।

www.pathagar.com

আরবী গদ্যের সূচনা

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে 'জাহিলী যুগে' আরবী গদ্যের সূচনা। অন্যান্য ভাষার ন্যায় আরবী গদ্যেরও বয়স পদ্যের চেয়ে কম। কেননা মানুষের গদ্যের সৃষ্টি প্রয়োজনের তাগিদে।প্রাক ইসলামী যুগেই আরবী গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব হয়।[১৬] এটিই প্রসিদ্ধ মত। তবে ড. তুহা হুসাইন (মৃ. ১৯৭৩) ঐ যুগে আরবী গদ্য সাহিত্যের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করেছেন।[১৭] মুফাজ্জল ইবন সালমা (মৃ. ৯০০ খৃ.) এবং মায়দানী (১১২৪ খৃ.) কর্তৃক সংগৃহীত এমন কিছু বর্ণনামূলক গদ্যের কথা জানা যায় যা প্রাক-ইসলামী যুগের বর্ণনাকারীগণ কবিতার বিষয়বস্তুকে শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরার জন্য কবিতা আবৃত্তির পূর্বে ব্যবহার করতেন।[১৮] এর মধ্যে ছিল প্রবাদ-প্রবচন, লৌকিক উপাখ্যান, বাগ্মিতা, উপদেশাবলী এবং জ্যোতির্বিদ, পুরোহিত ও যাদুকরদের ছন্দোবদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী।[১৯]

এ সকল গদ্য সাহিত্য বিষয়-বৈচিত্রে ভরপুর না হলেও বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় উপেক্ষনীয় ছিলনা এবং এগুলো অত্যন্ত সহজাত ও স্বভাবধর্মী ছিল। ক্ষুদ্র ও মাঝারী অবয়বের বাক্য গঠনই তৎকালীন গদ্য সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। যেহেতু সেসময় সাধারণ আরবরা লিপিমালার সাথে পরিচিত ছিলনা তাই তাদের গদ্য মৌখিকভাবেই ছড়িয়েছে। সুতরাং সে যুগের বক্তৃতা গুলোই তৎকালীন গদ্য সাহিত্যের প্রধান অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[২০] আরবের বেদুঈন জীবনে বাগ্মিতার প্রভাব যথেষ্ট ছিল। কবি ও বক্তা এ দুই শ্রেণীর লোক তাদের অতি শ্রদ্ধার পাত্র ছিল।[২১] তাদের রীতি ছিল প্রত্যেক গোত্রের জন্য একজন সফল বাগ্মী থাকবেন যিনি তাদেরকে সচেতন করবেন, প্রেরণা ও উৎসাহ যোগাবেন। জাহিলী যুগে গদ্য সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় ছিল মরুবাসী আরব বেদুঈনদেও জীবনচিত্র, কুসংস্কারের নানাদিক, অস্থিতিশীল সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রভৃতি।

আরবী গদ্যের বিকাশ সাধনে আল-কুরআন ও আল-হাদীস

কুরআন নাযিলের পূর্বে গদ্য বলে আরবী সাহিত্যে উল্লেখ করার মত কিছু ছিল না। কুরআনী স্টাইল অনুকরণের মাধ্যমেই আরবী গদ্য সাহিত্যের প্রকৃত বিকাশ হয়েছে। তাই বলা যায়, কুরআনই প্রথম আরবী গদ্য সাহিত্য।[২২] আরবী ভাষায় নাযিলকৃত আল কুরআনের ভাষা, অভিব্যক্তি, শব্দঝংকার, ছন্দের ব্যঞ্জনা, উপমার বৈচিত্র আর অনুপম রচনাশৈলী আরবী সাহিত্যে প্রাণের সঞ্চার করেছে। সেই সাথে আল হাদীসের গতিময়তা আরবী গদ্যকে সাবলীলতা দান করে একে আরও আকর্ষণীয়, সমৃদ্ধ এবং গতিশীল করে তুলেছে। প্রচলন ঘটিয়েছে একটি সহজবোধ্য ও চমৎকার সাহিত্যরীতির। আল-কুরআন ও আল হাদীসই আরবী ভাষাকে চূড়ান্ত সাহিত্যিক মর্যাদা দিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে এটিকে চিরস্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। গদ্য সাহিত্য বলতে জাহিলী যুগে গণক ও বক্তাদের ছান্দিক গদ্যকেই বুঝানো হতো

www.pathagar.com

এবং এটিই ছিল আরবী রচনার আদর্শ।[২৩] কিন্তু পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অনুকরণ-অনুসরণের ফলে এক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ হয়। ফলে আরবী গদ্যেরও বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি হতে শুরু করে, গদ্যে নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। কুরআনকে বুঝার জন্যও নানাবিধ শাস্ত্র যেমন, তাফসীর,সমালোচনা সাহিত্য, উসূল প্রভৃতির জন্ম হয়। এছাড়া ইতিহাস, ইলমুল ফিকহ, কালাম, ফারাইয, প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখার মাধ্যমে আরবী গদ্য সজীব ও সতেজ হয়ে উঠে। কুরআন নাযিলের পূর্বে গদ্য বলে আরবী সাহিত্যে উল্লেখ করার মতো কিছু ছিলনা। কুরআনের মাধ্যমেই সার্থক আরবি গদ্যের সৃষ্টি হয়।[২৪] ইসলামী যুগের গদ্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতির ব্যাপকতা। বিভিন্ন বক্তা, পত্রলেখক, ওসিয়্যাতকারী প্রভৃতিজন নিজ নিজ সাহিত্যকর্মে কুরআন ও হাদীস থেকে প্রচুর উদ্ধৃতির ব্যবহার করতেন। এটি একটি স্টাইলে পরিণত হয়।

কুরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে তাফসীর সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। অপর দিকে হাদীস এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ হিসেবে শত শত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তাফসীর এবং হাদীস ব্যাখ্যা গ্রন্থ হিসেবে রচিত অসংখ্য রচনা আরবী গদ্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। এ সমস্ত গ্রন্থকে আরবী গদ্যের আদর্শ হিসেবে গণ্য করা হয়। তাফসীর সাহিত্য নামক আরবী গদ্যের নতুন শাখার বিকাশ লাভ ঘটে। আল-কুরআনের শাব্দিক অর্থ বিশ্লেষণ,নিগুড় রহস্য উদ্ভাবন ইত্যাদিই ছিল তাফসীর শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য। এ তাফসীর গ্রন্থগুলোতে আরবী কাব্য, অলংকার, ব্যকরণ প্রভৃতির সমন্বয় ঘটে, ফলে উন্নতর এক সাহিত্যিক ধারার জন্ম লাভ হয়। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস প্রথম তাফসীর গ্রন্থ রচয়িতা। পরবর্তীকালে আকাইদগত মতবিরোধের ফলে মুসলিম সমাজে বিভক্তির সৃষ্টি হয় এবং শী'আ, খারিজী, মুরজিয়া প্রভৃতি দল-উপদলের সৃষ্টি হয়।[২৫] এই ভিন্ন ভিন্ন পথ ও মতের অনুসারীরা তাদের মতবাদের সমর্থনে কুরআন ও হাদীস এর উদ্ধৃতিতে পরিপূর্ণ নানা গ্রন্থ রচনা করতে থাকে। অপরদিকে অপরের মতামতকে খণ্ডন করেও পুস্তক রচিত হতে থাকে। ফলে 'ইলমুল কালাম' নামক আরবী গদ্যের আরেকটি দিগন্তের উম্মোচন হয়। আল-কুরআনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইতিহাস ও সীরাত (জীবন চরিত, বিশেষতঃ রাসূল সা. এর জীবনী) এবং মাগাযী (ইসলামী বিজয়াভিযানের বর্ণনা) চর্চা অত্যন্ত যত্নের সাথে লালিত হয়েছে।[২৬] রাসূল (সা.) জীবন চরিত জানার অদম্য আগ্রহ মুসলিম সমাজে সর্বযুগেই ছিল। ফলে তাঁর জীবনী চর্চার মধ্যদিয়ে সীরাত সাহিত্য বিকাশ লাভ করে। অপর দিকে মাগাযী সাহিত্যের মাধ্যমে ইতিহাস চর্চায় অনন্য অবদান রাখতে সক্ষম হয় আরব মুসলিমরা। ইসলামী যুগে সীরাত ও ইতিহাস বিষয়ক বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আরবী গদ্যের বিকাশে এগুলোর ভূমিকা তাৎপর্যময়। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য গ্রন্থ ছিলঃ কিতাবুর রিদ্দা, ফুতুহুশ-শাম, কিতাবুল খাওয়ারিজ প্রভৃতি।[২৭] এছাড়া হাদীস সংকলন ও এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করে অনেক বই

www.pathagar.com

রচিত হয়েছে, যা আরবী গদ্যকে করেছে সমৃদ্ধশালী। নিঃসন্দেহ হাদীসকে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য বলা যায় এবং হাদীস আরবী পদ্যকে যথেষ্ঠ সাবলীল করে তুলেছে।

পবিত্র কুরআন আরবী ভাষার সমস্ত শাখা-প্রশাখার মধ্যে একতা বিধান করে একটি স্ট্যান্ডার্ড ভাষারীতির জন্ম দেয়, যা আরবী গদ্যের বিকাশে অত্যন্ত সহায়ক হয়। বর্ণনাভঙ্গির সূক্ষতা আনয়নে পবিত্র কুরআনের রীতি অতুলনীয় হিসেবে বিবেচিত হয় এ সময়। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, জটিল ও অশ্লীল শব্দ ত্যাগ এবং তদস্থলে সুন্দর সাবলীল এবং সুরুচির পরিচায়ক শব্দাবলীর সফল প্রয়োগের মাধ্যমে আরবী ভাষাকে সৌন্দর্য্য মন্ডিত করে আল-কুরআন ও আল-হাদীস।[২৮] ফলে এর প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই আরবী গদ্যের উপরও পড়ে গভীরভাবে। স্বাভাবিকভাবেই তাই বলা যায় যে, কুরআনের রচনাশৈলী আরবী গদ্য সাহিত্যকে যথেষ্ঠ প্রভাবিত করেছে। তবে এক্ষেত্রে প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক, সমালোচক ড. তুহা হুসাইন এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য, তিনি বলেন:

"এতে সন্দেহ নেই যে, কুরআন আরবী গদ্য সাহিত্যের আদিগ্রন্থ। কিন্তু এটাও সুনিশ্চিত যে, কুরআন গদ্য নয় আবার পদ্যও নয়, কুরআন কুরআনই। কুরআন যে কাব্য নয় তা, সহজেই প্রতিভাত। কারণ কাব্যের বাঁধা ধরা নিয়ম এতে অনুপস্থিত। আবার আল কুরআন গদ্য নয় এজন্য যে, এর স্টাইল বৈশিষ্ট্যমন্ডিত যা অন্য কোন গদ্যে পাওয়া যায় না। কুরআনের একটি বিশেষ স্টাইল রয়েছে যার সংগে অন্য কিছুর তুলনা চলে না।"[২৯]

প্রাক ইসলামী যুগে সাহিত্যিক ও নেতৃবৃন্দ ছান্দিক গদ্যে বক্তব্যের দ্বারা মানুষকে নানাভাবে উপদেশ দিতেন ও উৎসাহিত করতেন। ইসলামী যুগে আরব বক্তাগণ বক্তৃতায় কুরআন ও হাদীস থেকে উদ্ধৃতি পেশ করে ব্যাপক সফলতা লাভ করেন। ফলে বক্তৃতা সাহিত্যেও কুরআনী বাক-শৈলী অনুসৃত হতে থাকে।[৩০] পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে আরবী বক্তৃতা সাহিত্য অপূর্ব সুন্দর রূপ ধারন করে। বৈচিত্রময় ভাষায় আল্লাহর স্তুতি এবং রাসূল (সা.) এর উপর দরুদ পাঠ করে বক্তৃতা শুরু করা এ যুগের বক্তৃতা শিল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল।[৩১] যা পরবর্তীকালেও অনুসৃত হয়েছে। এর ফলে বক্তৃতা সাহিত্য হয়ে উঠে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুশ্রাব্য। ইসলামের আহবান ছিল সার্বজনীন। এ আহবান সকলের নিকট পৌঁছানোর ব্যাপক প্রচেষ্টার ফলে এবং ইসলামের বিজয়াভিযান, রাজনৈতিক সন্ত্রাস দমন প্রভৃতি প্রয়োজনে ইসলামী যুগে বাগ্মিতা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।[৩২] এ সময় বাগ্মিতার লক্ষ্য ও বিষয়বস্তুতে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। বক্তৃতা শিল্প এ যুগে সকল স্তর অতিক্রম করে পূর্ণতায় পৌঁছে যায়। যা আরবী গদ্যের ক্ষেত্রেও সার্বজনীনতা এনে দেয়। ধর্মের প্রতি আহবান, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ, ধর্মযুদ্ধে উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাদি ছিল এযুগের বক্তৃতা শিল্পের অন্যতম উপজীব্য বিষয়। স্বয়ং রাসূল (সা.) ছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বক্তা। রাসূল (সা.) এর বক্তৃতার উদাহরণ হলো:

www.pathagar.com

الحمد لله احمده و استعينه واستغفره واستهديه وأومن به ولا اكفره واعادي من يكفره.....ارسله بالهدي والنور والموعظة علي فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة و قرب من الاجل.....[৩৩]

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমি তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য চাই, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর নিকটেই হিদায়েত চাই। তাঁকে বিশ্বাস করি, তাকে অস্বীকার করিনা, তাঁর সাথে যে কুফরী করে তাকে ফিরিয়ে আনি... যে সময় ও যুগ রাসূলদের আগমন হতে শূন্য ছিল, জ্ঞানের স্বল্পতা ছিল, মানবজাতি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, তারা স্রষ্টা বিমুখ হয়েছিল, কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে পড়েছিল এবং মৃত্যু আসন্ন ছিল সে সময়ে তাঁকে হিদায়েত এবং জ্ঞানের আলো ও উপদেশসহ প্রেরণ করা হয়েছে।...."

ইসলামের চার খলীফা সহ প্রধান প্রধান সাহাবীদের সকলেই ভাষণ-অভিভাষণের মাধ্যমে খিলাফতের সুশৃংখলতা আনয়ন এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এ সমস্ত খুৎবা তথা ভাষণ আরবী গদ্য-সাহিত্যে বিশেষ স্থান অর্জন করে আছে। চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা:) তাঁর বক্তব্য ও রচনায় শব্দ ঝংকার, সূক্ষ্মবর্ণনা আর ছন্দেও যে ব্যঞ্জনা উপস্থাপন করেছেন তা নতুনত্বের দাবীদার। তিনি ছিলেন সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। রাসূল (সা.) এর পর তাঁকেই শ্রেষ্ঠ বক্তা হিসেবে গণ্য করা হয়।[৩৪] পরবর্তীকালে আব্বাসী যুগে এরই ধারাবাহিকতায় الخطابة الدينية নামক বক্তব্য সাহিত্য ব্যাপক প্রসার লাভ করে। বিভিন্ন ধর্মমতের প্রচারই ছিল এর লক্ষ্য। এগুলো উচ্চাঙ্গের অলংকারপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করে উপস্থাপন করা হত। কারণ এ যুগ ছিল আরবী গদ্য চর্চার স্বর্ণযুগ।

আরবী গদ্যের বিশেষ শাখা 'ওসিয়্যাত' তথা উপদেশাবলীর ক্ষেত্রেও কুরআন ও হাদীস এর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ধর্মীয় উপদেশাবলী আরবী গদ্য সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। এগুলি পরবর্তীকালের বিভিন্ন গদ্য সংকলন গ্রন্থে গুরুত্বের সাথে সংকলিত হয়েছে। ইসলামী যুগে 'রাসাইল' বা পত্রসাহিত্য নামে একটি রচনাশৈলী নতুনভাবে বিকাশ লাভ করে। কুরআন ও হাদীস এর উদ্ধৃতিতে পরিপূর্ণ এবং অলংকারপূর্ণ ভাষায় রচিত এই পত্রসাহিত্যকে অনুকরণ করেই পরবর্তীকালে النثر الفنى বা শিল্পগদ্যের বিকাশ ঘটে।[৩৫] রাসূল (সা.) কর্তৃক লিখিত বিভিন্ন দেশী-বিদেশী ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রেরিত পত্রাবলী, পরবর্তীতে খলীফাদের বিভিন্ন পত্রাবলী ইসলামী যুগের আরবী গদ্য সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়। এ যুগের পত্র সাহিত্যের নমুনা হিসেবে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরিত রাসূল (সা.) এর পত্রের অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলো:[৩৬]

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الي هرقل عظيم الروم سلام علي من اتبع الهدي اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام, اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فعليك اثم...

"পরম করুনাময় আল্লাহর নামে। মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এর পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। হিদায়াতের অনুসারীর প্রতি সালাম। অত:পর আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহবান জানাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি লাভ করুন, আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন। যদি আপনি মুখ ফিরে নেন তবে পাপ করবেন....."

রাসূল (সা.) এর পত্রে যেমন আবেগপূর্ণ ভাষায় দ্বীনের প্রতি আহবানের কথা ছিল তেমনি চমৎকার অলংকারপূর্ন শব্দে তা পরিপূর্ণ ছিল। কুরআনী স্টাইলকে অনুসরণ করার আরেকটি নমুনা হলো মৃত্যুর পূর্বে খলীফা আবু বকর কর্তৃক লিখিত নিম্নোক্ত ফরমানটি:[৩৭]

هذا ما عهد به ابو بكر خليفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أخر عهده بالدنيا وأول عهده بالأخرة فى الحال التى يؤمن فيها الكافر.ويتقى فيها الفاجر انى استعملت عليكم عمر بن الخطاب فان بر و عدل فدلك علمى به ورأيى فيه وان جاور و بدل فلاعلم لى بالغيب والخير اردت ولكل امرى ما اكتسب وسيع لم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون.

"মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহর (সা.) এর খলীফা আবু বকর এ ফরমান জারি করছে। এটি দুনিয়ায় তাঁর শেষ ফরমান। সে এখন আখিরাতের পথে আগুয়ান। এ সময়ে কাফিরও ঈমান নিয়ে আসে এবং পাপী পাপকার্য ত্যাগ করে। আমি উমর ইবনুল খাত্তাবকে তোমাদের শাসক নিযুক্ত করছি। যদি তিনি সৎকাজ করেন এবং ন্যায় পথে চলেন তবে উত্তম। তাঁর সমন্ধে আমার জ্ঞান ও মতামতও এই। আর যদি তিনি বদলে যান ও জুলম করেন তাহলে অদৃশ্য আমার অজ্ঞাত। তবে মঙ্গল হোক এই আমি চাই। যে যেরূপ করবে তদ্রুপ ফল পাবে। আর যারা অত্যাচার করছে, অচিরেই তারা জানতে পারবে কেমন স্থানে তাদের ফিরে যেতে হবে।"

অপর দিকে আরবী গদ্য সাহিত্যের সমৃদ্ধশালী শাখা প্রবাদ-প্রবচনের ক্ষেত্রেও কুরআন ও হাদীস যুগান্তকারী ভূমিকা রাখে। রাসূল (সা.) পরিচিত ছিলেন جامع الكلم (সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক বক্তব্য প্রদানকারী) বলে।[৩৮] আল-কুরআন ও আল-হাদীস এর প্রভাবে অসংখ্য নতুন প্রবাদের সৃষ্টি হয়। পূর্বে প্রচলিত অনেক প্রবাদ পরিশীলিত হয়। সেই সাথে

www.pathagar.com

শব্দগুচ্ছ (Phrase) এর ভান্ডার পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।[৩৯] স্বয়ং রাসূল (সা.) কর্তৃক নানাবিধ প্রবাদ-প্রবচন প্রচলিত হয়েছে। রাসূল (সা.) এর সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ কয়েকটি বাক্য এখানে উপস্থাপিত হলো, যেগুলি পরবর্তীতে প্রবাদ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে:

- هدنة علي دخن (সন্ধি ধোঁয়ার উপরই হয়)।[৪০]
- علق سوطك يراه اهلك (তোমার চাবুক ঝুলে রাখ অধস্তনদের জন্য)।[৪১]

আরবী গদ্যর আকর্ষণীয় একটি ধারা হলো দু'আ সাহিত্য। যা কুরআন ও হাদীসের একক প্রভাবে সৃষ্ট। আরবী গদ্যের নতুনত্ব আনয়নে দু'আর ভূমিকা অনস্বীকার্য। আল-হাদীসের ভূমিকাই এ ক্ষেত্রে অত্যধিক। এরূপ একটি দু'আ হলো:

اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني[৪২]

"হে আল্লাহ ! তুমি ক্ষমতার আধার, ক্ষমা তুমি পছন্দ করো। সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর।"

বলা বাহুল্য এই দু'আর রীতি অনুকরণের মাধ্যমে পরবর্তীতে বহু সাহিত্যিক তাঁদের রচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

কুরআনে বর্ণিত কাহিনীর অনুকরণেই পরবর্তীকালে আরবী গদ্য সাহিত্যে রম্যরচনা, গল্প, উপন্যাসসহ বিভিন্ন ধরনের স্বার্থক উপাখ্যান রচিত হয়েছে।[৪৩] সুতরাং দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রেও কুরআনের প্রভাব অনস্বীকার্য। জাহিলী যুগের আরবী গদ্য সাহিত্যের অন্যতম শাখা কিসসা-কাহিনী ইসলামী যুগে এসে নবরূপে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতে শুরু করে। এ পর্যায়ে এতে ধর্মীয় উপাদান যুক্ত হয়। আল-কুরআনে বর্ণিত নানা কাহিনী বর্ণনার রীতি দ্বারা এটি প্রভাবিত হয়। খুলাফায়ে রাশিদার যুগ থেকে মসজিদে বসে নানা ধরনের কুরআনিক শিক্ষামূলক কাহিনী বর্ণনার রীতি চলে আসছিল।[৪৪] কুরআনে বর্ণিত কাহিনীর অনুকরণেই আরবী রম্যসাহিত্যসহ বিভিন্ন ধরনের স্বার্থক উপাখ্যান রচিত হয়েছে। কুরআনের স্টাইল অনুকরণ করে আব্বাসী যুগে 'মাকামাহ'[৪৫] নামক এক বিশেষ ধরনের রম্য সাহিত্য সৃষ্টি হয় যা আধুনিক কালের আরবি ছোটগল্পের মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।[৪৬] মাকামাহর' নমূনা হিসেবে আল-হারীরী রচিত 'আল-মাকামা আল-কূফিয়্যাহ' হতে অংশবিশেষ উপস্থাপিত হলো:

فلما خلبنا بعذوبة نطقه. وعلمنا ما وراء برقه ابتدرنا فتح الباب . وتلقيناه بالترحاب . وقلنا للغلام : هيّا هيّا . وهلمّ ما تهيّا ! فقال الضيف : والذي أحلنى ذراكم لا تلمظت بقراكم أو تضمنوا لى أن تتخذونى كلاً ولا تجشمّوا لأجلى أكلا. فربّ أكلة هاضت الآكل وحرمته مآكل وشرالأضياف من سام التكليف.[৪৭]

www.pathagar.com

"...আমরা তাঁর সুন্দর কথায় মোহিত হয়ে এবং বিদ্যুতের পশ্চাতে লুকানো জ্ঞানের গভীরতা আঁচ করতে পেরে দ্রুত দরজা খুলে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালাম। বাড়ির চাকর ছেলেটিকে বললাম : এদিকে এসো, যা তৈরী আছে নিয়ে এসো। মেহমান বললেন: আল্লাহর শপথ, যিনি আমাকে আপনাদের আশ্রয়ে এনে দিয়েছেন, যতক্ষণ না এই মর্মে নিশ্চয়তা দেবেন যে, আমাকে কোন বোঝা মনে করবেন না এবং আমার কারণে নিজেরা কোন খাদ্যকষ্ট করবেন না, ততক্ষণ আমি আপনাদের মেহমানদারি গ্রহণ করব না। কেননা, কোন কোন খাদ্যতো ভক্ষনকারীর পাকস্থলি নষ্ট করে এবং সাধারণ খাদ্যদ্রব্য থেকে তাকে বঞ্চিত করে। আর নিকৃষ্টতম মেহমান সে-ই যে তার মেযবানকে কষ্ট দেয়।"

আরবী কাব্য জগতে প্রভাব

আরবী কাব্য সাহিত্যের উপরও পবিত্র কুরআনের প্রভাব অসামান্য। কুরআনের সঠিক মর্মার্থ উপলব্ধি করার জন্য প্রাচীন আরবী কবিতার চর্চা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কেননা কুরআনে এমন অনেক প্রাক-ইসলামী বাকধারা ব্যবহৃত হয়েছে যা আরবী কবিতাতেই শুধু ব্যবহৃত হয়েছে। ঠিক একই কারণে প্রাচীন আরবী কবিতা সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মুসলামনগণ উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।[৪৮] কবিতার চরণের মত কুরআনের সূরাগুলোও বিভিন্ন আয়াতে বিভক্ত হলেও কবিদের কৃত্রিম ও ধরাবাঁধা ছন্দ রীতির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পবিত্র কুরআন প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে আধুনিক মুক্ত ছন্দের প্রবর্তন করেছে।

পবিত্র কুরআনের রচনাশৈলী ও বিন্যাস পদ্ধতি এতই উঁচুমানের ছিল যে, সে সময়ের শক্তিমান কবি-সাতিহ্যিকগণও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন: ليس هذا كلام البشر (এটা কোন মানব রচিত বাণী নয়) আর এর ফলে কুরআনের বর্ণনা ভঙ্গি ও শৈল্পিক প্রয়োগকে আরবগণ সসম্মানে তাদের কবিতায় গ্রহণ করতে শুরু করে। কুরআনের প্রভাবে আরবী কবিতায় বহুল ব্যবহৃত অশ্লীলতা, নোংরামী ও যাবতীয় অনৈতিকতা সীমিত হয়ে পড়ে।[৪৯] কুরআন প্রবর্তিত রচনাশৈলী, মার্জিত রুচিবোধ প্রভৃতি যুগ যুগ ধরে আরবী কবিতাকে প্রভাবিত করে এটাকে করেছে উন্নত ও গতিশীল। পবিত্র কুরআনের প্রভাবে আরবী কাব্যের প্রশংসা, গৌরব, ব্যঙ্গ প্রভৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে আতিশয্য পরিত্যাগ করা হয়।[৫০] ফলে আরবী কাব্য আরও সার্বজনীন হয়ে উঠে।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট যে, আল-কুরআন ও আল-হাদীসের অসাধারণ প্রভাব আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে উৎকর্ষের চরমে পৌঁছে দিয়েছে। যে সমস্ত ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক কুরআন ও হাদীসের এই শিল্পরীতিকে অনুসরণ করেছেন

www.pathagar.com

তারা এক প্রভূত সম্ভাবনাপূর্ণ জগতের দ্বারোদঘাটন করেছেন। বস্তুত: কুরআন ও হাদীস আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে এক অনন্য বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করে একে নতুন খাতে প্রবাহিত করতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে আরবী ভাষা আজও পৃথিবীর হাতেগুণা কয়েকটি উন্নত ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। আজ পৃথিবীর ২০টিরও অধিক দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা আরবী যা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অমরত্বের কারণে সম্ভব হয়েছে। আল্লামা তাবারী যথার্থই বলেছেন:

"আল-কুরআনের ত্রুটিবিহীন রচনাশৈলী ও সাহিত্যরীতি পৃথিবীর কোন ভাষায় বা গ্রন্থে মিলবে না।"[৫১]

ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে আরবী ভাষারও প্রসার লাভ ঘটতে থাকে। একের পর এক নতুন অঞ্চলে ইসলামের বিজয়াভিযান চলতে থাকে। ধর্মীয় জ্ঞানের প্রয়োজনে তথা কুরআন-হাদীস কে জানা-বুঝার জন্য আরবী ভাষাও বিজিত অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ফলে অনারবরাও আরবি শিক্ষালাভ করে আরবি চর্চায় মনোনিবেশ করে।[৫২] একপর্যায়ে দেখা যায়, অনারব ব্যক্তিরাও যুগান্তকারী নানা রচনার দ্বারা আরবী গদ্যকে সমৃদ্ধশালী করে তোলেন। পবিত্র কুরআন- হাদীসের সাহিত্য শৈলী মানবরচিত শৈলীর আওতায় পড়েনা। যুগে যুগে সাহিত্যিক ও ভাষাবিদগণ এই শৈলী নিয়ে যতই মাথা ঘামিয়েছেন ততই মুগ্ধ হয়েছেন এবং স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, এটি শাশ্বত, এর কোন তুলনা হয়না।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

---

১ জুরজী যায়দান, *তারিখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়া*, প্রথম খণ্ড (বৈরুত: দারু মাকতাবাতুল হায়াত, ১৯৮৩), পৃ. ৩৭; আনিসুল হক চৌধুরী, বাংলার মূল (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫), পৃ. ৬২।

২ ড. উমার ফারুখ, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, প্রথম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৮১), পৃ. ৮৯।

৩ হান্না আল ফাখূরী, *তারিখুল আদাবিল আরাবী* (বৈরুত: মাতবাআতুল বুলসিয়া, তাবি), পৃ. ২১৪।

৪ ড.মুহাম্মদ আব্দুল মুন'য়িম খিফাজী, *আল-হায়াতুল আদাবিয়্যা ফী আসরি সাদরিল ইসলাম* (বৈরুত:দারুল কিতাব আল-লুবনানী, ১৯৮৪), পৃ. ৭৫।

৫ জুরজী যায়দান, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১২০; ইবন খাল্লিকান, *ওয়াফিয়াতুল আ'য়ান*, ১ম খণ্ড (কায়রো: ১৯৪৮), পৃ. ১২০-২১।

৬ অধ্যাপক শহীদুল্লাহ, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড (কলকাতা: বাণী মনযিল, ১৯৯৬), পৃ. ৬৩০; জুরজী যায়দান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৯।

৭ আবু জা'ফর আত-তাবারী, *জামিউল বায়ান আন তা'বিলে আইয়িল কুরআন*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯৫), পৃ. ৬৫; অধ্যাপক শহীদুল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৩৫।

www.pathagar.com

৮ আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, *তারিখুল আদাবিল আরাবী* (কায়রো: দারু নাহদাতি মিসর, তাবি), পৃ. ৯০, শাওকী দায়ফ, *তারিখুল আদাবিল আরাবী, আর আসরুল ইসলামী* (মিসর: দারুল মা'আরিফ, তাবি), পৃ. ৩৫।

৯ *তদেব:* অধ্যাপক শহীদুল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬০৭।

১০ শাওকী দায়ফ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০।

১১ ড. *মুহাম্মদ আব্দুল মুনয়িম খিফাজী*, পৃ. ১০৭ ।

১২ ড.শাওকী দায়ফ, *আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহু ফিন নাছরিল আরাবী* (মিসর; দারুল মা'আরিফ, তাবি), পৃ. ৪৪।

১৩ ড. তুহা হুসাইন, *মিন হাদীসিশ শি'রি ওয়ান নাসরি* (মিসর: দারুল কলম, ১৬৮), পৃ. ১১; H.A.R. Gibb. *Arabic literature* (Oxford: Oxford University press. 1962), p-37.

১৪ অধ্যাপক শহীদুল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬২১।

১৫ হাবিবুর রহমান, 'পবিত্র কুরআন ও আরবী ভাষা', *মিল্লাত* (ঢাকা: ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ১৯৭৬), পৃ. ৪২।

১৬ *মিন হাদীসিস শি'র ওয়ান নাছর*, পৃ. ২৫০; ড. আব্দুল হাকীম, *আন-নাসরুল ফান্নী ওয়া আসারুল জাহিয ফীহি* (কায়রো : মাতবাআতুল ইসতিকলাল আল-কুবরা, ১৯৯৫), পৃ. ১১-১৫।

১৭ ড. তুহা হুসাইন, *মিন তারিখিল আদাবিল আরাবী*, ২য় খণ্ড (বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৭৬), পৃ. ৪১।

১৮ মুহাম্মাদ আব্দুল গফুর চৌধুরী, *আরবী গদ্য সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ১ম খণ্ড (চট্টগ্রাম : কিতাবঘর, ১৯৮২), পৃ. ০১।

১৯ হান্না আল-ফাখূরী, *আল-জামি' ফী তারীখিল আদাবিল আরাবী*, আল-আদাবুল কাদীম (বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৮৬), পৃ. ১০৮।

২০ আহমাদ আল-ইসকানদারী ও অন্যান্য, *আল-ওয়াসীত ফীল আদাবিল আরবী ওয়া তারীখিহী* (কায়রো : মাতবাআতুল মা'আরিফ, ১৯২৮), পৃ. ২৩; আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, পৃ. ১৮।

২১ মাই ইউসুফ খলীফ, *আন-নাসরুল ফান্নী বায়না সাদরিল ইসলাম ওয়াল আসরিল উমাবী* (কায়রো: দারু কুবা, ১৯৭৫), পৃ. ২৫।

২২ P.K. Hitti, *History of the Arabs* (London: The Macmilan press ltd. 1972), p-127.

২৩ হান্না আল-ফাখূরী, *আল জামি'*, পৃ. ১০৮-০৯; *অধ্যাপক শহীদুল্লাহ*, পৃ. ৬২২ ।

২৪ ড. *মুহাম্মদ আব্দুল মুনয়িম খিফাজী*, পৃ. ৭৫; শাওকী দায়ফ, *তারিখুল আদাবিল আরাবী, আল-আসরুল ইসলামী* ,পৃ.৪১।

২৫ হান্না আল-ফাখূরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৮-৩৫৯।

২৬ আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩), পৃ. ১৯২; হান্না আল-ফাখূরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫৮।

২৭ K.A. Fariq, *A history of Arabic Literature* (New Delhi: Vikas Publishing house, 1978), P.P. 97-103; আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩।

২৮ ড. *মুহাম্মদ আব্দুল মুনয়িম খিফাজী*, পৃ. ১০৭ ।

২৯ ড. তুহা হুসাইন, *মিন হাদীসিশ শি'রি ওয়ান নাসরি*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১।

৩০ ড.উমার ফাররুখ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৪-২৫৫।

৩১ হান্না আল-ফাখূরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৮-৩৫৯ ।

www.pathagar.com

৩২ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬৪; *আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন*, পৃ. ১৪৮।

৩৩ ইসমাঈল ইবন উমার ইবন কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তাবি), পৃ. ২১৩।

৩৪ ড. *আব্দুল মুনয়িম খিফাজী*, পৃ. ১৪০।

৩৫ আমল সা'দ, *ফানুল মুরাসালাহ ইন্দা মাই যিয়াদাহ* (বৈরুত : দারুল আফাক আল-জাদীদ, ১৯৮২), পৃ. ২৯; হান্না আল-ফাখূরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৪; ড. আব্দুল হাকীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১-৯৩।

৩৬ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ লিল বুখারী*, ১ম খণ্ড (দামিশক: দারুল ফিকর,১৯৯১), পৃ. ৭।

৩৭ আহমাদ আল-ইস্কান্দারী, *আল-ওয়াসীত*, পৃ. ১৩০।

৩৮ *ড.মুহাম্মদ আব্দুল মুনয়িম খিফাজী*, পৃ. ১০৭।

৩৯ *আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত*, পৃ. ৯০।

৪০ আবু দাউদ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবি দাউদ*, ২য় খণ্ড (দারুল ফিকর, বৈরুত: তাবি), পৃ. ৪৯৬।

৪১ আবুল কাসিম আত-তিবরানী, *আল মু'জামুল কাবীর*, ১০ম খণ্ড (মওসূল: মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, তাবি), পৃ. ২৮৫।

৪২ আল হাকিম নিশাপুরী, *আল মুসতাদরাক*, প্রথম খণ্ড, (বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইসলামিয়্যা, ১৯৯০), পৃ. ৭১২।

৪৩ Abdul Azisz Abdul Meguid. *The Modern Arabic Short Story its Emergence, Development and form* (Cairo: Darul Maarefl). p. 34.

৪৪ হান্না আল-ফাখূরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৮-৩৫৯।

৪৫ মাকামাহ সাহিত্যের প্রথম রচয়িতা কে ছিলেন তা নিয়ে কিছুটা মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। জুরজী যায়দানের মতে এর প্রথম রচয়িতা ছিলেন ইবনুল ফারিস (মৃ. ৯৯৯ খৃ.)। উমার ফাররূখ বলেন: মাকামাহর প্রথম লেখক ছিলেন ইবনু দুরাইদ (মৃ. ৩১০ হি.)। এ মত পার্থক্য দূরীকরণে ইবনু কুতাইবা, হান্না আল ফাখূরী প্রমূখ ঐতিহাসিক সমন্বয়ধর্মী বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তাদের মত হলো: কাহিনী ও গল্পের আকারে পূর্বেই মাকামাহ সাহিত্যের উৎপত্তি হলেও বদীউয্যামান আল-হামাদানীই (৯৬৯-১০০৭) এটিকে সার্থকভাবে বিশেষ সাহিত্যের আকারে রূপায়িত করেছেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও সাহিত্যিক বিষয়কে কেন্দ্র করে বহু মাকামাহ রচনা করেন, কিন্তু তন্মধ্যে ৫১টির সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি আবুল ফাত্হ আল-ইসকান্দারীকে নায়ক এবং ঈসা ইবনু হিশামকে বর্ণনাকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেহেতু তিনি আরবী সাহিত্যে নতুন পদ্ধতিতে এক অভিনব ছন্দময় গদ্যের প্রবর্তন করেছেন তাই তিনি বদীউয্যামান বা কালের বিস্ময় নামে খ্যাত। আল-হামাদানীর পর প্রায় একশ বছর এ সাহিত্যে তেমন প্রতিভাধর সাহিত্যিকের আগমন ঘটেনি। এরপর আবু মুহাম্মাদ আল-কাসিম আল-হারীরী (১০৫৪-১২২২) আল-হামাদানীর পদাংক অনুসরণ করে বেশ কিছু মাকামাহ রচনা করেন। এমনকি ভাষা, ভাব এবং অলংকারে তিনি পূর্ববর্তীদের ছেড়ে যান। মাকামাহ সাহিত্যের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে তাঁরই হাতে। মূলত: আল-হামাদানী ও আল-হারীরী কে অনুসরণ করে পরবর্তীতে অসংখ্য সাহিত্যিক মাকামাহ রচনায় এগিয়ে আসেন। [দ্রষ্টব্য: আনীস আল-মাকদিসী, *তাত্যওউরুল আসালীব আন-নাছরিয়া*, পৃ. ৩৬১, ৩৮৯; জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ*, পৃ. ৩১৯; উমার ফাররূখ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ২য় খণ্ড, (বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালায়িন, তাবি), পৃ. ৪১৩; হান্না আল-ফাখূরী, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, (মিসর: তাবি), পৃ. ৭৩৪; R.A.Nicholson, *A Literary history of the Arabs*

www.pathagar.com

(Cambridge: University Press,1962) p.328;, ড. শাওকী যায়িফ, *আল-মাকামাহ* (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, তাবি), পৃ. ৬৬।]

৪৬ আহমাদ আল-ইস্কান্দারী ও অন্যান্য, *আল-মুফাসসল ফী তারীখিল আদাবিল আরাবী* (বৈরুত: দারু ইয়াহ ইয়াউল উলূম, ১৯৯৪), পৃ. ৩২০; মুহাম্মাদ আব্দুল গফুর চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২।

৪৭ আবুল কাসিম আল-হারিরী, *মাকামাতুল হারীরী* (বৈরুত: দারু বৈরুত, ১৯৭৮), পৃ. ৪১।

৪৮ হাবিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৯; গোলাম সামাদানী কুরায়শী, *আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃ. ৫৩।

৪৯ জুরজী যায়দান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯১।

৫০ *ড.মুহাম্মদ আব্দুল মুনয়িম খিফাজী*, পৃ. ৭৬।

৫১ আলী ইবন রব্বান আত-তাবারী, *আদদীন ওয়াদ দৌলাহ* (মিসর: ১৯৩৩), পৃ. ৪০।

৫২ জুরজী যায়দান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৯। অধ্যাপক শহীদুল্লাহ, পৃ. ৬৩০।

www.pathagar.com

কবিতাচর্চা বিষয়ে উমার (রা.) এর দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমার (রা.) একাধারে ক্ষমতাধর সুশাসক, পরম জ্ঞানী আর সাহিত্যানুরাগী পুরুষ ছিলেন। তাঁর সাহিত্য রুচি, সাহিত্য প্রীতি ও সাহিত্য সংস্কার সম্পর্কে অনেকেই অনবহিত। বিশেষ করে কাব্য সাহিত্যে তাঁর অবদান, তাঁর উন্নত মানসিকতা ও শিল্পসম্মত রুচিরই পরিচয় বহন করে। ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মতামত এবং তাঁর বক্তৃতামালা (খুতুবা) আরবী সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে নিঃসন্দেহে। আরবী সাহিত্য সমালোচকদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন তৎকালীন যুগের আরবী কাব্যের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও কাব্য বিচারক।[১] হযরত উমার (রা.) এর কাব্যচর্চা এবং কবি ও কবিতা সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন ও মতামত সম্পর্কে অবহিত হলে সাহিত্য চর্চায় সংশ্লিষ্টরা উৎসাহিত বোধ করবেন।

কাব্য রচনা

প্রাক ইসলামী যুগে কাব্যচর্চা বিশেষ গুণ হিসেবে বিবেচিত হত। এ সময় যে কবিতা রচিত হত তার অধিকাংশই ছিল অশ্লীলতায় পূর্ণ।[২] ইসলাম আগমনের ফলে আরবী কাব্য জগতে আমুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। সুসাহিত্য সৃষ্টির প্রতি ইসলামের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আরবী সাহিত্যকে ঐশ্বর্যময় করে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।[৩] হযরত উমার এর সাহিত্যচর্চায় এ ধারারই প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি ছিলেন একজন উঁচু দরের কবি। তিনি বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন।[৪] বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর রচিত কাব্য বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখা যায়। যদিও সুষ্ঠু সংরক্ষণের অভাবে এর অধিকাংশই আজ কালের গর্ভে বিলীন। তাঁর রচিত কাব্যসমূহ হতে কিছু পংক্তি নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ইসলাম গ্রহণের কারণে হযরত উমার আপন ভগ্নি ও ভগ্নিপতির উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন করেন। নিজে ইসলাম গ্রহণের পর তাই অনুতপ্ত হয়ে তিনি রচনা করেন একটি কবিতা, যার অংশ বিশেষ হলো:[৫]

আগমন তাঁর আমাদের তরে সুনিশ্চিত জানি,
তবুও আমরা সকলে তাঁকে লইনি মানি
যদিও শাশ্বত সত্য বেবাক কহিয়াছিলেন তিনি,
জানা আছে তাঁর সকল খবর সঠিক সর্ব যিনি
দানিলেন রব হেদায়েত মোর মনে
প্রদোষ লগনে রবির আলোর সনে।
জুলুম করেছি খাত্তাব দুহিতা পর,
লোকজন বলে "ধর্ম ছেড়েছে উমার"।

www.pathagar.com

পাক সে কালাম পঠনরত
বোনটি ছিল মোর
বড়ই জুলুম করিয়াছিলাম
আমি যে তাহার পর
সেই সে কারণে থাকিত সদা
লজ্জিত মন মোর।

(কাব্যানুবাদ: মাহমুদ লশকর)

মৃত্যুকালে হযরত উমার (রা.) স্বরচিত একটি কাব্য আবৃত্তি করেন সেটি নিম্নরূপ:[৬]

আমার আত্মার উপর আমি যুল্ম করেছি আমি
মুসলিম, শুধু নামায রোযাই করতে পারি।

কাব্যানুরাগ

হযরত উমার (রা.) সমকালীন কাব্য সাহিত্যের একজন সমঝদার পাঠক ছিলেন। তিনি কবিতা মুখস্ত করতঃ তা বর্ণনা করতেন।[৭] তৎকালীন খ্যাতনামা কবিদের প্রায় সবার কবিতাই তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁর কাব্য প্রীতি এত তীব্র ছিল যে, কোন সুন্দর কবিতা পংক্তি তাঁর গোচরিভূত হলেই তিনি বারবার আবৃত্তি করে তা কণ্ঠস্থ করে ফেলতেন।[৮] তবে যে সমস্ত কবিতায় স্বাধীনতা, মহত্ত্ব, আত্মসম্মানবোধ, আত্মসচেতনতা, মানবিকতা এবং হিকমত প্রকাশ পায় সে সমস্ত কবিতাই উমারের (রা.) পছন্দনীয় ছিল।[৯]

হযরত উমার (রা.) কে কাব্যের কল্পনা শক্তি ও ভাষার নৈপূণ্য মুগ্ধ করত। তাই তিনি কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং আবৃত্তি শুনতেন। এমনকি কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাধানের সময়েও তিনি বীরত্ব, সৎগুণ ইত্যাদি বিষয়ের কবিতা আবৃত্তি করতেন।[১০] এ ব্যাপারে তিনি জাহিলী যুগের কবিদের প্রতিও অশ্রদ্ধা পোষণ করেন নি। তাঁর উপর কাব্য এতখানি প্রভাব বিস্তার করত যে, একবার সমকালীন কবি 'মুতাম্মিম' এর একটি শোকগাথা শ্রবণ করে তিনি কেঁদে ফেলেন।[১১] তাঁর কাব্য আবৃত্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে সাহিত্য সমালোচক মুহাম্মদ ইবন সাল্লাম বলেন:

হযরত উমার (রা.) কখনো কবিতার চরণ দ্বারা উদাহরণ দেয়া ছাড়া কোন কথা বলতেন না।[১২]

হযরত উমার (রা.) বীরত্ব, ঔদার্য, কুল গৌরব প্রকাশ পায় ইত্যাদি বিষয়ের কবিতা পাঠে জনসাধারণকে উৎসাহিত করতেন। পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারী, সৈন্য বিভাগের সদস্য প্রমূখ পেশাজীবিদের তিনি কাব্য পাঠ ও সংরক্ষণের জন্য উপদেশ দিতেন।[১৩] তাঁর রাষ্ট্রীয় ফরমান ছিল: "তোমরা তোমাদের সন্তানদের উত্তম কবিতা শিক্ষা দাও।[১৪] বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণরের কাছে পত্র লিখার

www.pathagar.com

সময়ে তিনি হিকমতপূর্ণ ও উপদেশমূলক কবিতা পাঠের নির্দেশ দিতেন।[১৫] তিনি গভর্ণর হযরত আবু মুসা আল-আশআরীকে নিম্নোক্ত বক্তব্য লিখে পাঠানঃ

আপনি লোকদেরকে কবিতা শেখার আদেশ দিন। কেননা, এটা উন্নত চরিত্র, সঠিক সিদ্ধান্ত ও মানুষের পরিচিতি নির্দেশ করে।[১৬]

কাব্য পাণ্ডিত্য ও সমালোচনা

হযরত উমার (রা.) শুধুমাত্র একজন সমঝদার সুপাঠকই ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন তৎকালীন আরবী কাব্য ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। কবিতার রচনা শৈলী, আলংকারিক সৌন্দর্য এবং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে তিনি ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।[১৭] অপরদিকে কাব্য সমালোচনার ক্ষেত্রেও তাঁর নিজস্ব রীতি ও পদ্ধতি ছিল।[১৮] আধুনিক আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচকগণও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, উমারের যুগে তাঁর চেয়ে উত্তম কাব্য বিচারক ও সমালোকক দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না।[১৯] আরবী কাব্য সমালোচনার বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রতিষ্ঠাতা প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন। তৎকালীন যুগের প্রত্যেক বিখ্যাত কবিদের কবিতা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল।[২০] সাহিত্য সমালোচক ত্বাহা আহমদ ইবরাহীম বলেনঃ

"Umar was the first critic who considered the text in respect of moulding of forms and co-herence of thought."[২১]

হিকমতপূর্ণ তথা জ্ঞানগর্ভ কবিতার প্রতি হযরত উমার (রা.) এর আকর্ষণ বেশী পরিলক্ষিত হয়। তিনি জাহিলী যুগের কবি যুহাইরকে অন্যান্য কবিদের উপরে প্রাধান্য দিতেন শুধু এই কারণেই যে, তাঁর কবিতা স্বচ্ছন্দ; জটিলতা ও কুটিলতামুক্ত, হিকমতপূর্ণ এবং বাহুল্য বর্জিত।[২২] হযরত ইবন আব্বাস (রা.) এর প্রশ্নের জবাবে হযরত উমার (রা.) কবি যুহাইর সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেনঃ [২৩]

...কারণ, তিনি বক্তব্যকে দুর্বোধ্য করেন না। তিনি অপরিচিত শব্দ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন এবং যার যা নেই সে বিষয়ে প্রশংসা করেন না।

জাহিলী যুগের কবি হয়েও কবি যুহাইর এমন কোন পংক্তি রচনা করেননি যা অশ্লীলতাপূর্ণ বা অসংযত, আর এ কারণেই তিনি হযরত উমারেরও প্রিয় ছিলেন।[২৪] কবি যুহাইরের পরে হযরত উমার (রা.) কবি নাবিগাকে শ্রেষ্ঠ কবি মনে করতেন।[২৫] হযরত উমারের কাব্য জ্ঞান এত তীক্ষ্ণ ছিলো যে, তিনি কবি ইমরুউল কায়িস এর রচনা শৈলী, তার অপূর্ব ভাষা নৈপুণ্য ও কল্পনা শক্তিকেও উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমালোচনা করেছেন। ইবন রশিক তাই মন্তব্য করেছেনঃ *হযরত উমার তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্য সমালোচক ও কাব্যজ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন।*[২৬]

www.pathagar.com

কাব্য সংস্কার

কবিতার প্রতি হযরত উমার (রা.) এর দূর্বলতা থাকলেও নীতিজ্ঞানহীন অমার্জিত, অশ্লীলতাপূর্ণ ও আদর্শ পরিপন্থী কাব্যকে তিনি গ্রহণ করেন নি। এসব ক্ষেত্রে যত প্রসিদ্ধ কবিই হোক না কেন তার কবিতাকে প্রত্যাখ্যান করতঃ তিনি দ্বীনের দাবীকে সমুন্নত করতেন।[২৭] আর উক্ত কাব্য রচনাকারীদেরও তিনি ক্ষমা করতেন না। ঐতিহাসিক বাইয়ূমী আস-সিবাঈ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন:

তাঁর অন্তরে কবিতার এত গুরুত্ব থাকা সত্বেও কোন কবিতা দ্বীনের বিপরীত হলে তাকে প্রত্যাখ্যান করতেন।[২৮]

হযরত উমার (রা.) গতানুগতিক তথা জাহিলী কাব্যধারায় পরিবর্তন আনয়নে কাব্য সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলেন।[২৯] নিম্নে তাঁর কতিপয় সংস্কার সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

ব্যাঙ্গাত্মক ও কুৎসামূলক কবিতার ব্যাপারে তাঁর মনোভাব ছিল অত্যন্ত কঠোর। কবিতা রচনা বা আবৃত্তির মাধ্যমে কারো অহেতুক নিন্দা প্রচার তিনি সহ্য করতেন না। এ সমস্ত কার্যকলাপ তিনি বেআইনি ঘোষণা করেন।[৩০] তৎকালীন বিখ্যাত কবি 'হুতাইয়া' 'যবরকারন ইবন বদর' নামক অপর একজন কবির উদ্দেশ্যে একটি ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করলে খলিফা উমার (রা.) কবি হুতাইয়াকে বন্দী করেন।[৩১] অনুরূপভাবে তিনি একই অপরাধে নাজ্জাশী নামের এক কবিকেও কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।[৩২] এ প্রসঙ্গে ড. ইয়াহয়া আল জাব্বুরী মন্তব্য করেছেন:

হযরত উমার (রা.) ব্যঙ্গ কবিতা সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। যবরকানের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গত্মক কবিতা রচনার কারণে তিনি হুতাইয়াকে গ্রেফতার করেন।[৩৩]

জাহিলী আরবী কাব্যের অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল নারী সম্পর্কিত নির্লজ্জ আলোচনা।[৩৪] হযরত উমার (রা.) নারী সম্পর্কিত অবৈধ বর্ণনা এবং নারী দেহের অশ্লীল কাব্যলোচনা নিষিদ্ধ করে ফরমান জারি করেন।[৩৫] আদী ইবন নায়লা নামক একজন প্রশাসককে অশ্লীল কবিতা আবৃত্তির জন্য তিনি বরখাস্ত করেন বলে জানা যায়।[৩৬]

কাব্য নির্দেশনা

হযরত উমার (রা.) উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, কবিতার প্রভাব সুদূর প্রসারী। বিশেষ করে আরবদের ক্ষেত্রে তা ছিল আরও বাস্তব সত্য। কবিরা তাদের কবিতা দ্বারা মানুষকে যেমন পাপাচারের দিকে নিয়ে যেতে পারে ঠিক তেমনি মানুষকে হিদায়েতের পথে পরিচালিত করতেও বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই কবিদের প্রতি তিনি সর্বদা উত্তম, হিদায়েতমূলক কবিতা রচনার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। বিশেষ করে ইসলামী ঐহিত্য, আদর্শ ও গৌরবকে কেন্দ্র করে কাব্য রচনার ব্যাপারে তিনি অত্যধিক গুরুত্ব

www.pathagar.com

দিতেন।[৩৭] কোন কবির কবিতা তাঁর নিকটে পঠিত হলে অনেক সময় দেখা যেত কোন কোন কাব্যে তিনি সংশোধনীও নিয়ে আসতেন।

কবি ও কাব্যের পৃষ্ঠপোষকতা

খলীফা হিসেবে ব্যাপক দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেও উমার (রা.) কবি ও কাব্যের প্রতি মনোযোগী ছিলেন। তিনি সতীর্থদের নিয়ে মাঝে মধ্যেই কাব্যালোচনায় মিলিত হতেন।[৩৮] মসজিদে নববীর পার্শ্বেই তিনি কাব্যচর্চার জন্য একটি মঞ্চ নির্মাণ করেন বলে জানা যায়।[৩৯] উমার (রা.) একবার এর আদমশুমারীতে কবিদের একটি পৃথক তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল।[৪০] তালিকাভুক্ত কবিদের রাষ্ট্রীয়ভাবে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা দেয়া হতো।[৪১] কুফার গভর্নর মুগীরা ইবন শোধাকে কাব্য জগতে ইসলামের প্রভাব কতটা পড়েছিল তা পরীক্ষা করার জন্য হযরত উমার নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪২]

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, কবি ও কবিতার প্রতি হযরত উমার (রা.) এর ছিল অকৃত্রিম অনুরাগ ও প্রীতি। তবে তিনি কখনো লাগামহীনতাকে প্রশ্রয় দেন নি। বরং দ্বীনের নির্দেশিত গণ্ডির মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল।[৪৩] এ ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্দেশনা যুগ যুগ ধরে মুসলিম কবি ও সাহিত্যিকদের জন্য অনুসরণীয় ও অনুপ্রেরণার বস্তু হয়ে আছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

---

১ ইবন রাশিক আল কায়রোয়ানী, *আল-উমদাহ*, প্রথম খণ্ড (বৈরূত: দার আল-জীল, ১৯৭২), পৃষ্ঠা. ৮১; মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, *সাহাবীদের (রা.) কাব্যচর্চা* (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭/ ১৪১৮), পৃ: ৩৫।

২ আ, ত, ম, মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২/১৪০২), পৃ. ৪৭।

৩ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, *আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৭), পৃ. ১১; মোঃ আবুবকর সিদ্দীক, 'আরবী সাহিত্যে হযরত আলীর (রা.) স্থান' *গবেষণা পত্রিকা*, তৃতীয় সংখ্যা, কলা অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮, পৃ. ২১।

৪ যাহেদ আলী ফাহ্মী, *হুসনুস্ সাহাবা* (ইস্তাম্বুল: রওশন মাতআবাত, ১৩২৪ হি.), পৃ. ১১৯।

৫ ড. আব্দুল্লাহ্ হামিদ, *শিরুদ দাওয়া আল ইসলামীয়্যা* (রিয়াদ: কুল্লিয়াতুল লুগাতিল আরাবিয়া, ১৯৭১), পৃ. ৬৫-৬৬।

www.pathagar.com

৬ মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা ৩৫। মূল আরবী পংক্তিটি নেয়া হয়েছে ড. আব্দুল্লাহ্ হামিদ রচিত *শিরুদ দাওয়া আল ইসলামীয়্যা* বইটি হতে।

৭ আব্দুল মুনইম আল খিফাজী, *আল-হায়াত আল আদাবিয়া বা'দা যুহুরিল ইসলাম* (কায়রোঃ মাকতাবাতুল কুল্লিয়াত আল-আযহারিয়্যা, তাবি), পৃ. ১৬১; মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫।

৮ বায়উমী আস সিবাঈ, *তারিখুল আদাবিল আরবী*, ২য় খণ্ড (বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নাই), পৃ. ৩৩০।

৯ মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬।

১০ বায়উমী আস-সিবাঈ, *পূর্বোক্ত*। হযরত উমার (রা.) সবচেয়ে বেশী যে পংক্তিদ্বয় উচ্চারণ করতেন তা হলোঃ (আস- সিবাঈ, *পূর্বোক্ত*)।

১১ *তদেব*; মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা ৩৫।

১২ আল জাহেয, *কিতাবুল হায়াওয়ান*, ৫ম খণ্ড (বৈরূতঃ আল মাজমা আল ইলমী আল ইসলামী, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬৯ খৃ.), পৃ. ৫৯০।

১৩ মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, *আসহাবে রাসুলের জীবন কথা*, ১ম খণ্ড (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৯৬), পৃ. ৩৮।

১৪ আব্দুল মুনএম আল খিফাজী, *পূর্বোক্ত*।

১৫ মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬।

১৬ বায়উমী আস-সিবাঈ, *পূর্বোক্ত*।

১৭ যাকের আল কাসিমী, *নাযারাত ফি আশ শি'র আল ইসলামী ওয়াল উমাবী* (বৈরূতঃ দারুন নাফায়িস, প্রথম প্রকাশঃ ১৯৭৭ খৃ.), পৃ. ৩৮।

১৮ বায়উমী আস-সিবাঈ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩১; মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, *পূর্বোক্ত* ৩৫।

১৯ আল-খিফাজী, *আল-হায়াত আল আদাবিয়্যা ফি আছরাই আল জাহিলীয়্যা ওয়া সদ্‌রিল ইসলাম* (কায়রোঃ মাকতাবাতুল কুল্লিয়াত আল আয্‌হারিয়্যা, তাবি), পৃ. ৩১৪।

২০ Rafiq. Ahmad. 'Arabic LiterayCriticism' *Chittagong University Studies*, Vol. XI. Chittagong. 1995. p. ১৪১।

২১ Taha Ahmad Ibrahim. *Tarikh al-Naqd al-Arabi* (Cairo: Lajna al-T Talil wa al Tarjama. 1937). p. ৩১.

২২ মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫।

২৩ বায়উমী আস সিবাঈ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩২।

২৪ K.A. Fariq. *History of Arabic Literature* (Delhi: VIKAS Pablication. 1972), p. ১০৮।

২৫ মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, *পূর্বোক্ত*-৩৬।

২৬ ইবন রাশিক আল-কায়রোয়ানী, *পূর্বোক্ত*।

২৭ বায়উমী আস্ সিবাঈ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৩; মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, *পূর্বোক্ত*।

২৮ *তদেব*।

২৯ মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭।

৩০ বায়উমী আস সিবাঈ, *পূর্বোক্ত*।

৩১ *তদেব*, মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, *পূর্বোক্ত*।

৩২ আল-জাহিয, *আল-বায়ান ওয়াত তাবঈন*, ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ মাজমা' আল-ইলমী আল-আরাবী। চতুর্থ সংস্করণ, তাবি), পৃ. ২৩৯-৪০।

৩৩ হান্না আল ফাখুরী, *আল জামি ফী তারিখিল আদাবিল আরাবী* (বৈরূতঃ দারুলজীল, ১৯৮৬), পৃ. ১৪৫; ডঃ এ, এম, এম, আব্দুল গফুর চৌধুরী, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, (প্রাচীন যুগ), চট্টগ্রাম ১৯৯৩, পৃ. ৬৬-৬৭।

www.pathagar.com

৩৪ মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭।
৩৫ *তদেব*।
৩৬ ড. ইয়াহইয়া আল জাব্বুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২১।
৩৭ বায়উমী আস-সিবাঈ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩২।
৩৮ মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩২।
৩৯ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮।
৪০ মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, *পূর্বোক্ত*, ৩৮।
৪১ ড. ইয়াহইয়া আল জাব্বুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২১।
৪২ বায়উমী আস-সিবাঈ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩৩।
৪৩ মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭।

www.pathagar.com

আল-ফারাযদাকের কবিতায় ইসলামী চেতনা

ভূমিকা

আল-ফারাযদাক আরবী কবিতার ফাখরিয়্যাহ (গৌরবগাথা) শাখার অন্যতম দিকপাল। তাঁর কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল উত্তম শব্দ এবং গম্ভীর বাচনভঙ্গির ব্যবহার। এজন্য ভাষাবিদ ও ব্যাকরণ বিশেষজ্ঞগণ ফারাযদাকের কবিতাই সর্বাধিক উদ্ধৃতি হিসেবে তাঁদের গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন। ফারাযদাকের ব্যক্তিগত জীবনে কলুষ-কালিমা ছিল ঠিকই, কিন্তু তাঁর কাব্যসম্ভারে ইসলামের প্রভাবও সুস্পষ্ট।

কবি জীবনী

কবির পূর্ণ নাম হাম্মাম ইবন গালিব। উপাধি ছিল আল-ফারাযদাক[২]। উপনাম আবু ফিরাস[৩] এবং আবু মুলাইকাহ।[৪] কবি ফারাযদাকের জন্ম সাল নিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু জানা যায়না। তবে দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার (রা.) এর খিলাফতের শেষ দিকে ২০ হিজরীর আশে-পাশে তিনি বসরার এক অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন বলেই অধিকাংশ ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন[৫]। আরবের বিখ্যাত তামীম গোত্রের উপগোত্র দারিম এ তাঁর জন্ম। উল্লেখ্য যে তামীম গোত্রের শাখা-প্রশাখা ইয়ামামা থেকে ফুরাতের উপকূল এবং নজদের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল।[৬]

পিতা গালিব গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।[৭] ফারাযদাকের পিতামহ সা'সাআহ আপন গুণ ও যোগ্যতায় জাহিলী যুগে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[৮] তিনি ৩৬০ জন কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন। এদের প্রত্যেককে তিনি উচ্চমূল্যে ক্রয়ের মাধ্যমে আযাদ করেছিলেন।[৯] কবি মাতার নাম ছিল লাইলা বিন্‌ত হারিছ। যিনি প্রখ্যাত সাহাবী 'আকরা' ইবন হাবিসের বোন।[১০]

ফারাযদাকের শৈশব পারিবারিক পরিবেশে আড়ম্বরপূর্ণ ভাবেই কাটে। তৎকালীন যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বসরার বিভিন্ন খ্যাতিমান শিক্ষক ও শিক্ষাকেন্দ্র হতে তাঁর জ্ঞানারোহণের সূচনা। শৈশবের একটা অংশ তিনি পিতার সাথে বসরার নিকটবর্তী কাযিমাতে বেদুঈন পরিবেশে কাটান।[১১] ফলে তিনি বিশুদ্ধ আরবীর সংস্পর্শে বেড়ে উঠার সুযোগ পান। খুব ছোট বয়স থেকেই তাঁর প্রখর মেধা এবং বিরল মুখস্ত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।[১২] কৈশোরেই তিনি ইমরু'উল কায়স সহ বড়মাপের কবিদের অসংখ্য কবিতা মুখস্ত করেন।[১৩] এ সময় হতেই তিনি কবিতা রচনা করতে শুরু করেন। তাঁর কৈশোরের কবিতাগুলি অধিকাংশই ছিল ব্যঙ্গাত্মক।[১৪] পিতা গালিবও তাঁকে বিশেষভাবে কবিতা শিক্ষা দিতে সচেষ্ট ছিলেন।[১৫] ফারাযদাকের পিতা একবার পুত্র সহ

www.pathagar.com

হযরত 'আলীর (রা.) দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেন, ان ابني هذا من شعراء مضر فاسمع منه (আমার এই ছেলে মুদারীয় বিখ্যাত কবিদের ন্যায়। আপনি তার নিকট হতে কিছু শুনুন।) 'আলী (রা.) বললেন, তাকে কুরআন শিক্ষা দাও। হযরত 'আলী (রা.) কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে ফারাযদাক পবিত্র কুর'আন সম্পূর্ণ হিফয করেন কৈশোরেই।[১৬]

চাচাত বোন নাওয়ারকে প্রথমে তিনি বিয়ে করেন। এ ঘরে তাঁর কয়েকজন সন্তান-সন্ততি থাকলেও দাম্পত্য জীবনে তাঁরা সুখী হতে পারেননি। ফলে তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে।[১৭] কবির বদ মেজাজ ও স্বভাবই এ জন্য দায়ী ছিল। অবশ্য নাওয়ারকে তালাক দেয়ার জন্য ফারাযদাক আজীবন অনুতাপ করেছেন।[১৮] এ বিষয়ে কবিতাও রচনা করেছেন তিনি। এমনকি পরবর্তীতে 'ফারাযদাকের ন্যায় অনুতপ্ত' বাক্যটি আরবী প্রবাদ হিসেবে গণ্য হয়েছে।[১৯] এছাড়া তিনি আরও কয়েকটি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।[২০]

কাব্যজগতে অবাধ বিচরণ করতে গিয়ে তিনি নীতি-নৈতিকতার ধার ধারেননি। মদ্যপানসহ নানা চারিত্রিক কুঅভ্যাস তাঁকে পেয়ে বসে। কুৎসামূলক ও ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করে যে কারও কুৎসা ও ব্যঙ্গ প্রচারে তিনি ছিলেন দ্বিধাহীন। প্রতিপক্ষকে হেয় করার জন্য অশ্লীলতর শব্দচয়নে তাঁর কোন কুণ্ঠাবোধ ছিল না।[২১] বসরার বিশিষ্ট ব্যক্তি আল-আশহাব আন-নাহশালীর হিজা বা কুৎসা বর্ণনা করে কবিতা রচনা করায় ফারাযদাককে ৫০ হিজরীতে বসরা থেকে বহিষ্কার করা হয়।[২২] তিনি মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের কারণে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। ফলে মদীনা থেকেও তাঁকে বহিষ্কৃত হতে হয়।[২৩] এভাবেই জন্মভূমি বসরা থেকে বিতাড়িত অবস্থাতেই ফারাযদাকের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলো কাটে। শেষ জীবনে তিনি বসরায় ফিরে যান।

শেষ জীবনে কবি আল-ফারাযদাক পেটের টিউমার রোগে আক্রান্ত হন এবং এটিই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[২৪] অবশেষে ১১০ হিজরী মোতাবেক ৭২৮ খৃ. ফারাযদাক বসরায় মৃত্যবরণ করেন।[২৫] অনেক ঐতিহাসিক তাঁর মৃত্যু সন ১১৪ হি. বলেও উল্লেখ করেছেন।[২৬] শেষ বয়সে ফারাযদাক তাঁর যাবতীয় কৃতকর্মের জন্য তাওবা করেন এবং ইসলাম নির্দেশিত সহজ সরল সৎ জীবন যাপনের প্রচেষ্টা চালান।[২৭]

উমাইয়্যাহ যুগের অন্যতম প্রধান কবি আল-ফারাযদাক আরবী কবিতার নানা শাখায় স্বতঃস্ফূর্ত বিচরণ করেছেন। মাদহ বা প্রশংসামূলক কবিতা, ফাখর বা গর্ব-অহংকারমূলক কবিতা, হিজা বা ব্যঙ্গাত্মক কবিতা, গযল বা প্রেমমূলক কবিতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি ব্যাপক কবিতা রচনা করেছেন। মার্ছিয়া বা শোকগাথা রচনাতেও তাঁর পারদর্শিতা উল্লেখযোগ্য।[২৮] তবে ফাখরিয়া কবিতার জন্যই তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন।[২৯] অপরদিকে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তিনি সমসাময়িক কবি

www.pathagar.com

জারীরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে (نقائض) নাকাইদ নামক যে কাব্যধারার জন্ম দিয়েছেন তা অনন্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। পরবর্তীকালে এ ধারার কবিতা তেমন রচিত হয়নি। তাঁর কবিতার আলংকারিক সৌন্দর্য, উত্তম শব্দচয়ন আর গম্ভীর বাচনভঙ্গি সমসাময়িকদের থেকে তাঁকে স্বতন্ত্র ও মজবুত অবস্থানে অধিষ্ঠিত করেছে। ভাষাবিদ আর বৈয়াকরণদের মতে তাই ফারাযদাকই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি।[৩০] আর এ কারণেই আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গ্রন্থাবলীতে তাঁর কবিতার উদ্ধৃতিই সর্বাধিক। এজন্যই আরবী সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করেছেন যে, ফারাযদাকের কবিতা না থাকলে আরবী ভাষার এক-তৃতীয়াংশই নি:শেষ হয়ে যেত।[৩১] তৎকালীন ধারা অনুযায়ী তিনি শাসকগোষ্ঠী উমাইয়্যাহ খলীফাগণ এবং তাদের অধস্তনদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করতেন। নিছক জীবিকা নির্বাহের জন্যই এমনটি যে করতেন তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।[৩২]

ব্যক্তিগতভাবে কবি রুক্ষ স্বভাবের অধিকারী, বদমেজাজী এবং ফাসিক ছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে কাপুরুষ বলতেও দ্বিধা করেন নি।[৩৩] কারণ তাঁর জীবদ্দশায় বড় বড় বেশ কিছু জিহাদ সংঘটিত হলেও কোনটিতেই তিনি অংশ নেননি। তবে উদারমনা, সূক্ষ্মদর্শী হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল।

কাব্য সাহিত্যে অবদান বিবেচনায় তিনি চূড়ান্তভাবে সফল হয়েছিলেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবন সাল্লাম (মৃ.৮৪৬ খৃ.) তাঁকে ইসলামী যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৩৪] আল-ইসফাহানীও (মৃ.৯৬৭ খৃ.) অনুরূপ মতামত দিয়েছেন।[৩৫] গঠনমূলক কবিতা রচনার কারণে জাহিলী যুগের কবি যুহায়র (মৃ.৬০৯ খৃ.) এর সাথে তাঁকে তুলনা করা হয়ে থাকে।[৩৬] তাঁর বিশাল কাব্য সমগ্র বা দীওয়ান প্রাচ্য প্রতীচ্যের বহু স্থান হতে একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া জারীরের সাথে তাঁর নাকাইদ নিয়েও পৃথকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।[৩৭]

আল ফারাযদাকের কবিতায় ইসলাম

ইসলাম আরবদের জীবনাচারে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। তাদের চিন্তার জগতকে ঝেড়ে মুছে এক নতুন চেতনার জন্ম দেয়। সাহিত্য যেহেতু জীবনেরই প্রতিচ্ছবি, সুতরাং এ ক্ষেত্রেও ইসলাম নাড়া দিয়েছে ব্যাপকভাবে। তাই ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনাকারী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ এবং ব্যক্তিগত জীবন কলুষ-কালিমায় ভরপুর থাকলেও ফারাযদাকের কবিতায় ইসলামের ছাপ ও প্রভাব সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। তাঁর দীওয়ানের বিরাট অংশজুড়ে রয়েছে এ ধরনের কবিতা। ইসলামী 'আকীদাহ, বিধি-বিধান, 'ইবাদাত-বন্দিগী প্রভৃতি বিষয় নিয়ে রচিত তাঁর চমৎকার বেশকিছু কবিতা রয়েছে। নিম্নের আলোচনায় বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হবে:

www.pathagar.com

তাওহীদ

মহান আল্লাহর একত্ববাদকে নিয়ে আল-ফারাযদাকের বহু কবিতা রয়েছে। এ বিষয়ের বর্ণনায় আহলুস সুন্নাহর অনুসৃত বিশুদ্ধ আকীদার ছাপ বিদ্যমান। কোনরূপ বিভ্রান্ত মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত নয় এগুলো। এরূপ একটি কবিতার অংশ বিশেষ হলো,[৩৮]

سوى الله ، ان الله لا شيء مثله ٭ له الامم الاولي يقوم نشورها

"আল্লাহ ব্যতিত কেউ নেই, নিশ্চয় আল্লাহর সমকক্ষও কেউ নেই, তিনিই পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে পূনরুত্থানে সক্ষম।"

রিসালাত

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আগমন, নবুওত প্রাপ্তি, সর্বশেষ রাসূল হিসেবে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের অধিকারী হওয়া প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে নানা প্রেক্ষাপটে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। আল-কুর'আন এবং সুন্নাহর মৌলিক শিক্ষার আলোকে রচিত এরূপ একটি কবিতার পংক্তি হলো,[৩৯]

جعلت لأهل الارض أمنا ورحمة ٭ وبرءا لآثار القروح الكوالم

كما بعث الله النبى محمدا ٭ على فترة والناس مثل البهائم

"জগৎবাসীর জন্য আপনাকে তৈরি করা হয়েছে নিরাপত্তা ও অনুগ্রহ স্বরূপ। এবং আঘাতে ক্ষত-বিক্ষতদের জন্য আরোগ্য হিসেবে। যেমনভাবে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (সা.) কে এমন এক সময়ে নবী হিসেবে পাঠিয়েছিলেন যখন মানুষ ছিল চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়।"

পারলৌকিক বিশ্বাস

ইসলামী আকীদাহর অন্যতম দিক হলো পরকালে বিশ্বাস। হাশর-নাশর, কিয়ামত, জান্নাত-জাহান্নাম প্রভৃতি বিষয় নিয়ে মনোজ্ঞ বর্ণনা রয়েছে ফারাযদাকের কবিতায়। কিয়ামত দিবস নিয়ে ভীত হয়ে তিনি রচনা করেছেন,[৪০]

اذا جائنى يوم القيامة قائد ٭ عنيف وسواق يسوق الفرزدقا

اخاف وراء القبران لم يعافنى ٭ أشد من القبر التهابا وأضيقا

"কিয়ামত দিবসে যখন আমার নিকট সামর্থবান নেতা আসবেন আর পরিচালনাকারী যখন ফারাযদাককে পরিচালনা করে নিয়ে যাবে; আমি কবরের অবস্থা নিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। কেননা যদি আমাকে ক্ষমা করা না হয়, সংকীর্ণ ও তীব্র জ্বালাময় সেই কবরে!"

www.pathagar.com

আল-কুরআনের প্রভাব

আল-ফারাযদাক পূর্ববর্তী নবীগণের ঘটনা, আল-কুরআনে বর্ণিত নানা ঘটনা প্রবাহ, ইসলামী শরী'আতের বিভিন্ন দিক, কিয়ামত সংক্রান্ত বর্ণনা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে অনবদ্য কাব্য রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি কুরআনী স্টাইল অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন। শব্দচয়ন, ঘটনার বর্ণনা, আলংকারিক সৌন্দর্য ও উপমা- উৎপ্রেক্ষা, ভাব-ভাষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ প্রভাব বিদ্যমান। উমাইয়্যাহ রাজপরিবারের সদস্যদের প্রশংসায় তিনি বহু কবিতা রচনা করেছেন। এরূপ একটি কবিতায় তিনি আল-কুরআনে বর্ণিত নবী দাউদ ও সুলায়মানের (আ) কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন: [৪১]

فأنت أحق الناس بالعدل والتقى ٭ وانت ثرى الارض الحيا و طهورها

فاصبحتما فينا كداود وابنه ٭ على سنة يهدى بها من يسيرها

"আপনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ন্যায়বান, খোদাভীরু। আপনিই পবিত্রতা ও লজ্জাশীলতায় পৃথিবীতে আদর্শ। আপনারা দুজন (খলীফা সুলায়মান ও তদীয় পুত্র আয়্যুব) আমাদের মাঝে সেইরূপ যেরূপ ছিল দাউদ (আ.) ও তাঁর পুত্র (সুলায়মান)। তাঁরা এমন পথে ছিলেন যে কেউ তা অনুসরণ করে সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারে।"

আল-কুর'আনে ব্যবহৃত শব্দ, বাক্য এবং ভাব কে সরাসরি ধারণ করেও তিনি কবিতা রচনা করেছেন। কবি বলেন, [৪২]

كأن على دير الجماجم منهم ٭ حصائد أو أعجاز نخل تقعرا

أعجاز نخل শব্দদ্বয় আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত হতে চয়নকৃত-

كأنهم أعجاز نخل خاوية[৪৩]

ধর্মীয় আচার

আল-ফারাযদাক ইসলামের নানা ইবাদত-বন্দিগী যেমন সালাত, সাওম, হজ্ব, যাকাত, দান-খয়রাত প্রভৃতি পালনের যৌক্তিকতা, উপকারিতা ইত্যাদি সম্পর্কে নানা প্রেক্ষাপটে কাব্যরচনা করেছেন। এরূপ একটি কবিতায় তিনি বলেন, [৪৪]

لقد دلهتنى عن صلاتى وأنه ٭ ليدعو إلى الخير الكثير إقامها

"আমাকে আমার সালাত বিভোর করে দেয়। সালাতের প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই অনেক কল্যাণের দিকে আহবান করে।"

www.pathagar.com

ইসলামী জীবন বিধান

বিভিন্ন মনীষী বিশেষ করে উমায়্যাহ খলীফাদের প্রশংসায় রচিত তাঁর কবিতামালায় ইসলামী শরী'আতের নানা দিক নিয়ে তিনি কথামালা সাজিয়েছেন। হালাল-হারাম, আদল-ইনসাফ, প্রজাপালন, সত্যনিষ্ঠা, পরামর্শ অনুযায়ী কাজ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তাঁর অসংখ্য রচনার অংশবিশেষ হলো: [৪৫]

حملت الذى لم تحمل الأرض والتى ٭ عليها فأديت الذى أنت حامله

الى الله من حمل الأمانة بعد ما ٭ اضيعت وغال الدين عنا غوائله

"আপনি এমন ভার বহন করেছেন যা পৃথিবী ও এর উপর অবস্থানকারী কেউই বহন করছেনা। আপনি এমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন যা করার উপযুক্ত কেবল আপনিই। আমানতদারী বিনষ্ট হলে তা পূণরায় প্রতিষ্ঠা আল্লাহরই বিধান। সীমা লংঘন কারীরা আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ী করে থাকে।"

নৈতিকতা

ইসলামের শিক্ষা মানুষকে নৈতিক বলে বলীয়ান করে। আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের নির্দেশনা দেয়। ইসলামী নৈতিক গুণাবলী যেমন: তাকওয়া, সবর, হিলম, হায়া প্রভৃতির বর্ণনা তুলে ধরে নানা প্রেক্ষাপটে আল-ফারাযদাক কবিতা রচনা করেছেন। এমনই একটি কবিতায় কবি বলেন: [৪৬]

وانى لينهانى عن الجهل فيكم ٭ اذا كدت خلات من الحلم أربع

حياء وبقيا واتقاء وأننى ٭ كريم فاعطى ما أشاء وامنع

"তোমাদের মধ্যে আমি প্রায় মূর্খ হিসেবে গণ্য হতাম, তবে চারটি মহান গুণ আমাকে রক্ষা করেছে। (এগুলি হলো) লজ্জা, অমরত্ব লাভের বাসনা এবং আল্লাহ ভীতি, তদুপরি আমি সম্ভ্রান্ত। আমি যা খুশী দান করি অথবা বিরত থাকি।"

তাকদীর বা ভাগ্যে বিশ্বাস

কবি আল-ফারাযদাক তাকদীর বা ভাগ্যে বিশ্বাস নিয়ে আপন কবিতায় অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ চিত্র এঁকেছেন ইসলামী চেতনার আলোকে। মৃত্যু যে পূর্বনির্ধারিত এক চিরন্তন সত্য তা তিনি অত্যন্ত সাবলীল ভাবে বর্ণনা করেছেন। তাকদীরকে আগানো বা পিছানো সম্পূর্ণ মহান আল্লাহর ফায়সালার উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে আল্লাহর উপর নির্ভর করাই প্রকৃষ্ট পন্থা বলেও তিনি বর্ণনা করেছেন। কবির ভাষায়, [৪৭]

www.pathagar.com

ألاكل شئ في يد الله بالغ * له أجل عن يومه لا يحول

وان الذى يغتر بالله ضائع * ولكن سينجى الله من يتوكل

"সব কিছুই আল্লাহর (কুদরতী) হাতে পৌঁছায়। তাঁর কাছেই রয়েছে কিয়ামত দিবসের নির্ধারিত ক্ষণ,যা খণ্ডানোর কেউ নেই। আল্লাহর সাথে প্রতারণাকারীরা ক্ষতিগ্রস্থ। কিন্তু আল্লাহর উপর নির্ভরশীলরা অচিরেই মুক্তি পাবে।"

ইসলামের বিজয়াভিযান

এ বিষয়টি আল-ফারাযদাকের ফখর, মাদহ এবং মারছিয়ার বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। ইসলামের বিজয়াভিযানের বর্ণনা, জিহাদের গুরুত্ব, অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের প্রশংসা, শহীদদের মর্যাদা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে চমৎকার বর্ণনা রয়েছে তাঁর এ সব কবিতায়। কবি বলেন, [৪৮]

فتحنا باذن الله كل مدينة * من الهند أو باب من الروم مغلق

"আমরা আল্লাহর অনুগ্রহে প্রতিটি শহর বিজয় করেছি। সেই হিন্দুস্থানে অথবা রোমের বন্ধ দরজার নিকটবর্তী।"

জিহাদ ও মুজাহিদদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করতে গিয়ে তিনি ইসলামের সোনালী অতীত বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের বীরত্বগাথার কথাও তুলে এনেছেন সুনিপুণ বর্ণনায়। কবির ভাষায়,[৪৯]

ضربت بسيف كان لاقى محمد * به اهل بدر عاقدين النواصيا

"এমন তরবারী দিয়ে আপনি আঘাত হেনেছেন যেরূপ তরবারী দ্বারা রাসূল (সা.) আপন বদরী সাহাবীদের নিয়ে শত্রুদের ললাট ভুলুণ্ঠিত করেছিলেন।"

ইসলামী চেতনাবাহী বিভিন্ন বিষয়

উপরোক্ত বিষয়াবলী ছাড়াও ইসলামী স্থাপত্য বিশেষ করে মসজিদের নির্মাণশৈলীর বর্ণনা এবং তা নিয়ে গর্ববোধ, দো'আ-মুনাজাতের গুরুত্ব, ইসলাম ও অন্যান্য আসমানী ধর্মের মধ্যে পার্থক্য, মুনাফিকের স্বরূপ, শয়তান বা ইবলীসের কুপ্ররোচনা প্রভৃতিকে ধারণ করে কাব্যচর্চা করেছেন কবি আল-ফারাযদাক। খলীফা আব্দুল মালিকের (৬৪৬-৭০৫ খৃ.) প্রশংসায় রচিত একটি কবিতায় মসজিদ প্রসঙ্গ এনে কবি বলেন, [৫০]

به عمر الله المساجد وانتهى * عن الناس الشيطان النفاق فاقصرا

"তাঁর দ্বারাই আল্লাহ মসজিদ নির্মাণ করেছেন। তিনি এমন স্থানে অবস্থানে করছেন যা থেকে মানুষের মধ্য থেকে নিফাকীর শয়তান বিদূরিত করেছেন। অতপর তাকে তিনি অবদমিত করেছেন।"

www.pathagar.com

ফারাযদাক ইবলীসের কুৎসা বর্ণনা করে ৩৪ পংক্তির একটি অসাধারণ কবিতা রচনা করেন, যা আরবী কাব্যে নতুনত্ব আনয়ন করেছে। এ কবিতায় তিনি বলেন,[৫১]

اطعتك يا ابليس سبعين حجة ٭ فلما انتهى شيبى و تم تمامى

فررت الى ربى و أيقنت أننى ٭ ملاق لايام المنون حمامى

"হে ইবলিস! আমি সত্তরটি বছর তোমার আনুগত্য করেছি (এ আনুগত্য করে) যখন বার্ধক্য এসেছে আমার সবকিছু নিঃশেষ হয়েছে, তখন আমি আল্লাহর দিকে ফিরেছি এবং দৃঢ় আস্থা স্থাপন করেছি যে, নিশ্চয়ই আমি মৃত্যুর মুখামুখী হবো আমার নিয়তি অনুসারেই।"

উপসংহার

উপরোল্লিখিত আলোচনায় এটা সুস্পষ্ট যে, কবি আল-ফারাযদাকের কাব্যে ইসলামের প্রভাব, চেতনা ও ছাপ গভীরভাবে বিদ্যমান। ব্যাপক ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনার ফলে তাঁর যে নেতিবাচক ভাবমূর্তি প্রচারিত হয়েছে তার আড়ালে চাপা পড়ে গেছে ইসলামের প্রতি আনুগত্যশীল তাঁর সৃষ্টিকর্মগুলো। ব্যঙ্গ কবিতা রচনাকারী হিসেবে তাঁর কুখ্যাতি না থাকলে ইসলামের নিশানবরদার একজন কবি হিসেবেই তিনি পরিচিত হতে পারতেন।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

---

১. নাকদ (نقض) ধাতু থেকে সৃষ্ট নাকীদ (نقيض) শব্দের বহুবচন নাকাইদ (نقائد)। শাব্দিক অর্থ বিপরীত, উল্টা। উমাইয়্যাহ যুগে সৃষ্ট আরবী কবিতার বিশেষ একটি ধারা। এ ধরনের কবিতায় একজন কবি অপর কবির নিন্দা করলে নিন্দিত কবি তার উত্তর দিবে। তবে উভয়কে একই ছন্দে এবং একই কাফিয়াতে (অন্ত্যমিল) কবিতা রচনা করতে হবে। দ্রঃ ড.শাওকী দায়ফ, *আত-তাতাওউর ওয়াত তাজদীদ ফীশ শি'রিল উমাবী* (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, তাবি), পৃ. ১৬৩; কারম আল-বুসতানী ও অন্যান্য, *আল-মুনজিদ ফীল লুগাহ ওয়াল আ'লাম* (বৈরুতঃ দারুল মাশরিক, ১৯৯২), পৃ. ৫৭৬।

২. মুহাম্মদ রিদা, *আল ফারাযদাক হায়াতুহু ওয়া শি'রুহু* (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, ১৯৯০), পৃ. ১৯; ইবন কুতাইবাহ, *আশ-শি'র ওয়াশ শু'আরা* (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৯৮১), পৃ. ২৩৫; হান্না আল ফাখূরী, *আল- জামি' ফী তারিখিল আদাবিল 'আরাবী, আল-আদাবুল কাদীম* (বৈরুতঃ দারুল জীলঃ ১৯৮৬), পৃ. ৪৭৯।

৩. আহমদ আল- ইসকান্দারী ও অন্যান্য, *আল-মুফাসসাল ফী তারিখিল আদাবিল 'আরাবী* (বৈরুতঃ দারু ইয়াহয়াইল উলূম, ১৯৯৪), পৃ. ১৫৪; মুহাম্মাদ রিদা, *পূর্বোক্ত*।

৪. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আল-মুযহির*, ২য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তাবি), পৃ. ৪২৫।

www.pathagar.com

৫. ড. শাওকী দায়ফ, *তারিখুল আদাবিল 'আরাবী, আল-আসরুল ইসলামী* (মিশর: দারুল মা'আরিফ, তাবি), পৃ. ২৬৭; ড. বালাশীর, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, আরবী অনুবাদ: ড. ইবরাহীম আল-কিলানী (দামিশক: দারুল ফিকর ১৯৮৪), পৃ. ৫৮৪; মুহাম্মদ রিদা, *পূর্বোক্ত*; আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩), পৃ. ২১৭।

৬. ড.উমার ফাররুখ, *তারিখুল আদাবিল 'আরাবী*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইলম লিল-মালায়িন, ১৯৯২), পৃ. ৬৪৯। ড. শাওকী দায়ফ, *তারিখুল আদাবিল 'আরাবী*, পৃ. ২৬৫।

৭. *আল-মুফাসসাল ফী তারিখিল আদাবিল 'আরাবী*, পৃ. ১৫৪; মুহাম্মদ ইবন সাল্লাম, *তাবাকাত ফুহুলুশ শু'আরা*, ২য় খণ্ড (জিদ্দা: দারুল মদীনা, তাবি), পৃ. ২৯৮।

৮. হান্না আল ফাখুরী, *পূর্বোক্ত*; ড. 'উমার ফাররুখ, *পূর্বোক্ত*।

৯. জুরজী যায়দান, *তারিখু আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়া*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: মানশুরাতু দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৮৩), পৃ. ২৫৫; আবুল ফারজ আল-ইস্পাহানী, *আল-আগানী*, ১০ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, তাবি), পৃ. ২৭৯।

১০. ইবন কুতাইবাহ, *পূর্বোক্ত*।

১১. জুরজী যায়দান, *পূর্বোক্ত*; *আল-মুফাসসাল ফী তারিখিল আদাবিল আরাবী*, পৃ. ১৫৫।

১২. ড. বালাশীর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৮৫; ড: শাওকী দায়ফ, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, পৃ. ২৬৭; মুহাম্মদ রিদা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪।

১৩. *তদেব*; *আল-মুফাসসাল ফী তারিখিল আদাবিল 'আরাবী*, পৃ. ১৫৫।

১৪. ড. উমার ফাররুখ, *পূর্বোক্ত*; জুরযী যায়দান, *পূর্বোক্ত*।

১৫. ড. শাওকী দায়ফ, *তারিখুল আদাবিল 'আরাবী*, পৃ. ২৬৫; আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, *পূর্বোক্ত*।

১৬. *আল-আগানী*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৮৬; জুরযী যায়দান, *পূর্বোক্ত*।

১৭. মুহাম্মদ রিদা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১; ইবন কুতাইবাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩৮।

১৮. মুহাম্মদ রিদা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২।

১৯. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৮।

২০. *আল-আগানী*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩২১; ড.শাওকী দায়ফ, *তারিখুল আদাবিল 'আরাবী*, পৃ. ২৭০।

২১. হান্না আল-ফাখূরী,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮০; জুরজী যায়দান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৬।

২২. ইবন কাছীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৮ম খণ্ড (বৈরুত: মাকতাবুল মা'আরিফ, তাবি), পৃ. ৪৫; মুহাম্মদ রিদা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭; জুরজী যায়দান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৬।

২৩. হান্না আল ফাখূরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮০।

২৪. *আল-আগানী*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৯০; মুহাম্মদ রিদা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২।

২৫. *তদেব*; জুরযী যায়দান, ১ম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*: পৃ. ২৫৫।

২৬. ড. 'উমার ফাররুখ, ১ম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫০; হান্না আল- ফাখূরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮১।

২৭. *আল-মুফাসসাল ফী তারিখিল আদাবিল আরাবী*; ড. শাওকী দায়ফ, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, পৃ. ২৭৪।

২৮. মুহাম্মদ রিদা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩; *আল-মুফাসসাল ফী তারিখিল আদাবিল আরাবী*, পৃ. ১৫৫।

২৯. ড. 'উমার ফাররুখ, ১ম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫১; হান্না আল ফাখূরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮৪।

৩০. *আল-আগানী* ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৬; মুহাম্মদ রিদা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪।

৩১. ড. উমার ফাররুখ, ১ম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫১; জুরজী যায়দান, ১ম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৬।

৩২. মুহাম্মদ রিদা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬; ড. উমার ফাররুখ, ১ম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫০।

৩৩. মুহাম্মদ রিদা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮-২৯।

৩৪. মুহাম্মদ ইবন সাল্লাম, *তাবাকাতুশ শু'আরা* (বৈরুত: দারুন নাহদা আল আরাবিয়্যা, তাবি), পৃ. ৭৫; মুহাম্মদ রিদা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪।

৩৫. *আল-আগানী*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৬।

www.pathagar.com

৩৬. ইবন কুতায়বাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭।
৩৭. জুরজী যায়দান, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৭; ড. উমার ফাররুখ, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬৩।
৩৮. আল-ফারাযদাক, *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারু সাদির, তাবি) পৃ. ৩৬৮।
৩৯. *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৯।
৪০. *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯।
৪১. *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৭।
৪২. *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪২।
৪৩. আল-কুরআন,সূরা আল-হাক্কাহ, আয়াত: ০৭।
৪৪. *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৯।
৪৫. *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯০।
৪৬. *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৩।
৪৭. *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯-৮০।
৪৮. *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, ২য়খণ্ড, পৃ. ৩৮।
৪৯. *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৩।
৫০. *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৯।
৫১. *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৩।

www.pathagar.com

শরফুদ্দীন আল-বূছীরীর কাসীদাহ আল-বুরদাহ এবং রাসূল (সা.) প্রশস্তি

ভূমিকা

আরবী সাহিত্যের মরমী কবি শরফুদ্দীন আল-বূছীরীর অমর সৃষ্টি কাসীদাহ আল-বুরদাহ। এটি মহানবী (সা.) এর প্রশংসা ও স্তুতি মূলক কাব্যের বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে এক অনন্য নমুনা। কেননা মহানবী (সা.) কে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কাসীদাহ রচনা আরবী সাহিত্যে একটি নব দিগন্তের উন্মোচন করেছে। মুহাম্মাদ (সা.) এর প্রশংসায় রচিত এ কাসীদাহটি প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অগণিত পাঠক ও সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এর রীতি, ছন্দ ও আলঙ্কারিক ব্যঞ্জনায় যুগে যুগে কবি সাহিত্যিকবৃন্দ অনুপ্রাণিত হয়েছেন। বস্তুত: মুসলিম জাহানে এ কবিতার মত অন্য কোন কবিতা এত ব্যাপকহারে পঠিত ও সংরক্ষিত হয়নি। কবি আল-বূছীরীর জীবন চরিত ও তাঁর কাসীদাহ আল-বুরদাহর সাহিত্য-সৌন্দর্য এবং রাসূল (সা.) এর প্রশস্তিতে কবি আল-বূসীরীর সফলতা সম্পর্কে জানা সাহিত্য চর্চায় নিমগ্নদের পথনির্দেশনা দিবে, এটা নিশ্চিতই বলা যায়।

কবি পরিচিতি

শায়খ শরফুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন সাঈদ ইবন হাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ আল-বূছীরী ৬০৮ হিজরীর ১ শাওয়াল মুতাবেক ১২১২/১৩ খৃস্টাব্দের ৭ মার্চ[১] উত্তর মিসরের বূছীর[২] বা আবুছির অথবা দালাছ[৩] নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বূছীর জনপদের এবং মাতা দালাছ জনপদের অধিবাসী ছিলেন।[৪] জীবনের অধিকাংশ সময় বূছীরে অতিবাহিত করেন বলে 'আল-বূছীরী' নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। কেউ কেউ তাঁকে দালাছী এবং যৌথভাবে দালাছ ও বূছীর উভয় স্থানের নামানুসারে আল-দালাছীরী নামেও আখ্যায়িত করেছেন।[৫] বার্বার গোত্রের শাখা সুনহায বংশে তাঁর জন্ম বলে সুনহাযী নামেও তিনি পরিচিত।[৬]

আল-বূছীরী ছিলেন অসাধারণ স্মৃতি শক্তির অধিকারী। ১৩ বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআন হিফয করেন।[৭] হাদীস, ইতিহাস, কালাম শাস্ত্র, আরবী ভাষা, ব্যাকরণ ও সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন মিসরের একজন প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ, মুহাদ্দিছ, দক্ষ লিপিকার সর্বোপরী একজন কবি। তাঁর মত স্বভাবসিদ্ধ কবি তৎকালীন সময়ে ছিলনা বললেই চলে।[৮] ব্যক্তিগত জীবনে তাকওয়া ও পরহেজগারীর জন্যও তিনি বিখ্যাত ছিলেন।[৯] ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে (মতান্তরে ১২৯০/৯৪/৯৫) মুতাবেক ৬৯৬ হিজরীতে এই মহান ব্যক্তিত্ব ৮৪ বছর বয়সে আলেকজান্দ্রিয়ায় (মতান্তরে কায়রোতে) ইন্তিকাল করেন।[১০] তথাকার 'মুকাত্তাম' নামক বন্দরে অবস্থিত তাঁর সমাধির পার্শ্ববর্তী মসজিদটি আজও ইসলামী জ্ঞান বিস্তারে যথেষ্ট অবদান রেখে চলেছে।[১১]

www.pathagar.com

কাসীদাহ আল-বুরদাহ ছাড়াও আল-বূছীরী রাসূলের (সা.) প্রশংসায় 'হামযা' অন্ত্যমিলযুক্ত "ام القرى فى مدح خير الورى" শীর্ষক আরও একটি কাসীদাহ রচনা করেন যা القصيدة الهمزية নামে পরিচিত।[১২] তিনি সাহাবী কবি কা'ব ইবন যুহাইর (মৃত: ২৪/৪১হি:) রচিত কাসীদাহ بانت سعاد এর ছন্দে ২০৬ লাইনের 'লাম' অন্ত্যমিলযুক্ত কাসীদাহ زخر المعاد فى معارضة بانت سعاد নামক একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন।[১৩]এ ছাড়া নূন অন্ত্যমিল যুক্ত তাঁর আরেকটি নবী প্রশস্তিমূলক কাসীদাহ রয়েছে।[১৪] ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে আল-বূছীরীর কাব্য সংকলন ديوان আকারে মিসরে প্রকাশিত হয়।[১৫]

কবিতা পরিচিতি

কাসীদাহ

কাসীদাহ বিশেষ কতগুলি বৈশিষ্ট্য সম্বলিত দীর্ঘ গীতি কবিতা। জাহিলী যুগের আরবী কবিতার চূড়ান্ত রূপ হল কাসীদাহ। জাহিলী যুগের আরব কবিগণ এই কাসীদাহ রচনার সূত্রপাত ঘটান। মহানবী (সা.) এর জন্মের প্রায় একশত বছর পূর্বে কাসীদাহ রচনার সন্ধান পাওয়া যায়।[১৬] সর্বপ্রথম কাসীদাহ রচনা করেন মুহালহিল ইবন রাবীআ'হ।[১৭] কাসীদাহর গঠন ও আকৃতিতে সুনির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। যেমন: অন্ত্যমিল, ছন্দের ব্যবহার, কমপক্ষে পঁচিশটি বায়ত বা শ্লোক বিশিষ্ট হওয়া প্রভৃতি।[১৮] কাসীদাহ রচয়িতাগণ একটিমাত্র কাফিয়া বা অন্ত্যমিলের ভিত্তিতে কাসীদাহগুলিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করতেন। যেমন 'মীম' বিশিষ্ট কাফিয়া হলে মীমিয়াহ, লাম বিশিষ্ট কাফিয়া হলে লামিয়াহ প্রভৃতি। অনুরূপভাবে কাসীদাহর বিষয়বস্তুতেও স্থান পায় সাধারণ কিছু বিষয়। কাসীদাহর প্রথম অংশে প্রণয়, প্রেমিকার বিরহ ও বাস্তুভিটার বর্ণনা যা নাসীব নামে খ্যাত।[১৯] এছাড়া "ফাখরিয়্যাহ" বা স্বীয় গোত্রের গৌরবগাথা, "মারছিয়্যাহ" বা শোকগাথা, 'মাদাহ' বা প্রশংসাগীতিও কাসীদাহর বিষয়বস্তু। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে কাসীদাহকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।[২০] (১) মাদহিয়্যা বা প্রশংসাগীতি: যার মধ্যে ফাখরিয়্যা, (গৌরবগাথা) হারবিয়্যাহ, (যুদ্ধবিষয়ক) ওয়াসফিয়্যাহ (বর্ণনামূলক) ও খামরিয়্যাহ (মদের বর্ণনা বিষয়ক) প্রভৃতি অন্তর্ভূক্ত (২) মারছিয়্যাহ বা শোকগাথা এবং (৩) হিজাইয়্যাহ (কুৎসামূলক)।

যুগে যুগে অন্ত্যমিল ও ছন্দপ্রকরণের নিয়ম অপরিবর্তিত রেখে কাসীদাহর বিষয়বস্তুতে নতুন কিছু বিষয়ের সংযোজন ঘটেছে।[২১] মহানবী (সা.) এর প্রশংসা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কাসীদাহ রচনা আরবী সাহিত্যে নবধারার উন্মেষ ঘটায়। নবী (সা.) এর প্রশস্তিতে রচিত কাসীদাহর সারিতে শরফুদ্দীন আল-বূছীরী রচিত কাসীদাহ আল-বুরদাহ বিশিষ্ট মর্যাদার দাবী রাখে। উল্লেখ্য যে, এ সারিতে প্রধানত: তিনটি কাসীদাহকে স্থান দেয়া হয়। অপর দুটি হচ্ছে :

www.pathagar.com

কা'ব ইবন যুহাইর রচিত কাসীদাহ *বানাত সু'আদ*। যেটির ১ম পংক্তি হলো :

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول ٭ متيم اثرها لم يفد مكبول[২২]

(সু'আদ দূরে চলে গেছে। ফলে আমার হৃদয় আজ রোগাগ্রস্থ আর এমনই বন্দীদশায় পতিত যাকে মুক্ত করা হয়নি।)

এবং আধুনিক কবি আহমাদ শাওকী বেগ (১৮৬৮-১৯৩২খৃ:) রচিত কাসীদাহ *নাহজ আল-বুরদাহ*, যেটির প্রথম পংক্তি :

ريم على القاع بين البان والعلم ٭ احل سفك دمى فى الأشهر الحرم[২৩]

(বান বৃক্ষ ও 'আলাম পর্বতের মধ্যবর্তী সমতল ভূমিতে বসবাসকারী একটি শ্বেত হরিণ পবিত্র মাসগুলিতে আমার রক্তপাত বৈধ করেছে।)

রচনার প্রেক্ষাপট

নবী কারীম (সা.) এর প্রশস্তিতে রচিত কাসীদাহর সারিতে শরফুদ্দীন আল-বূসীরী রচিত কাসীদাহ আল-বুরদাহ অমরত্ব লাভ করেছে। ১৬৫[২৪] শ্লোক বিশিষ্ট এ কাসীদাহটির পূর্ণ নাম: الكواكب الدرية فى مدح خير البرية।[২৫] এটি এক বিশেষ আধ্যাত্মিক পটভূমিকায় রচিত। এটি البحر البسيط এ রচিত। কবি আল-বূছীরী এক সময় পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে চলাফেরা করতে অক্ষম হয়ে পড়েন। প্রচলিত চিকিৎসায় নিরাশ হয়ে স্থির করেন যে, তিনি রাসূল (সা.) এর প্রশংসায় কাসীদাহ রচনা করে সে উসিলায় আল্লাহর কাছে রোগ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করবেন। সে অনুযায়ী এ কাসীদাহটি তিনি রচনা শেষ করে এক জুমু'আর রজনীতে পরম ভক্তিভরে আবৃত্তি করেন এবং রোগমুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাতে জানাতে ঘুমিয়ে পড়েন। স্বপ্নে তিনি মহানবী (সা.) এর দর্শন লাভ করেন এবং স্বপ্নাবস্থায়ই তিনি কাসীদাহটি রাসূল (সা.) কে শোনাতে থাকেন। যখন তিনি .... كم ابرأت وصبا অংশটুকু পাঠ করেন তখন রাসূল (সা.) কবির পক্ষাঘাতগ্রস্ত শরীরে তাঁর পবিত্র হাত বুলিয়ে দেন এবং স্বীয় ইয়ামানী চাদর (বুরদাহ) কবির গায়ে জড়িয়ে দেন।[২৬] ঘুম থেকে জেগে কবি অনুভব করলেন, তিনি পূর্বের মত সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এ প্রসংগে অধ্যাপক নিকলসন বলেন : "Then, said al-Busiri, I awoke and found myself able to rise".[২৭] পরবর্তীতে দ্রুত এই কাসীদাহর কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। যদিও অনেক নির্ভরযোগ্য মুসলিম পন্ডিত রাসূলের (সা.) পক্ষ থেকে চাদর প্রাপ্তির ঘটনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[২৮] এদের মধ্যে রয়েছেন শায়খ মুহাম্মাদ ইবন আব্দিল ওয়াহহাব (১১১৫ হি./১৭০৩ খৃ.-১২০৬হি./১৭৯২ খৃ.)।[২৯]

www.pathagar.com

কাসীদাহটির মূলনাম الكواكب الدرية فى مدح خير البرية (শ্রেষ্ঠ মানবের প্রশংসায় উজ্জল নক্ষত্রমালা)। তবে এর আরও কয়েকটি নাম প্রচলিত আছে। এর একটি নাম কাসীদাহ 'আল-বুরআহ'[৩০] (রোগ নিরাময় কাব্য)। যেহেতু কবি এই কবিতার বদৌলতে আরোগ্য লাভ করেছিলেন তাই এ নামে অভিহিত করা হয়। তাছাড়া কাসীদাহর ৮৭ তম শ্লোকে ابرأت[৩১] শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ায় এ নামকরণ যুক্তিযুক্ত। তবে এই কাসীদাহর সর্বাধিক প্রচলিত নাম কাসীদাহ 'আল-বুরদাহ'। কাসীদাহটির উসিলায় কবি দূরারোগ্য ব্যাধি হতে মুক্তি পান বিধায় এ নাম দেয়া হয়।[৩২]কেননা বুরদ (برد) শব্দের অর্থ শীতলতা।[৩৩] অপরদিকে بردة শব্দের আরেক অর্থ বুটিদার চাদর।[৩৪] যেহেতু স্বপ্নের মধ্যে রাসূল (সা.) নিজের নকশী চাদরটি কবির গায়ে জড়িয়ে দেন তাই এ নামকরণ করা হয়েছে।[৩৫] তবে এ নামকরণের আরেকটি তাৎপর্য এই যে, বুটিদার চাদর যেমন বিচিত্র আঙ্গিকে শোভা পায় তেমনি বিচিত্র বিষয়ের অবতারনায় সমৃদ্ধ হয়ে এ কাসীদাহটি প্রাচ্য-প্রতীচ্যে সমাদৃত হয়েছে।

কাসীদাহ আল-বুরদাহর জনপ্রিয়তা ও প্রভাব

কালোত্তীর্ণ এ কাসীদাহর ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। এ কাসীদাহর মত অন্য কোন কবিতা এত ব্যাপকভাবে পঠিত হতে দেখা যায়না।[৩৬] এমনকি আধুনিক যুগেও পরম ভক্তি ও সম্মানের সাথে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশে এ কাসীদাহটি পঠিত ও সমাদৃত হয়ে থাকে। বিশ্বের আরবী সাহিত্য চর্চা কেন্দ্র সমূহে আজও এটি উচ্চতর শ্রেণীর পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভূক্ত। মিসরের জাতীয় গ্রন্থাগারে এ কাব্যের স্বর্ণাক্ষরে অলংকৃত একটি কপি সুরক্ষিত আছে।[৩৭]

তবে এ কবিতাকে কেন্দ্র করে নানারূপ রসম-রিওয়াজ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণারও প্রসার ঘটেছে যা ইসলামের মূল চেতনার পরিপন্থী। কোন কোন ক্ষেত্রে যা শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কোথাও কোথাও শবযাত্রায় সুললিত কণ্ঠে এটি পাঠ করা হয়। শিশুদের গলায় তাবিজ আকারে এ কবিতা ঝুলিয়ে দেয়া হয়।[৩৮] এটি নানারূপ কল্যাণ ও পূণ্যের কারণ বলেও বিবেচিত হয়ে থাকে কোন কোন অঞ্চলে। এমনকি ওযীফা হিসেবে এ কাসীদাহকে গণ্য করে এটি পাঠের বিশেষ নিয়ম-কানুনের আবিষ্কারও করেছেন কেউ কেউ।

পাঠকের সংখ্যার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অনেক স্থান থেকে এ কাসীদাহর বিপুল সংখ্যক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। একমাত্র কায়রো নগরীতেই এটি কমপক্ষে

www.pathagar.com

৫০ বার মুদ্রিত হয়েছে।[৩৯] পরবর্তীকালে এ কাসীদাহর অনুকরণে অনেক কবি কাব্যরচনা করেছেন। এছাড়া এর অসংখ্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যা, সচরাচর জন্য আরবী কাসীদাহর ক্ষেত্রে খুব কমই ঘটেছে[৪০] দেশ-কালের গন্ডি পেরিয়ে এটি বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত ও সমৃদ্ধ ভাষার কাব্যামোদীদের আকৃষ্ট করেছে। আরবী সহ ১০টিরও অধিক ভাষায় এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে[৪১] ইংরেজী, উর্দু, ফার্সী, জার্মান, ফরাসী, জাবী, পশতু, পাঞ্জাবী, বাংলা, তুর্কী ও ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষায় এর একাধিক অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

বিষয়বস্তু পর্যালোচনা

বিষয়বস্তুর দিকদিয়ে কাসীদাতুল বুরদাহ মোট ১০টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এর আলোচ্য বিষয়ের সারাংশ অধ্যায় ভিত্তিক নিম্নরূপ:

প্রথম অধ্যায় (১-১২ পংক্তি)

আরবী কাসীদাহর প্রচলিত নিয়মানুযায়ী স্মৃতিচারণ মূলক মুখবন্ধের আদলে এ অধ্যায়টি পরিবেশিত হয়েছে। এখানে কবি আপন প্রেমাকুতি প্রকাশ করেছেন। একইসাথে হিজাযের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসার কথাও জানিয়েছেন। প্রেমিকার কতিপয় মনস্তাত্ত্বিক ও বাহ্যিক আচার-আচরণের কথা তিনি নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। যেমন কবি আপন মনের প্রেমাকুতি প্রকাশ করে বলেছেন :

أيحسب الصب أن الحب منكتم • ما بين منسجم منه ومضطرم[৪২]

(প্রেম কি কভু অনুভব করে লুকাইয়া আছে ভালবাসা তার
অশ্রু গড়ান নয়নের মাঝে, প্রেমানলে পোড়া হৃদয়ে তাহার?)[৪৩]

দ্বিতীয় অধ্যায় (১৩-২৮ পংক্তি)

এ অধ্যায়ে প্রবৃত্তি ও তার চাহিদার কথা বর্ণনা করে কবি বলেছেন কুপ্রবৃত্তি প্রেমের পথে প্রতিবন্ধক। একই সাথে কবি আত্মার অবাধ্য হওয়া, সল্পাহারী হওয়া, দৃষ্টি সংযত রাখা, নফল ইবাদাত করা প্রভৃতি আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য ফলপ্রসূ কিছু পদ্ধতির কথাও উপস্থাপন করেছেন। কবি বলেন :

ولا تزودت قبل الموت نافلة • ولم اصل سوى فرض ولم اصم[৪৪]

(পাথেয় করিয়া রাখি নাই আমি কোনই নফল মরণের আগে,
ফরয ব্যতিত নামাজ-রোযাও করি নাই, মনে বড় ব্যথা জাগে।)

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায় (২৯-৫৯ পংক্তি)

রাসূল (সা.) এর প্রশংসায় এ অধ্যায়টি নিবেদিত। রাসূলের (সা.) অনুপম চরিত্র, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর ব্যক্তিত্ব, প্রভৃতির চিত্র এ অংশে তুলে ধরা হয়েছে। রাসূলের (সা.) এর মর্যাদা প্রসংগে কবি বলেন :

فان فضل رسول الله ليس له ٭ حد فيعرب عنه ناطق بفم[৪৫]

(রাসূলুল্লাহর মর্যাদা কত - নেই তার কোন পরিসীমা যেন,
মুখের ভাষায় বর্ণনা করে করিবে যে শেষ কেহ নাই হেন।)

চতুর্থ অধ্যায় (৬০-৬২ পংক্তি)

এ অংশে মহানবী (সা.) এর জন্মলগ্নের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও অলৌকিক ঘটনার বিবরণ দেয়া হয়েছে অত্যন্ত নিপুণভাবে। কবি বলেছেন :

أبان مولده عن طيب عنصره ٭ يا طيب مبتدأ منه ومختتم[৪৬]

(জন্ম তাঁহার প্রকাশ করেছে উৎস তাঁহার বিশুদ্ধতর,
কত সুন্দর সূচনা তাঁহার সমাপ্তি তার কত মনোহর।)

পঞ্চম অধ্যায় (৭৩-৮৯ পংক্তি)

রাসূল (সা.) এর মু'জিযা ও তাঁর দা'ওয়াতী কার্যক্রমের বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে এ অধ্যায়ে। পাশাপাশি রাসূলের (সা.) এর ধৈর্য ও সীমাহীন কষ্টসহিষ্ণুতার কথা মনোরম উপমা সহকারে বিবৃত হয়েছে। এ প্রসংগে কবি বলেছেন :

مثل الغمامة أنى سار سائرة ٭ تقيه حر وطيس للهجير حمى[৪৭]

(মেঘেরা যেমন তিনি যেথা যান সঙ্গে সঙ্গে সেথা যায় সরে,
ছায়া দিতে তাঁরে উনানের কড়া খরতাপ হতে প্রখর দুপুরে।)

৬ষ্ঠ অধ্যায় (৯০-১০৬ পংক্তি)

পবিত্র কুরআনের মর্যাদা ও প্রশংসার কথা বর্ণনা করে একে জীবন্ত মু'জিযা হিসেবে কবি চিত্রিত করেছেন এ অধ্যায়ে। কবির ভাষায় :

لها معان كموج البحر فى مدد ٭ وفوق جوهره فى الحسن والقيم[৪৮]

(মর্ম যে তার মহাসাগরের লহরীর মত অসীম অপার,
সাগরের দামী রত্ন থেকেও বেশী সুন্দর বেশী দাম তার।)

www.pathagar.com

৭ম অধ্যায় (১০৭-১১৯ পংক্তি)

রাসূলের (সা.) মি'রাজের ঘটনা এ অংশে বিবৃত হয়েছে। মি'রাজ যে স্বশরীরে সংঘটিত হয়েছে তা এখানে সমর্থিত হয়েছে। পাশাপাশি আল্লাহ তা'য়ালার দীদার লাভ, মহানবীর (সা.) অসাধারণ মর্যাদা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোচনা এখানে রয়েছে। কবি গেয়েছেন :

سيرت من حرم ليلا الى حرم ٭ كما سرى البدر فى داج من الظلم[৪৯]

(হারাম হইতে আরেক হারামে করছিলে তুমি নৈশ ভ্রমণ,
রাতের আঁধার ছিন্ন করিয়া পূর্ণিমা শশি বেড়ায় যেমন।)

৮ম অধ্যায় (১২০-১৪১ পংক্তি)

রাসূল (সা.) এর বিজয়াভিযান এবং তাঁর ও তাঁর সাহাবীদের বীরত্বের বর্ণনা কবি এ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করেছেন এবং রাসূলের (সা.) নবুওতের সত্যতা ও তাঁর অসীম জ্ঞানের ব্যাপারেও যৌক্তিক বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। ইসলামের গৌরবময় বিজয়সমূহের স্মরণে কবি বলেন :

وسئل حنينا وسل بدرا وسل أحدا ٭ فصول حتف لهم أدهى من الوخم[৫০]

(জিজ্ঞাসা কর হোনায়েনে আর ওহোদ বদরে জিজ্ঞাসা কর,
কাফেরকুলের মরণের ঋতু, কলেরা থেকেও ভয়াবহতর।)

৯ম অধ্যায় (১৪২-১৫৩ পংক্তি)

আল্লাহর মাগফিরাত ও মহানবী (সা.) এর শাফা'য়াত কামনা করে এ অংশে মর্মস্পর্শী বক্তব্য বিধৃত হয়েছে। কবি বলছেন :

فان لى ذمة منه بتسميتى ٭ محمدا وهو اوفى الخلق بالذمم[৫১]

(তাঁর কাছে মোর প্রতিজ্ঞা আছে তাঁহার নামেই নাম যে আমার,
সুপারিশ তাঁর আশা করি আমি,রাখিবেন তিনি প্রতিজ্ঞা তাঁর।)

দশম অধ্যায় (১৫৪-১৬৫ পংক্তি)

এ অধ্যায়ে কবি মহানবী (সা.) এর উসীলায় নিজ পাপ হতে মুক্তি কামনা করে এক আবেগধর্মী মুনাজাত করেছেন। কবির ভাষায় :

فاغفر لناشدها واغفر لقارئها ٭ سألتك الخير يا ذا الجود والكرم[৫২]

(এই কাছীদার রচয়িতা আর পাঠককে তুমি করো ক্ষমা দান,
তোমার কাছেই কল্যাণ চাহি দানশীল ওগো, ওগো দয়াবান।)

www.pathagar.com

কাসীদাহ আল-বুরদায় কাসীদাহর শর্তাবলী ও বৈশিষ্ট্য সমূহ বিদ্যমান। তাশবীব, মাদহ, দু'আ প্রভৃতি সব কিছুই এর বিষয়বস্তু। ভাব, ভাষা ও ছন্দে এ কাসীদাহ রসোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ কবিতা। এর ভাষা সাবলিল ও অলংকারময়, বর্ণনা মনোরম উপমা ও উৎপ্রেক্ষা সমৃদ্ধ এবং এর শব্দ চয়নও চমৎকার। মোটকথা অলঙ্কারে, উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও আঙ্গিকে আশ্চর্য সফল প্রাণময় এ কাসীদাহ শ্রুতিমধুর ও সুখপাঠ্য।

কাসীদাহ আল-বুরদার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ইতিহাস, সূফীজম, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, নৃতত্ত্ব, অলংকার, প্রবাদ-প্রবচন, উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রেমিকের মনস্তাত্ত্বিক ও আচরণগত বৈশিষ্ট বর্ণিত হওয়ায় আচরণ বিদ্যার বিষয়বস্তুও এ কাসীদাহর উপজীব্য। উন্নত চরিত্র, মার্জিত ও ভদ্র স্বভাবের অনুপ্রেরণা বিদ্যমান থাকায় এবং কুপ্রবৃত্তি হতে বাঁচার নীতিমালা আলোচিত হওয়ার কারণে এ কাসীদায় নীতিশাস্ত্রও সন্নিবেশিত হয়েছে। এছাড়া মহানবী (সা.) এর জন্ম থেকে শুরু করে তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী বর্ণনার দ্বারা এটি সীরাহ সাহিত্যেরও অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এখানে মু'আল্লাকায় ব্যবহৃত ভাবধারার অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়। তবে এ ক্ষেত্রে শব্দ চয়নে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। বিশেষ করে অশ্লীলতার দিকটি এখানে পুরোপুরি ত্যাগ করা হয়েছে।

রাসূল (সা.) প্রশস্তিমূলক কাব্যের আদর্শ

চমৎকার ও মাধুর্যপূর্ণ বর্ণনাভঙ্গী এবং মহানবীর (সা.) উন্নত ও মহান চরিত্রের উদ্দীপিত ব্যঞ্জনার জন্য এ কাসীদাহ বিশেষভাবে অধীত হওয়ার যোগ্য। আগে-পরে রাসূল (সা.) প্রশস্তিমূলক অসংখ্য কবিতা রচিত হলেও আল-বূসীরী রচিত এ কাসীদাহটি রাসূলের প্রশংসাগাথা রচনায় আলোড়ন তুলেছে। মহানবী (সা.) এর জন্ম থেকে শুরু করে তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী বর্ণনার দ্বারা এটি সমগোত্রীয় কাসীদাহগুলো থেকে ভিন্নতর হয়েছে। এ কাসীদাহয় রাসূলের (সা.) স্মৃতিবিজড়িত কতিপয় স্থান কাযিমা, ইদাম ও যীসালীমের নামও উল্লিখিত হয়েছে [৫৩] যার মধ্য দিয়ে হিজাযের প্রতি কবির মর্যাদাবোধের বহি:প্রকাশ ঘটেছে। এমনকি আধুনিক যুগেও পরম ভক্তি ও সম্মানের সাথে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশে এ কাসীদাহটি পঠিত ও সমাদৃত হয়ে থাকে। বিশ্বের আরবী সাহিত্য চর্চা কেন্দ্র সমূহে আজও এটি উচ্চতর শ্রেণীর পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। ধারণা করা হয় আল-বুরদাহ ছাড়া মানবরচিত আর কোন গ্রন্থের এত অধিক ভাষ্য লেখা হয়নি।

শৈল্পিক মানে কাসীদাহটি তুলনাহীন। ইসলামী ভাবধারাপূর্ণ এ কাসীদাহর বাক্যবিন্যাস সহজ-সরল এবং সাবলীল। এ কাসীদাহ্র জন্যই কবি আল-বূসীরীকে মাদহিয়্যা কাব্যের পথিকৃত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কেননা তাঁর ধারা অনুকরণে পরবর্তীকালে অসংখ্য মাদহিয়্যা রচিত হয়। তাঁর কাসীদাহর 'তাদমীন' (تضمين), [৫৪] 'তাশতীর'

www.pathagar.com

(تشطير),[৫৫] 'তাখমীস'(تخميس),[৫৬] 'তাসবী' (تسبيع)[৫৭] ও মু'আরিদা(معارضة)[৫৮] করে অসংখ্য কবি কাব্য রচনা করেছেন। শুধু তাখমীসই করেন ৮০ জনেরও বেশী কবি সাহিত্যিক।[৫৯] তাসবী' করেছেন ১০ জনেরও বেশী কবি সাহিত্যিক।[৬০] তাশতীর করেছেন ১৫ জনেরও বেশী কবি সাহিত্যিক।[৬১] আরবী সাহিত্যের পতন যুগের বিশিষ্ট কবি শায়খ কাসিম[৬২] যিনি কাসীদাহ আল-বুরদার তাদমীন করেছেন। তাঁর কাব্যের অংশ বিশেষ হলো :

امن تذكر أوطان على علم ٭ ام من تفقد جيران بذى سلم[৬৩]

(বিচ্ছিন্ন জনপদ সমূহের কোন বিশিষ্ট জনকে নাকি সালম উদ্যানে কোন হারান প্রতিবেশী জনকে স্মরণ করে।)

অনুরূপভাবে আলোচ্য কাসীদাহর মু'আরিদা করেছেন ন্যূনতম ১০ জন কবি।[৬৪] এদের মধ্যে রয়েছেন আধুনিক কবি মাহমূদ সামী আল-বারূদী (১৮৩৯-১৯০৪খৃ:)। তাঁর কাসীদাহর নাম কাশফ আল-গুম্মাহ: ফী মাদহি সাইয়িদ আল-উম্মাহ (উম্মত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রশংসার অস্পষ্টতা নিরসন)। যেটির প্রথম চরণ হচ্ছে :

يارائد البرق يمم دارة العلم ٭ واحد الغمام الى حى بذى سلم[৬৫]

(হে বিদ্যুতের অগ্রদূত! পতাকার গৃহকে আশীর্বাদ করুন। মেঘমালাকে শান্তিময় স্থানের দিকে পরিচালিত করুন।)

সমালোচনা

আল-বূসীরীর কাসীদাহ আল-বুরদায় কিছু ভাবগত, ভাষাগত ও আলংকারিক ত্রুটি-বিচ্যুতিও বিদ্যমান। কাসীদাহটির প্রথম অংশে প্রচলিত রীতির অনুকরণ করতে গিয়ে অহেতুক কিছু বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে যা অপ্রাসংগিক। এই কাসীদাহর বরকত সম্পর্কিত ব্যাপারে যেমন পরবর্তী যুগে চরম বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হয় তেমনি এর কিছু পংক্তিও তাওহীদী চেতনার পরিপন্থী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এজন্য যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম ইবন তায়মিয়্যাহ (৬৬১হি./১২৬৩খৃ.-৭২৮হি./১৩২৮ খৃ.) সহ মুহাক্কিক উলামায়ে কিরাম এ কাসীদাহ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন।[৬৬] যেমন ১৫৪ শ্লোকে কবি বলেছেন:

يا اكرم الخلق مالى من ألوذ به ٭ سواك عند حلول الحادث العمم

(সৃষ্টির সেরা দয়াশীল ওগো তুমি ছাড়া আর কেউ নাই মোর,
যার কাছে আমি আশ্রয় নেব এসে পড়লে দুর্গতি ঘোর।)

www.pathagar.com

এটি সরাসরি শিরকের পর্যায়ে চলে গেছে বলে উলামায়ে কিরাম মনে করেন। কেননা মহানবী (সা.) নয় আল্লাহই মু'মিনের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল, সকল বিপদ-আপদে একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে। এ ক্ষেত্রে তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে সামান্যতম অংশীদারিত্ব দেওয়া যাবেনা। এটাই ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদাহ। অনুরূপভাবে কবি ১৫৬ শ্লোকে বলেছেন :

فان من جودك الدنيا وضرتها ٭ ومن علومك علم اللوح والقلم

(ইহকাল আর পরকাল ওগো সন্দেহ নেই তোমারই তো দান,
লওহের জ্ঞান, কলমের জ্ঞান নিশ্চিতরূপে তোমারই তো জ্ঞান।)

এটিও চরম আপত্তিজনক। কেননা এরূপ সম্বোধণ পাবার হকদার একমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালা। কোন মানুষের প্রতি এরূপ সম্বোধন শির্কের নামান্তর। অপরদিকে এ কবিতাকে কেন্দ্র করে নানারূপ রসম-রিওয়াজ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণারও ব্যাপক প্রসার ঘটেছে যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

মনোমুগ্ধকর বর্ণনা, প্রবাদবাক্য, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, নীতিবিজ্ঞান, সূফীতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করে কাসীদাহর সৌন্দর্য বাড়ানো হলেও অধিক হারে প্রয়োজনাতিরিক্ত শব্দগত ও অর্থগত অলংকার প্রয়োগ করায় এটি ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে। কাসীদাহটিতে সরলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটলেও শিক্ষণীয় বিষয়ের দৈন্যতা পরিলক্ষিত হয়। কাসীদাহটির প্রথম অংশে প্রচলিত রীতির অনুকরণ করতে গিয়ে অহেতুক কিছু বিষয়ের অবতারনা করা হয়েছে যা অপ্রাসংগিক মনে হয়েছে। এর ফলে কাব্যের বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্যতা বিনষ্ট হয়েছে। তাছাড়া এখানে আঞ্চলিক ও কথ্যরীতি সমৃদ্ধ কিছু বাক্য ও শব্দেরও ব্যবহার হয়েছে।

তবে সার্বিক বিচারে বলা যায়, ইসলাম ও মহানবী (সা.) এর প্রতি অসাধারণ প্রেম ও অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে কবির দক্ষতা এর যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ম্লান করে দিয়েছে। কাব্যিক সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকলেও চমৎকার ও মাধুর্যপূর্ণ বর্ণনাভঙ্গী এবং মহানবীর (সা.) উন্নত ও মহান চরিত্রের উদ্দীপিত ব্যঞ্জনার জন্য এ কাসীদাহ বিশেষভাবে অধীত হওয়ার যোগ্য। আপন বৈশিষ্ট্য মন্ডিত কাসীদাহ আল-বুরদাহ তাই স্থান করে নিয়েছে আরবী সাহিত্যের স্বর্ণশিখরে।

উপসংহার

কাসীদাহ আল-বুরদাহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বসহ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সবর্ত্র কবি-সাহিত্যিক, গবেষক-সমালোচক এবং সর্বস্তরের পাঠক-শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এ কাসীদার বদৌলতেই কবি আল-বূছীরী মাদহিয়্যা কাব্যে অন্যতম যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে বিবেচিত হয়েছেন। আরবী সাহিত্যে এর প্রভাব ও অবদান অপরিসীম। মহানবী (সা.) এর অবিসংবাদিত ব্যতিক্রমী সত্তা ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে এ কাসীদাহ এক ভিন্ন ধারারও সৃষ্টি করেছে।

www.pathagar.com

১ উমার ফাররুখ,*তারীখ আল-আদাব আল-আরাবী*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দার আল-ইলম লি আল-মালাইন, ১৯৭২), পৃ. ৬৭৩; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *কাছীদাতুল বুরদাহ* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০১), পৃ. ৭; হান্না আল-ফাখূরী, *আলজামি' ফী তারীখ আল-আদাব আল-আরাবী, আল-আদাব আল কাদীম* (বৈরুত: দার আল-জীল, ১৯৮৬), পৃ. ১০৪৬; রুহুল আমীন খান, *কাসীদা-ই-বুরদাহ* (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬), পৃ. ৫।

২ হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত; উমার ফাররুখ, প্রাগুক্ত।

৩ ড. শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-আরাবী, ৭ম খণ্ড (কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, তাবি), পৃ. ৩৬১; উমার ফাররুখ, প্রাগুক্ত।

৪ তদেব।

৫ জুরজী যায়দান, তারীখু আদাব আল-লুগাহ আল-আরাবিয়া, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দার মাকতাবা আল-হায়াত, ১৯৮৩), পৃ. ১২৬; ড. ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, উমার ফাররুখ, প্রাগুক্ত।

৬ কার্ল ব্রুকলমান, তারিখ আল-আদাব আল-আরাবী, ৫ম খণ্ড, আরবী অনুবাদ ড. আব্দুল হালীম আল-নাজ্জার। (কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, তাবি), পৃ. ৮১।

৭ ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১; কার্ল ব্রুকলমান, প্রাগুক্ত।

৮ মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, কাসীদা-এ-বোরদা (ঢাকা: বাগে হালিম, ১৯৮৮), পৃ. ১৩।

৯ তদেব

১০ হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত; উমার ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৪।

১১ মসজিদটির বিশেষ কোন নাম আছে বলে জানা যায়না। তবে সেটি যে ইসলামী জ্ঞান বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে তা বিভিন্ন গবেষক উল্লেখ করেছেন। (দ্র : Ei Brill, BUSIRI in *Encyclopaedia of Islam* (supplement), Leiden: edt.by C.E. Biswirit. Even Dontel B.Twis and CH.Pellat.1981. pp. 158-159).

১২ ড.শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪; উমার ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৪।

১৩ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭; হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৯।

১৪ ড.শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪।

১৫ তদেব।

১৬ মুহাম্মদ সোলায়মান, "আরবী কাসীদাহ ঃ উৎপত্তি ও বিকাশ" দি ইসলামিক *ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ (পার্ট-A), খণ্ড-৪*, সংখ্যা-১ ১৯৯৫, পৃ. ৭৩।

১৭ মুহালহিল আরবী হলহলা শব্দ হতে উদ্ভূত যার অর্থ কাপড়বুনা, শোকগাথা রচনা করা প্রভৃতি। কবিতা বুনেছেন অথবা শোকগাথা রচনা করে মনের আকুলতা প্রকাশ করেছেন বলে তিনি মুহালহিল নামে অভিহিত। ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী, *তাবাকাত আল-শু'আরা* (মিসর: মাতবা' আল-সা'আদাহ, তাবি), পৃ. ২১; আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২), পৃ. ৯১।

১৮ E.G. Browne, *A Literary History of Persia*, v-2 (Cambrdge: 1953). Page : 29.

১৯ মুহাম্মদ সোলায়মান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭।

২০ তদেব।

২১ ড. শাওকী দায়ফ, *আল-ফুনূন ওয়া মাযাহিবুহু ফি আল-শি'র আল-আরাবী* (কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, ১৯৮৭), পৃ. ৩২।

২২ কা'ব ইবন যুহাইর, *দীওয়ান* (বৈরুত : দার আল-আরকাম, তাবি), পৃ. ১৯।

www.pathagar.com

২৩ আহমাদ শাওকী, *আল-শাওকিয়্যাত*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দার আল-কিতাব আল-আরাবী, তাবি), পৃ. ১৯০।

২৪ অধিকাংশ সংস্করণে ১৬২ লাইন রয়েছে (হান্না আল-ফাখূরী, *প্রাগুক্ত*; জুরজী যায়দান, *প্রাগুক্ত*)। সর্বোচ্চ ১৮০ পংক্তির বর্ণনাও রয়েছে (উমার ফাররূখ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭৪)। তবে প্রসিদ্ধমত হলো ১৬৫ বায়ত (ড. ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*।),

২৫ হান্না আল-ফাখূরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪৬; কার্ল ব্রুকলমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১।

২৬ ড. শাওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৫; হান্না আল-ফাখূরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪৬।

২৭ R.A. Nicholson, *A Literary History of the Arabs* (Cambrige: Universiy Press, 1930), pp. 324-327; ড. শাওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৫।

২৮ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০।

২৯ আহমাদ ইবন হাজর আল-বিনআলী, *আশ-শায়খ মুহাম্মাদ ইবন আব্দিল ওয়াহহাব আল-মুজাদ্দিদ*, (শারজাহ: দারুল ফাতহ, ১৯৯৫), পৃ. ১২৩-১২৪

৩০ ড. মুজীবুর রহমান, সাহাবী *কবি কা'ব ও তাঁর অমর কাব্য বানাত সু'আদ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৪), পৃ. ২৭; উমার ফাররূখ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭৪।

৩১ উক্ত শ্লোকটি হলো: كم أبرأت وصبا باللمس راحته • وأطلقت أربا من ربقة اللمم

৩২ এ.এফ.এম. আমীনুল হক, "কাসীদাহ আল বুরদা এর কাব্য স্বরূপ ও তার প্রভাব" *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ*, খণ্ড ১১ কলা, জুন ১৯৯৫, পৃ. ৪৫।

৩৩ সম্পাদনা পরিষদ, আল-মুনজিদ ফী আল-লুগাহ ওয়া আল-আ'লাম (বৈরুত: দার আল-মাশরিক, ১৯৮৬), পৃ. ৩৩।

৩৪ তদেব।

৩৫ ইবন শাকির, ফাওয়াত আল-ওয়াফায়াত ২য় খণ্ড (কায়রো: মাতবা'আতু বুলাক, ১২৮৩ হি:), পৃ. ২৬০; ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫।

৩৬ Ignaze Goldziher. *A Short History of Arabic Literature* (Hydrabad, The Islamic Culture Board), P.43.

৩৭ যাকী মুবারক, আল-মাদাইহ আন-নাবুবিয়া ফি আল-আদাব আল-আরাবী (কায়রো: দার আল-কাতিব আল আরাবী, ১৯৩৫), পৃ. ১৯৬।

৩৮ এ.এফ.এম. আমীনুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

৩৯ *তদেব*, পৃ. ৫১; কার্ল ব্রুকলমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮২।

৪০ Clement Huart. *A History of Arabic Literature* (Beirut: Khayats, 1966), p. 115; কার্ল ব্রুকলম্যান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩-৯১।

৪১ যাকী মুবারক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮; ড. ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

৪২ শরফুদ্দীন আল-বূছীরী, বুরদাত আল-মাদীহ (কায়রো: মাকতাবাত আল-মুজাল্লাদ আল-আরবী, তাবি), পৃ. ৪।

৪৩ এ প্রবন্ধে উদ্ধৃত আল-বূছীরীর কাসীদাহ আল-বুরদার পংক্তিগুলোর অনুবাদ ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান কৃত কাব্যানুবাদ গ্রন্থ ক্বাছীদাতুল বুরদাহ হতে গ্রহণ করা হয়েছে।

৪৪ শরফুদ্দীন আল-বূছীরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

৪৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

৪৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

www.pathagar.com

৪৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

৫০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

৫১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

৫২ ড. ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪। কোন কোন সংস্করণে এ পংক্তিটি নেই।

৫৩ এরূপ একটি পংক্তি হলো : أم هبت الريح من تلقاء كاظمة • و أومض البرق فى الظلماء من اضم

৫৪ কান কাসীদাহর মূলপাঠ সংরক্ষণ করে শাব্দিক পরিবর্তনের নাম 'তাদমীন'। সাইয়েদ আহমাদ আল হাশিমী, জাওয়াহিরুল বালাগাহ (কায়রো, ১৯২২), পৃ. ২৪৮।

৫৫ কবিতার প্রতি চরণের সাথে আরো দু'চরণ বর্ধিত করাকে 'তাশতীর' বলে। লুইস শায়খূ, কিতাব ইলমুল আদাব, ১ম খণ্ড (বৈরুত: মাতবা'আত আল-আদাব আল-ইয়াসুঈন, ১৯১৪), পৃ. ৪১৮, সাইয়েদ আহমাদ আল-হাশিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪।

৫৬ কবিতার মূল পাঠের সাথে অতিরিক্ত তিন পংক্তি সংযোজন করাকে 'তাখমীস' বলে। লুইস শায়খূ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৯; সাইয়েদ আহমাদ আল-হাশিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬।

৫৭ কবিতার মূল পংক্তির সাথে বর্ধিত পাঁচটি পংক্তি সংযোজন করে সংশ্লিষ্ট পংক্তিটিকে মো ৭ পংক্তিতে উন্নীত করার নাম তাসবী' (تسبيع)।

৫৮ কবিতার ছন্দানুকরণ করাকে মু'আরিদা (معارضة) বলে।

৫৯ যাকী মুবারক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২; কার্ল ব্রুকলমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯৪।

৬০ কার্ল ব্রুকলমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৫।

৬১ তদেব, পৃ. ৯৫-৯৬।

৬২ শায়খ কাসিম কায়রোতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেখানেই ৯২৩ হিজরী মুতাবেক ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর তাদমীনের পূর্ণ নাম ছিল الدرة الزاهرة بتضمين البردة الفاخرة (কার্ল ব্রুকলমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।)

৬৩ এ.এফ.এম. আমীনুল হক,প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

৬৪ তদেব, পৃ. ৫২।

৬৫ ড. শাওকী দাইয়িফ, আল-বারূদী রায়িদ আল-শি'র আল-আরাবী (কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, তাবি), পৃ. ১২৬; মাহমুদ সামী আল-বারূদী, কাশফ আল-গুম্মাহ ফী মাদহি সাইয়িদ আল-উম্মাহ (মিসর : মাতবা'আতু আল-জারীদাহ, ১৩২৭ হি:)।

৬৬ সুলাইমান ইবন আব্দিল্লাহ, *তাইসীরুল আযীযিল হামীদ ফী শরহি কিতাবুত তাওহীদ* (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীসাহ, ১৯৮০), পৃ. ২২৪; ড. ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

www.pathagar.com

তাফসীর সাহিত্যে মুহাম্মদ ইবন আলী আশ-শাওকানীর অবদান

ভূমিকা

আরবী সাহিত্যের প্রাক আধুনিক যুগের প্রখ্যাত ধর্মবেত্তা ও মুফাসসির মুহাম্মদ ইবন আলী আশ-শাওকানী। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূল, আরবী ব্যাকরণ, ইতিহাস, কাব্য সহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় অবাধ বিচরণ করেছেন তিনি। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে তাফসীর চর্চায় তাঁর অবদান তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করিয়েছে। সারা বিশ্বের মুসলমানদের মাঝে তিনি ও তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ "ফাতহুল কাদীর" ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে।

জীবন

বিখ্যাত এ মনীষীর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ[১]। পিতার নাম আলী এবং দাদার নাম ছিল মুহাম্মাদ ইবন আব্দিল্লাহ। আর তাঁর মাতা ছিলেন উম্মুল ফযল কারীমা বিনত আবিল হাসান[২]। তাঁর উপনাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ[৩] এবং উপাধি ছিল শায়খুল ইসলাম[৪]। জন্মভূমি শাওকানের[৫] সাথে যুক্ত করে তাঁকে শাওকানী হিসেবে পরিচিতি করা হয় এবং এ নামেই তিনি সমাধিক পরিচিত।

ইমাম শাওকানী হিজরী ১১৭২ সালের ২৮ যিলকদ[৬] মুতাবেক খৃষ্টীয় ১৭৬০ সালে ইয়েমেনের শাওকান গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যেই তাঁর পরিবার সানআ নগরীতে স্থানান্তরিত হয়।[৭] সেখানেই অতি আদর যত্ন এবং ধর্মীয় পরিমন্ডলে তিনি লালিত পালিত হন।

তাঁর শিক্ষার হাতে খড়ি হয় বাবার কাছেই। খুব ছোট বয়সেই তিনি পবিত্র কুরআন হিফয করেন।[৮] অতঃপর স্থানীয় খ্যাতনামা ব্যক্তিদের কাছে থেকে কুরআন, হাদীস, ফিকহ, ইলমুত তাজবীদ, প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানারোহণ করেন। এ সময় তিনি তৎকালীন বিখ্যাত মনীষীগণ কর্তৃক রচিত বিভিন্ন বিষয়ের বেশ কিছু গ্রন্থ মুখস্ত করেন।[৯] তাঁর এসময়ের শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিখ্যাত ফকিহ হাসান ইবন আব্দিল্লাহ (১১৫২হি.-১২৩৫হি.)।[১০]এরপর তিনি তাঁর অদম্য জ্ঞান স্পৃহা মেটানোর জন্য তৎকালীন প্রসিদ্ধ মনীষীদের নিকট গমন করতে শুরু করেন। তিনি শায়খ আল-কাসিম ইবন ইয়াহয়া (১১৬২হি.-১২০৯হি.) এর নিকট ইলমুন নাহু এবং শায়খ আব্দুল্লাহ ইবন ইসমাঈল আন-নাহমী (১১৫০হি.-১২২৮হি.) এর নিকট হতে ফারাইদ সহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান হাসিল করেন।[১১] এভাবে তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূল, নাহু, সরফ, বালাগাত, গনিত, প্রভৃতি বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করেন।

www.pathagar.com

এরপর শাওকানী দরস-তাদরীসে আত্মনিয়োগ করেন। এসময় দিনের অধিকাংশ সময় তিনি জ্ঞান চর্চায় মগ্ন হয়ে থাকতেন।[১২] ছাত্রদের উদ্দেশ্যে দরস দিচ্ছেন, নতুবা গ্রন্থ রচনা করছেন, অথবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুষ্প্রাপ্য উপাদান সংগ্রহ করে ফিরছেন এ ছিল তাঁর দৈনন্দিন রুটিন। সাথে সাথে ইসলামের প্রচার প্রসারেও তিনি রাখতেন বিরাট ভূমিকা।[১৩] ক্রমেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে। ইলমুল কালাম, ইলমুত তাফসীর এবং ইলমুল লুগাহের অদ্বিতীয় পন্ডিত হিসেবে তিনি আবির্ভূত হন। দূর-দূরান্ত থেকে তাই তাঁর নিকট জনসাধারণের আগমন ঘটত জ্ঞান হাসিলের উদ্দেশ্যে।[১৪] তিনিও অকাতরে জ্ঞান বিলাতেন। তাঁর বিখ্যাত ছাত্রদের কয়েকজন হলেন: ইয়াহয়া ইবন আলী আল-শাওকানী (১১৯০হি.-১২৬৭হি.), আল হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ আল-আনাসী (১১৮৮হি.-১২৩৫হি.), মুহাম্মদ ইবন সালেহ আন-নাহমী (১১৭০হি.-১২৫১হি.), ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম (১১৬৫হি.-১২৩৭হি.), আহমদ ইবন মুহাম্মাদ (১১৯১হি.-১২২৭ হি.), আলী ইবন আহমদ (১১৮০হি.-১২৩৫হি.), মুহম্মদ আল-কুর্দী (১১৮৮হি.-১২৪৮হি.), মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আশ-শামী (১১৭৮হি.-১২৫২হি.) প্রমূখ।

আশ-শাওকানী দুনিয়ার কোন পদ-পদবীর প্রতি বিন্দুমাত্র লোভ করেননি। যা কিছু চাওয়ার তা শুধু আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। শান-শওকত আর শাসক শ্রেণী হতে তিনি দূরে থাকাই পছন্দ করতেন। তবুও জীবনের একটি পর্যায়ে রাজকীয় দীওয়ানে চাকুরী গ্রহণ করেন।[১৫] এরপর তিনি সানআ নগরীর কাযীর পদও অলংকৃত করেন।[১৬]

জীবনের পুরোটাই মাতৃভূমি সানআতে অতিবাহিত করেন শাওকানী। তাঁর প্রিয় সানআ নগরীতেই ১২৫০ হিজরীর ২৭ জামাদিউস সানী[১৭] মুতাবেক ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর জানাযায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটে।[১৮] তাঁকে খুযাইমাহ নামক স্থানে দাফন করা হয়।[১৯] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭৬ বছর।

জ্ঞানচর্চা

নিত্য-নতুন জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুসন্ধান ও বিচার বিশ্লেষণ, গ্রন্থ রচনা, অর্জিত জ্ঞানের অকাতরে বিতরণ এই ছিল শাওকানীর ধ্যান-জ্ঞান। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূল, ফারাইদ, অলংকারশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ব্যকরণ, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হল আমৃত্যু তিনি এ সাধনা চালিয়ে গেছেন। তিনি একদিকে যেমন অসংখ্য ছাত্রের মাঝে জ্ঞানের দরস-তাদরীস জারি রাখেন অপরদিকে তেমনি যার কাছেই কিছু ইলমের সন্ধান পেয়েছেন তাঁর কাছেই ছুটেছেন তা অর্জন করতে।[২০] ফিকহের চর্চায় তিনি সমসাময়িকদের থেকে ব্যতিক্রমধর্মী পন্থা অনুসরণ করেছেন। তিনি অন্ধ তাকলীদকে

www.pathagar.com

বর্জন করে বিশুদ্ধ দলীলের ভিত্তিতেই মাসআলা ছাবিত করেছেন। এ বিষয়ে তিনি السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেছেন।

শরীয়তের জ্ঞানের পাশাপাশি ভাষা-সাহিত্যেও তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। অসাধারণ মুখস্ত শক্তির কারণে অসংখ্য কবিতা তাঁর মুখস্ত ছিল।[২১] তাঁর ভাষাজ্ঞান এবং বিশুদ্ধ ও উন্নত রীতির শব্দচয়ণ ও বাক্যবিন্যাস উল্লেখ করার মত। কাব্য সাহিত্যে তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু ছিল নানাবিধ ও শিক্ষামূলক। কিছু মাদীহ বা প্রশংসাগাথাও রচনা করেছেন তিনি আপন শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের নিয়ে।[২২]

ছোট-বড় মিলে শাওকানী প্রায় শ'খানেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।[২৩] এছাড়াও তাঁর ফাতওয়া এবং চিঠি-পত্রাদির সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ রচনাই আজ কালের গর্ভে বিলীন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১. فتح القدير
২. نيل الأوطار من اسرار منتقى الأخبار
৩. الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة
৪. نثر الجوهر
৫. كشف الدين
৬. الدرارى المضية شرح الدرر البهية
৭. الدرر البهية فى المسائل الفقهية
৮. التحف فى مذاهب السلف
৯. أدب الطلب ومنتهى الأدب
১০. إرشاد الفحول الى تحقيق الحق
১১. الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد
১২. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع
১৩. حاشية شفاء الأوام
১৪. هذا الكتاب
১৫. إرشاد الأعيان
১৬. جيد النقد فى عبارة الكشاف والسعد

www.pathagar.com

১৭. بغية الأريب من مغنى اللبيب

১৮. المختصر البديع فى الخلق الوسيع

১৯. طيب النثر فى جواب المسائل العشر

২০. النكت البديعات على الموضوعات

২১. تحفة الذاكرين شرح عدة الحصن الحصين

২২. إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر

২৩. المختصر الكافى من الجواب الشافى

২৪. الرسائل السلفية فى إحياء سنة خير البرية

২৫. شرح الصدور فى تحريم رفع القبور

২৬. القول المفيد فى أدلة الإجتهاد والتقليد

২৭. السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار

২৮. الأعلام بالمشائخ الاعلام والتلامذة الكرام

২৯. الفتح الرباني فى فتاوى الشوكانى

৩০. الأبحاث الوضية

৩১. سفينة النجاة

৩২. تنبيه الاعلام على تفسير المشبهات

৩৩. الصوارم الهندية المسلولة على الرياض الندية

৩৪. رسالة فى أحكام الاسجمار

৩৫. رسالة فى القيام للواصل لمجرد التعظيم

৩৬. در السحابة فى فضائل القرابة

৩৭. ندهة الإحداق فى علم الاشتقاق

৩৮. دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات

৩৯. التعقبات على الموضوعات

৪০. إرشاد الثقات الى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات

www.pathagar.com

তাফসীর চর্চা

তাফসীর চর্চা এবং এর ক্রমবিকাশের ইতিহাসে শাওকানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাফসীর প্রণয়নের যাবতীয় শর্তের প্রতি সচেতন থেকে তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ فتح القدير (ফাতহুল কাদীর)। যার ফলে এ তাফসীর গ্রন্থ সমগ্র বিশ্বের মুসলিমের নিকট বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। শাওকানী তাফসীরের ক্ষেত্রে প্রথম যুগের মুফাস্‌সীরদের[২৪] ন্যায় মৌল চারটি ভিত্তিকেই প্রধান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এগুলো হলো :

১. আল-কুরআনুল কারীম।
২. সুন্নাতুর রাসূল (সা.)।
৩. ইজতিহাদ এবং উদ্ভাবনী শক্তি[২৫]।
৪. আহলি কিতাব এর বর্ণনা[২৬]।

এছাড়াও তিনি তাফসীরের ক্ষেত্রে উৎস হিসেবে গণ্য করেছেন আরও কিছু বিষয়কে। যেমন:

৫. সাহাবীদের[২৭] বর্ণনা ও ব্যাখ্যা।
৬. তাবিয়ীন এর বর্ণনা ও ব্যাখ্যা[২৮]।
৭. তাবি-তাবিয়ীন এর বর্ণনা ও ব্যাখ্যা[২৯]।

উল্লিখিত শর্ত এবং নির্ভরযোগ্যতার মাপকাঠি পরিপূর্ণ হওয়ায় শাওকানীর তাফসীর গ্রন্থটি মনীষীদের দ্বারা ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। তাঁকে তাফসীর শাস্ত্রবিশারদগণ মুফাস্‌সিরদের স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে তৃতীয় স্তর অর্থাৎ সাহাবী ও তাবিয়ীদের স্তরের পরের স্তরেই স্থান দিয়েছেন।[৩০] ইমাম কাসিম ইবন ইয়াহইয়া আল-খাওলানী (১১৬২হি.-১২০৯হি.) শাওকানীর তাফসীরকে অন্যতম প্রধান তাফসীর হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।[৩১] প্রখ্যাত তাফসীর শাস্ত্রবিশারদ হুসাইন আয-যাহাবী বলেন :

هذا هو تفسير متناول للقرآن كله جامع بين الرواية والدراية[৩২]

শাওকানী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ রচনা শুরু করেন হিজরী ১২২৩ সালের রবীউস সানী মাসে এবং সমাপ্ত করেন ১২২৯ হিজরীর রজব মাসে।[৩৩] গ্রন্থটির পূর্ণ নাম রাখেন :

فتح القدير : الجامع بين فنى الرواية الدراية من علم التفسير[৩৪]

তবে فتح القدير বলেই এটি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। এ তাফসীর গ্রন্থে শাওকানী ভাষাতত্ত্ব, অলংকারশাস্ত্রসহ বহুবিধ জ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এটিকে একটি বিশ্বকোষের রূপ দিয়েছেন। তাফসীর রচনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুফস্‌সিরই স্বতন্ত্র একটিধারা সৃষ্টি

www.pathagar.com

করতে প্রয়াসী হয়েছেন। শাওকানীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি, বরং তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এমন কিছু নতুনত্ব আছে যা অন্যকোন তাফসীর গ্রন্থে নেই। তাঁর ফাতহুল কাদীর গ্রন্থটি নানা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। এ তাফসীর গ্রন্থটির কতিপয় বৈশিষ্ট্যাবলী তুলে ধরা হলো:

- কোন কোন তাফসীর গ্রন্থে সনদ[৩৫] সহ বর্ণনা রয়েছে। আবার কোনটিতে সনদবিহীন বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু ফাতহুল কাদীরে উভয় ধারাই অনুসৃত হয়েছে।
- শব্দের সঠিক অর্থ বুঝাতে গ্রন্থাকার নির্ভরযোগ্য আরবী কবিতার ব্যবহার করেছেন।
- আরবী ব্যকরণকে তিনি গুরুত্বপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেছেন। ফলে ব্যাকরণের নানা জটিল বিষয় এখানে উল্লিখিত হয়েছে।
- ইলমুল কালামের আলোচনা প্রাসংগিকভাবে ফাতহুল কাদীরে উল্লিখিত হয়েছে।
- বিভিন্ন মুফাস্‌সিরের বক্তব্যকে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে বিশ্লষণও রয়েছে।
- সূরা অথবা আয়াতের ফজীলতসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
- ফিকহের রীতি অনুসরণ করে বিভিন্ন আহকামের আলোচনা উল্লিখিত হয়েছে।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলীর কারণে শাওকানীর তাফসীর গ্রন্থটি তাফসীর শাস্ত্রে বিশেষস্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। তাফসীর চর্চায় অনবদ্য ও অনন্য অবদানের কারণেই শাওকানী যুগশ্রেষ্ঠ বলে মূল্যায়িত হয়েছেন। অন্ধ অনুকরণ ত্যাগ করে সোনালী যুগের তাফসীর কারকদের ন্যায় কুরআন সুন্নাহকে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে উনবিংশ শতকে তাফসীর চর্চা করে তিনি চরম যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মুজতাহিদ বলেই বরিত হয়েছেন।

www.pathagar.com

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১. উমার রিযা কাহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: মুআস সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩ খৃ:), পৃ. ৫৪১।

২. আশ-শাওকানী, *আল-বাদরুত তালি'*, ১ম খণ্ড (কায়রো: দারুল কিতাব আল-ইসলামী, ১৯৮৩), পৃ. ৪৮০।

৩. উমার রিযা কাহালা, *পূর্বোক্ত*।

৪. আশ-শাওকানী, *নাইলুল আওতার*, ১ম খণ্ড, (মিসর : আল-মাকতাবা আল-মিসরিয়া, তাবি), পৃ. ৩।

৫. শাওকান ইয়েমেনের সানআ নগরীর কাছাকাছি একটি গ্রামের নাম। তবে এটি নিয়ে কিছুটা ভিন্নমত দেখা যায়। বিস্তারিত দ্র: শিহাবুদ্দীন রূমী আল-বাগদাদী, *মু'জামুল বুলদান*, ৩য় খণ্ড, (বৈরুত : দারু ইয়াহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী, তাবি), পৃ. ৩৭৩; আশ-শাওকানী, *বদরুত তালি'*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৪-২১৫।

৬. ইউসুফ ইলয়ান, *মু'জামুল মাতবুআত আল-আরাবিয়া ওয়াল মুআররবা*, ২য় খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতুছ ছাকাফাত আদ-দীনিয়া, ১৯২১), পৃ. ১১৬০; উমার রিযা কাহালা, *পূর্বোক্ত*।

৭. আল-বাগদাদী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২৫-৪২৭; আশ-শাওকানী, *নাইলুল আওতার*, পৃ. ১০-১১।

৮. আশ-শাওকানী, *আল-বাদরুত তালি'*, পৃ. ১৫৫।

৯. এ গ্রন্থগুলোর মধ্যে ছিল : كتاب التهذيب - كتاب الغابة - كتاب مختصر الفوائد - كتاب الأظهار প্রভৃতি। দ্র: আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: আশ-মাকতাবা আল-মিসরিয়া, ১৯৯৬), পৃ. ৫; আশ-শাওকানী, *আল-বাদরুত তালি'*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৫।

১০. তাঁর পূর্ণ নাম হাসান ইবন আব্দিল্লাহ আল-হাবল, সমসাময়িকদের মধ্যে নানা যোগ্যতার কারণে স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরী করেছিলেন। জন্ম ১১৫২ হিজরীতে এবং মৃত্যু: ১২৩৫ খৃ:। দ্র: *উমার রিযা কাহালা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৫ খৃ:।

১১. আশ-শাওকানী, *আল-বাদরুত তালি'*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩-৫৪।

১২. *তদেব*, পৃ. ২১৯।

১৩. আশ-শাওকানী, *আর-রসায়িল আস-সালাফিয়া ফী ইয়াহইয়া সুন্নাতি খায়রিল বারিয়া* (বৈরুত: দারুল ফিকর আল-আরাবী, ১৯৯১), পৃ. ১৩।

১৪. আশ-শাওকানী, *আল-বাদরুত তালি'*, খণ্ড: ২য়, পৃ. ২১৯।

১৫. *তদেব*, পৃ. ২২৪; আশ-শাওকানী, *আল-রসায়িল আস সালাফিইয়া*, পৃ. ১৬।

১৬. *তদেব*।

১৭. তার মৃত্যু সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ দেখা যায়, তবে অধিকাংশের বিশ্বস্ত মত হলো ১২৫০ হিজরীর ২৭ জামাদিউস সানী। (দ্র: আশ-শাওকানী, *আর রসায়িল আস-সালাফিয়া*, পৃ. ১৩; *ফাতহুল কাদীর*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫)।

১৮. আশ-শাওকানী, *আল-বাদরুত তালি'*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৫।

১৯. খুযাইমাহ ইয়েমেনের একটি বিখ্যাত শহর। বিশাল এবং বিখ্যাত একটি কবরস্থানও রয়েছে এখানেই। (দ্র: শিহাবুদ্দীন রূমী আল-বাগদাদী, *আল-মু'জামুল বুলদান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭০-৩৭১; *আর রসায়িল আস-সালাফিয়া*, ১ম খণ্ড, পৃ. ০১)।

২০. আশ-শাওকানী, *আল-বদরুত তালি'*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৯।

২১. আশ-শাওকানী, *নাইলুল আওতার*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬।

২২. আশ-শাওকানী, *আল-বদরুত তালি'*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫।

২৩. ইউসুফ ইলিয়ান, *পূর্বোক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৬০

www.pathagar.com

২৪. প্রথম যুগের মুফাসসিরীন বলতে সাহাবী এবং তাবিয়ীদের বুঝান হয়ে থাকে। দ্র : জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, ৪র্থ খণ্ড (আল-হাইআতুল মিসরিয়াতুল আম্মাহ লিল কিতাব, ১৩৭৪ হি:), পৃ. ২৩৩।

২৫. ইজতিহাদ বলা হয় ইসলামী শরীয়তের উৎসগ্রন্থগুলোর জ্ঞান লাভের সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা চালান এবং এগুলোর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যুক্তি প্রয়োগ করা। দ্র: সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫), পৃ. ১১৩-১১৪।

২৬. আসমানী কিতাব প্রাপ্ত পূর্ববর্তী ধর্মীয় সম্প্রদায়কে আহলি কিতাব বলা হয়, প্রধানত: ইহুদী ও খৃস্টান ধর্মাবলম্বীগণ। দ্র: ড.আব্দুল হামিদ আহমাদ আবু সুলাইম, *ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, অনুবাদ: মো: জয়নুল আবেদীন মজুমদার (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০২), পৃ. ২২৩।

২৭. সাহাবী: শাব্দিক অর্থ- সহচর। যারা রাসূল (সা.) কে ঈমানদার অবস্থায় দেখেছেন তাঁদেরকেই সাহাবী বলে। দ্র: ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবা*, ৩য় খণ্ড (মক্কা: দারুল বায, তাবি), পৃ. ৯৭।

২৮. তাবিয়ী তাঁরা যারা রাসূল (সা.) এর পরবর্তী যুগের লোক অথবা সমসাময়িক কিন্তু রাসূল (সা.) কে দেখেননি, তবে তাঁর সাহাবীদের সাথে পরিচিত ছিলেন। দ্র: *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪২৭।

২৯. যারা তাবিয়ীদের কারও সাথে পরিচিত ছিলেন তাঁরা তাবি-তাবিয়ী। দ্র: *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪২৭।

৩০. মুহাম্মদ হুসাইন আয-যাহাবী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসীরুন* (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-হাদীসা, ১৯৭৬), পৃ. ২৮১।

৩১. আল্লামা শাওকানী, *আল-ফাতহুল কাদীর*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৫।

৩২. মুহাম্মদ হুসাইন আয-যাহাবী, *পূর্বোক্ত*।

৩৩. *তদেব*, পৃ. ২৮৬; আশ-শাওকানী, *আল-ফাতহুল কাদীর*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪।

৩৪. আশ-শাওকানী, *তাফসীর ফাতহুল কাদীর*, খণ্ড : ১, পৃ. ১২-১৩।

৩৫. হাদীছের মূল কথাটা যে সূত্রে ও বর্ণনা পরম্পরা ধারায় সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে বলা হয় সনদ। দ্র: মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,১৯৯২), পৃ. ৩৪।

www.pathagar.com

হাফিয ইবরাহীমের কবিতায় কুরআনের প্রভাব

ভূমিকা

আধুনিক আরবি কাব্যজাগরণের অন্যতম দিকপাল মিসরীয় কবি হাফিয ইবরাহীম। স্বভাবজাত কাব্যপ্রতিভা, কাব্যজগতে স্বতন্ত্রধারার সৃষ্টি প্রভৃতি কারণে তিনি আরব জগতে তো বটেই সারা বিশ্বের সাহিত্যামোদী জনতার কাছে পরিচিত। তিনি বরিত হয়েছেন মিসরের জাতীয় কবি হিসেবে। বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন, কর্ম ও চিন্তা-চেতনার সাথে তাঁর অদ্ভূত মিল পরিলক্ষিত হয়।

কবি পরিচিতি

কবির পূর্ণনাম মুহাম্মাদ হাফিয ইবন ইবরাহীম ফাহমী।[১] উপাধি ছিল "নীল নদের কবি" (شاعر النيل)।[২] মিসরের আসয়ূত অঞ্চলের দায়রুত এলাকায় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মতান্তরে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে হাফিযের জন্ম।[৩] বাবা ইবরাহীম ফাহমী ছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার।[৪] মা ছিলেন তুর্কী বংশোদ্ভূত গৃহিনী।[৫] মাত্র দু'বছর বয়সে বাবাকে হারান কবি।[৬] বাধ্য হয়ে শিশুপুত্রকে নিয়ে কবিমাতা কায়রোতে আপন ভাইয়ের আশ্রয়ে চলে যান।[৭] সেখানেই কবি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।[৮] অত:পর হাফিযের মামা 'তানতা' শহরে বদলী হলে তিনি ভাগ্নেকে সংগে নিয়ে যান এবং সামরিক কলেজে তাকে ভর্তি করে দেন।[৯] সেখান থেকে যোগ্যতার সাথে শিক্ষা সমাপন করেন হাফিয। অত:পর সূদানে প্রেরিত সৈন্যদলের সদস্য হিসেবে কয়েক বছর কবি সূদানে অবস্থান করেন।[১০] কিন্তু সংগী কিছু সৈন্যের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে ষড়যন্ত্রমূলক বিচারে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ করেন হাফিয ইবরাহীম।[১১]

এরপরই তাঁর জীবনে নেমে আসে ঘোরতর অন্ধকার। সম্পূর্ণ কর্মহীন অবস্থায় নানা দু:খ-কষ্টে অতিবাহিত করেন তিনি বেশ কিছুকাল। এসময়েই কবি বিখ্যাত ধর্মীয় এবং জাতীয়তাবাদী নেতা, সুসাহিত্যিক মুহাম্মাদ আব্দুহ (১৮৪৯-১৯০৫ খৃ.)[১২] এর সংস্পর্শে আসেন এবং নতুন করে সব কিছু শুরু করার প্রেরণা লাভ করেন। মুহাম্মাদ আব্দুহও অসাধারণ প্রতিভাধর হাফিযের কাব্যপ্রতিভাকে যথাযথ মূল্যায়নের ব্যবস্থা করেন, তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেন।[১৩] কবির জীবনে ফিরে আসে স্বস্তি, স্বচ্ছলতা। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে হাফিয "দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ" এর সাহিত্য বিভাগের প্রধান হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন।[১৪] আমৃত্য কবি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে এ মহান কবি মৃত্যুবরণ করেন।[১৫]

www.pathagar.com

খুব ছোট বয়স থেকেই কবি হাফিযের অসাধারণ মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মুখস্ত শক্তি ছিল প্রখর। আল-কুরআনের আয়াত এমন কি পূর্ণ একটি সূরাও একবার শুনেই তাঁর মুখস্ত হয়ে যেত।[১৬] প্রাথমিক শিক্ষার গন্ডি পেরিয়েই তিনি অসংখ্য আরবী কবিতা, বিখ্যাত বক্তৃতাসমূহ মুখস্ত বলতে পারতেন।[১৭] তাঁর এ বিরল প্রতিভার কথা তাঁর সহপাঠী ও সমসাময়িকদের অনেকেই বর্ণনা করেছেন।[১৮]

হাফিয ইবরাহীম আধুনিক আরবী কাব্যের পঞ্চস্তম্ভের একটি হিসেবে পরিগণিত। অপর চারজন হলেন : মাহমূদ সামী আল বারূদী (১৮৪০-১৯০৪ খৃ.) ইসমাঈল সাবরী (১৮৫৫-১৯২৩খৃ.) আহমাদ শাওকী (১৮৬৮-১৯৩২খৃ.) এবং খলীল মুতরান (১৮৭১-১৯৪৯ খৃ.)। [১৯] সহজ-সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় অনবদ্য রচনা শৈলীর স্রষ্টা তিনি। তাঁর কাব্যের অন্তর্নিহিত সুরটি বড়ই মর্মস্পর্শী, সংগীতময়। সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক নানা প্রেক্ষাপটে তিনি কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর বিশাল সাহিত্যভান্ডারের মধ্যে রয়েছে :

- ❖ তিন খন্ডে সমাপ্ত দীওয়ান বা কাব্যসমগ্র।
- ❖ গদ্য গ্রন্থের মধ্যে বিখ্যাত হলো ليالى سطيح (লায়ালী সাতীহ)।
- ❖ ইউরোপীয় বিভিন্ন সাহিত্য হতে অনুবাদকৃত তাঁর সাহিত্যও কম নয়। অনুবাদকর্মের নিপূণতায় এগুলি মৌলিকত্বের খুব কাছাকাছি বলে বিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন।

হাফিযের কবিতায় কুরআনের প্রভাব

আধুনিক আরবি কবিদের মধ্যে ইসলামী ভাবাদর্শকে কবিতায় লালনকারীদের অন্যতম হাফিয ইবরাহীম। তাঁর কবিতাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রায় প্রতিটি বিষয়ের কবিতাতেই ইসলামের প্রভাব বিদ্যমান। কখনও তিনি ইসলামী অনুশাসন নিয়ে, কখনও ইসলামী ঐতিহ্যকে ধারণ করে, কখনও বা ঐতিহাসিক কোন ইসলামী বিজয়গাথাঁকে কেন্দ্র করে আবার কখনও ইসলামী কোন ব্যক্তিত্বকে নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। বক্ষমান নিবন্ধে কবি হাফিয রচিত কাব্যে ইসলামের ভিত্তি আল-কুরআনের প্রভাব নিয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এ প্রভাব কোন ক্ষেত্রে ভাষাগত, কোন ক্ষেত্রে শৈল্পিক, কোন ক্ষেত্রে অর্থগত আবার কোন ক্ষেত্রে ভাবগত। নিম্নের আলোচনায় যা আরও সুস্পষ্ট হবে।

প্রথম জীবনে রচিত একটি কবিতায় হাফিয হযরত ইবরাহীম (আ.) এর কিছু ঘটনাকে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনায় কবি আল-কুরআনে বর্ণিত এ সংক্রান্ত কাহিনীকে অনুসরণ করেছেন। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে কুরআনের শাব্দিক অনুকরণও তাঁর কবিতাটিতে দৃশ্যমান। "الشمس" (সূর্য) নামক সেই কবিতায় হাফিয বলেন :[২০]

www.pathagar.com

نظر إبراهام فيها نظرة ٭ فأرى الشك وما ضل اليقين

قال ذا ربى فلما أفلت ٭ (قال إنى لا أحب الآفلين)[২১]

ودعا القوم الى خالقها ٭ وأتى القوم بسلطان مبين

- ইব্রাহীম সেদিকে গভীর দৃষ্টি দিলেন, কিন্তু সন্দেহ মুক্ত হতে পারলেন না, গভীর আস্থাও আনতে পারলেন না।
- (এতদসত্ত্বেও) তিনি বললেন : এটি (সম্ভবত:) আমার প্রতিপালক। কিন্তু যখন সেটি অস্ত গেল, তিনি বললেন :"আমি অস্তগামী কোন কিছুর অনুসারী নই"
- এবং তিনি জাতিকে সেটির (যার পূজা তারা করে থাকে) স্রষ্টার দিকে আহবান করলেন। আর সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহাকারেই তিনি জাতির সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

পবিত্র কুরআনে উক্ত ঘটনা সংক্রান্ত আয়াতটি হলো :

وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ـ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ [২২]

(অর্থ : আমি এরূপভাবেই ইবরাহীমকে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ দেখাতে লাগলাম যাতে সে দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে যায়। অত:পর যখন রজনীর অন্ধকার তার উপর সমাচ্ছন্ন হল তখন সে একটি তারকা দেখতে পেয়ে বলল : এটি আমার প্রতিপালক। অনন্তর যখন তা অস্তমিত হল তখন সে বলল : আমি অস্তগামীদের ভালবাসিনা।)

আল-কুরআনে উপস্থাপিত বিভিন্ন কাহিনী, এগুলো উপস্থাপনের শৈলী এবং ভাব-ভাষা কবিকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। তাই বিভিন্ন প্রেক্ষপটে তিনি এ দিকটি আপন কবিতায় তুলে এনেছেন। নবী সুলাইমান (আ.) এর ক্ষমতার ব্যাপকতা, বিশেষ করে বাতাসের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ [২৩]

(অর্থ: এবং সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে; তা তাঁর আদেশে প্রবাহিত হত ঐ দেশের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ দান করেছি... ।)

হাফিয তাঁর একটি কবিতায় বন্ধুর সাথে দ্রুত মিলিত হবার বাসনায় প্রসংগক্রমে উক্ত বিষয়টির অবতারণা করেছেন এভাবে :[২৪]

www.pathagar.com

ودعونا بساط صاحب بلقيس ۰ فلبى دعاءنا مستجيبا

وأمرنا الرياح تجرى بأمر ۰ منك حتى نراك منا قريبا

- আমরা বিলকিসের অধিপতি (সুলাইমান) এর গালিচাকে আহবান করলাম, সেটিও আমাদের আহবানে দ্রুত সাড়া দিল।
- অতঃপর আমরা বাতাসকে নির্দেশনা দিলাম তোমার ব্যাপারে, সুতরাং দ্রুতই সাক্ষাৎ ঘটবে আমাদের।

الخمريات তথা পানীয় সংক্রান্ত একটি কবিতায় কবি আল-কুরআনে বর্ণিত নবী ইউসুফ (আ.) এর সাথে কারাগারে অবস্থানকারী যুবকদের একজনের স্বপ্নের প্রসংগ অত্যন্ত সুনিপূণভাবে উপস্থাপন করেছেন। আল-কুরআনে বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে এভাবে :

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا الخ[২৫]

(অর্থ : তাঁর সাথে কারাগারে দু'জন যুবক প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল: আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মদ নিংড়াচ্ছি... ।)

হাফিয উত্তম পানীয়ের বর্ণনায় বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন:[২৬]

خمرة قيل انهم عصروها ۰ من خدود الملاح فى يوم عرس

قد رآها فتى العزيز مناما ۰ وهو فى السجن بين هم ويأس

- (এটি এমন এক পানীয় যা প্রস্তুত করা হয়েছে বিবাহের দিনে (কনের) গন্ডদেশের কোমনীয়তার ন্যায় (অতিযত্ন ও চাকচিক্যময় করে)।
- যেন এটিকে (মিসরের) আযীযের সেই যুবক স্বপ্নে দেখেছিল, যখন সে দুঃখিত ও হতাশ অবস্থায় কারাবন্দী ছিল।

অপরদিকে একই নবী ইউসুফ (আ.) এর প্রতি আযীযে মিসর এর স্ত্রীর আকর্ষণ সংক্রান্ত একটি আয়াত হতে [২৭] শাব্দিক ও আলংকারিক সৌন্দর্য গ্রহণ করে কবি আল-বারূদীর প্রশংসায় রচিত একটি কবিতায় হাফিয তা স্থান দিয়েছেন। কবির বর্ণনায় :[২৮]

فمالت لتعزيني وملئوها الهوى ۰ فحدثت نفسى والضمير والضمير تردد

أهم كما همت فأذكر اننى ۰ فتاك فيدعونى هواك الى الهدى

- আমায় মর্যাদা দানের জন্য সেটি (অন্তর) ঝুঁকেছিল, আর অভিব্যক্তিও ছিল ভালবাসাপূর্ণ। আমি আপন মনে কথা বলছিলাম, এক অন্তর অন্য অন্তরের জন্য ব্যাকুল ছিল।

www.pathagar.com

- আমায় তিনি যথেষ্ট আকৃষ্ট করেছিলেন। স্মরণ করছি সেই সময়ের কথা যখন আমি উদভ্রান্ত ছিলাম, তোমার আকর্ষণই আমাকে পথ দেখিয়েছে।

তুর্কী উসমানী সাম্রাজ্যের প্রশংসায় হাফিযের বহু কবিতা রয়েছে। এমনি একটি কবিতায় তুর্কী নৌবহরের প্রতিরোধ ক্ষমতা, সাহসিকতা এবং শৌর্য-বীর্যের বর্ণনায় কবি আল-কুরআনে উপস্থাপিত জিন জাতির কাহিনীর প্রসংগ টেনে বলেন :[২৯]

ما نجوم الرجم من ابراجها ۰ إثر عفريت من الجن ترامى

من مراميها بأنكى موقعا ۰ لا ولا أقوى مراسا وعراما

- জিন জাতিভূক্ত কোন দানবকে উদ্দেশ্য করে নিক্ষিপ্ত তারকারাজির ন্যায় এক্ষেত্রে কোন কিছুই নিক্ষেপ করতে হয়না।
- (তা সত্ত্বেও) উদ্দেশ্য সফল হয় নিখুঁতভাবে লক্ষ্যে আঘাত করে, না (এতেই ক্ষান্ত নয়) বরং তার লক্ষ্য থাকে আরও শক্তিশালী দূর্জয় নিশানের প্রতি।

আল-কুরআনে এ প্রসংগে আসা আয়াতটি হলো :

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا[৩০]

(অর্থ : আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করেছি অত:পর দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ।)

অবশ্য কবি হাফিয অন্য আরও কবিতায় শক্তিমত্তা এবং শৌর্যের প্রতীক হিসেবে جن (জিন) জাতিকে উপস্থাপন করেছেন। এটি নি:সন্দেহে কুরআনের বর্ণনার প্রতি নি:সংকোচ আত্মসমর্পণ।

আল-কুরআনে উপস্থাপিত 'জান্নাত' এর মনোজ্ঞ বর্ণনা কবিকে আকৃষ্ট করেছে তীব্রভাবে। এ বর্ণনার আলোকে তাই তিনি বিভিন্ন প্রসংগে দুনিয়াবী নানাস্থানের চিত্র এঁকেছেন। যেমন তৎকালীন মিসরের "উজবেক গার্ডেনের" সৌন্দর্য বর্ণনায় কবি বলেছেন :[৩১]

انى أرى عجبا يدعو الى عجب ۰ الدهر أضمره والعيد انشاه

هل ذاك ما وعد الرحمن صفوته ۰ روض وحور وولدان وأمواه

- আমি ওটা প্রত্যক্ষ করে আশ্চর্যান্বিত, বিমুগ্ধ। যেন কাল নিজ দায়িত্বে এটি সংরক্ষণ করেছে। উৎসবই যেন সেটা তৈরী করেছে।
- পরমদয়ালু ওয়াদাকৃত শ্রেষ্ঠজান্নাত কি এরূপই ? সেখানে রয়েছে বাগিচা, অপ্সরী, যাবতীয় নতুন আর ঝর্ণধারা।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত জান্নাতের এ ধরণের অসংখ্য বর্ণনার একটি হলো :

www.pathagar.com

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُوْنَ ..... وَحُوْرٌ عِيْنٌ[৩২]

(অর্থ: তাদের কাছে ঘোরাফেরা করত চির-কিশোররা ... তথায় থাকবে আনতনয়না হুরগণ।)

ইতালীতে সংঘটিত ভয়াবহ একটি ভূমিকম্পের ধ্বংসযজ্ঞের করুণ বর্ণনা হাফিয তার একটি কবিতায় স্থান দিয়েছেন। এ প্রসংগেও তিনি মহান আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত গ্রহণের একক ক্ষমতা, তাঁর শক্তিমত্তা ইত্যাদির চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন কুরআনী ধারা অনুসরণ করে।[৩৩] কবি বলেন :[৩৪]

خسفت ثم اغرقت ثم بادت ۰ قضى الأمر كله فى ثوانى

وأتى امرها فأصبحت كأن لم ۰ تك بالأمس زينة البلدان

- ধ্বংসে ডুবন্ত হয়েছে (জনপদটি), বিলীন আজ সেটি, দ্বিতীয়বারের ন্যায় সবকিছু শেষ হয়ে গেছে সেখানের।
- এমন ভয়াবহতা সেখানে ঘটেছে যেন, গতকালও জগৎখ্যাত নয়নাভিরাম কোন কিছুই ছিলনা সেখানে।

উপরের আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, আল-কুরআনের বিচিত্র শব্দভান্ডার এবং এর আলংকারিক সৌন্দর্য হতে অকাতরে গ্রহণ করে আপন কাব্যভান্ডারকে সজ্জিত করেছেন হাফিয। তাঁর অগণিত কবিতা রয়েছে যেখানে কুরআনী শব্দমালা ব্যবহৃত হয়েছে অথবা আলংকারিক ক্ষেত্রে কুরআনের স্টাইল অনুসরণ করা হয়েছে। কবি হাফিয রচিত এরূপ কিছু পংক্তিমালা আল-কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত সহ নিম্নে উল্লিখিত হলো :

وان شئت عنا يا سماء فأقلعى ۰ ويا ماءها فاكفف ويا أرض فابلعى[৩৫]

- যদি তুমি চাও তো পৃথক হতে পার আমাদের থেকে। হে আকাশ ! সরে পড়, হে বারিধারা ! বন্ধ হও আর হে ভূ-খণ্ড, গিলে ফেল।

পবিত্র কুরআনে এ পংক্তিটির বেশ কিছু শব্দ রয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে :

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي.. الخ[৩৬]

(অর্থ: ...আর বলা হল - হে পৃথিবী ! তোমার পানি গিলে ফেল, আর হে, আকাশ ক্ষান্ত হও।...)

قربوا الصلاة وهم سكارى بعدما ۰ نزل الكتاب بحكمة وجلاء[৩৭]

তারা মদ্যপ অবস্থায় নামাজে অংশ নিত, অথচ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল জ্ঞানময় প্রদীপ্ত কথামালা সহকারে।

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতটি হল :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى..الخ[৩৮]

(অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন সালাতের নিকটবর্তী হয়োনা।..)

أقرضوا الله يضاعف أجركم * إن خير الأجر أجر مدخر[৩৯]

তোমরা করযে হাসানায় অংশ নাও। বিনিময়ে আল্লাহ তোমাদের চক্রবৃদ্ধিহারে প্রতিদান দিবেন। আর উত্তম প্রতিদান তো সেটাই যা সঞ্চিত থাকে।

আল-কুরআনে বলা হয়েছে :

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ..الخ[৪০]

(অর্থ : এমন কে আছে যে আল্লাহকে করজ দিবে উত্তম করজ। অত:পর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন।..)

والمحسنون لهم على احسانهم * يوم الاثابة عشر الأمثال[৪১]

সৎকর্মশীলরা তাদের পূণ্যের বিনিময়ে স্থিতিশীল সেই দিনে দশগুণ প্রতিদান পাবে।

পবিত্র কুরআনের আয়াতটি হলো :

مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا..الخ[৪২]

(যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে।)

وتواصوا بالصبر فان الصبر إن فا * رق قوما فما له من مسد[৪৩]

তারা পরস্পর ধৈর্য্যধারণের পরামর্শ দেয়, কেননা ধৈর্য যদি একবার জাতিকে বিভক্ত করে তবে বন্ধ করার কোন উপায় থাকেনা।

আল-কুরআনে বলা হয়েছে :

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ[৪৪]

(তারা পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের।)

কুরআনী ধারা অনুসরণের ক্ষেত্রে হাফিযের কাব্যের আরেকটি বিস্ময়কর দিক হলো কোন কোন কবিতায় তিনি আল-কুরআনের পূর্ণ একটি আয়াত অথবা আয়াতের অংশ বিশেষ হুবহু স্থান দিয়েছেন কবিতার বিষয়বস্তুর পূর্বাপর মিল রেখেই। এ রকম একটি পংক্তি হলো:[৪৫]

www.pathagar.com

(قتل الإنسان ما اكفره) • طاول الخالق فى الكون وسامى

- (মানুষ নিহত হয়েছে তাদের অর্জনের কারণেই) দীর্ঘকাল পৃথিবীতে তারা স্রষ্টার অবাধ্য থেকেছে আর বিবাদে জড়িয়েছে।

উল্লিখিত পংক্তিটিতে বন্ধনী বেষ্টিত অংশটুকু আল-কুরআনের একটি আয়াত।[৪৬]

ইসলামী ভাবধারাকে ধারণ করে কবি হাফিযের উল্লিখিত বিস্ময়কর ও চমৎকার উপস্থাপনা আরবী সাহিত্যে নবধারার উন্মোচন করেছে। খুব ছোট বয়স থেকেই আল-কুরআনের ছায়ায় প্রতিপালিত হওয়া ছাড়াও শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুহর (১৮৪৯-১৯০৫) অকৃত্রিম সংস্পর্শ হাফিযকে এ ধরনের অমর সৃষ্টিতে প্রেরণা যুগিয়েছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. হান্না আল-ফাখূরী, *আল-জামি' ফী তারিখিল আদাবিল আরাবী*,আল-আদাবুল হাদীস (বৈরূতঃ দারুল জীল, ১৯৮৬), পৃ. ১৩৬; আহমাদ কাব্বিশ, *তারিখুল শি'র আল-আরাবী আল-হাদীস* (বৈরূত : দারুল জীল, ১৯৭০), পৃ. ৮৬।

২. ড. মুহাম্মাদ ইবন সা'আদ, *হাফিয ইবরাহীম ওয়া নাযারাত ফী শি'রিহি* (রিয়াদঃ দারুর রিফায়ী, ১৯৮৪), পৃ. ১৫; আহমাদ কাব্বিশ, পৃ. ৮৬।

৩. আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, *তারিখুল আদাবিল আরাবী* (বৈরুত; দারুছ ছাকাফা, ১৯৭৮), পৃ. ৫৮৩; আহমাদ কাব্বিশ, *পূর্বোক্ত*।

৪. *তদেব*; *হান্না আল-ফাখূরী*, পৃ. ৯৬৬।

৫. আহমাদ কাব্বিশ, *পূর্বোক্ত*।

৬. আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, *পূর্বোক্ত*।

৭. *তদেব*; আহমাদ কাব্বিশ, *পূর্বোক্ত*।

৮. *তদেব*।

৯. আহমাদ আমীন, মুকাদ্দিমাহ, *দীওয়ান হাফিয* (বৈরুতঃ দারুল আওদা, তাবি), পৃ. ২০; আহমাদ কাব্বিশ, *পূর্বোক্ত*।

১০. *তদেব*।

১১. আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, *পূর্বোক্ত*।

১২. মুহাম্মাদ আব্দুহ ছিলেন মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত সংস্কারক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ১৮৪৯ সালে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। الوقائع المصرية নামক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। তিনি ছিলেন বহু গ্রন্থ প্রণেতা। ১৯০৫ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। দ্রঃ হান্না আল-ফাখূরী, *আল-জামি' ফী তারিখিল আদাবিল আরাবী*,আল-আদাবুল হাদীস পৃ. ৮১; করম আল-বুস্তানী ও অন্যান্য, *আল-মুনজিদ ফীল লুগাহ ওয়াল আ'লাম* (বৈরুতঃ দারুল মাশরিক, ১৯৯২), পৃ. ৩৬৯।

১৩. আহমাদ কাব্বিশ, *পূর্বোক্ত*।

১৪. *তদেব*; আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, *পূর্বোক্ত*; *হাফিয ও নাযারাত শি'রিহি*, পৃ. ১৯।

১৫. আহমাদ কাব্বিশ, *পূর্বোক্ত*; আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৮৪।

১৬. আব্দুল ওয়াহহাব আন-নাজ্জার, "সাফহাতুল মিন হায়াতি হাফিয", *মাজাল্লাতু আবূল্* (বৈরুতঃ জুলাই, ১৯৯৩), পৃ. ১৩২৪।

www.pathagar.com

১৭. আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৮৪; যাকী মুবারক, *হাফিয ইবরাহীম* (কায়রো: আল-হাইআ আল-মিসরিয়্যাহ আল আম্মা লিল কিতাব, ১৯৭৮), পৃ. ১০৭।

১৮. আহমাদ আবীদ, *যিকরা আশ-শায়িরীন* (দামিস্ক : মাকতাবাতুত তারাক্কা, ১৩৫১ হি:), পৃ. ১১; হাসান আস-সানদূবী, *আশ-শুআরা উস সালাসা* (কায়রো: মাতবায়াতুল মাকতাবা আত-তিজারিয়্যা, ১৯২২ খৃ:), পৃ. ৩৫১।

১৯. আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৮৪।

২০. হাফিয ইবরাহীম, *দীওয়ান*, ১ম খণ্ড (বৈরুত : দারুয যাহরা, ১৯৭৮ খৃ:) পৃ. ২০৭।

২১. প্রবন্ধে উল্লিখিত আরবী পংক্তিমালার ক্ষেত্রে আল-কুরআনের আয়াত বা আয়াতাংশ বুঝাতে বন্ধনী '()' ব্যবহার করা হয়েছে।

২২. *আল-কুরআন*, সূরা আল-আন'আম, আয়াত : ৭৫-৭৮।

২৩. *আল-কুরআন*, সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত : ৮১।

২৪. *দীওয়ান হাফিয*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬১।

২৫. *আল-কুরআন*, সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৩৬।

২৬. দীওয়ান *হাফিয*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪১।

২৭. *আল-কুরআন*, সূরা ইউসুফ, আয়াত : ২৪। (আয়াতটি হল : وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ অর্থাৎ নিশ্চয় মহিলা তার বিষয়ে চিন্তা করেছিল আর সেও মহিলার ব্যাপারে চিন্তা করত। যদি না সে স্বীয় পালন কর্তার মহিমা অবলোকন করত।)

২৮. *দীওয়ান হাফিয*, ১ম খণ্ড, পৃ. ০৯।

২৯. *তদেব*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩।

৩০. *আল-কুরআন*, সূরা আল-জিন্ন, আয়াত : ৮-৯।

৩১. দীওয়ান *হাফিয*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১২।

৩২. *আল-কুরআন*, সূরা ওয়াকি'আ, আয়াত : ১৭-২২।

৩৩. *তদেব*, সূরা ইউনুস, আয়াত : ২৪। আয়াতটি হলো: حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ অর্থাৎ, এমন কি যমীন যখন সৌন্দর্য-সুষমায় ভরে উঠল আর যমীনের মালিক ভাবতে লাগল এগুলি আমাদের হাতে আসবে, হটাৎ করে তার উপর আমার নির্দেশ এল রাতে কিংবা দিনে। অত:পর সেগুলি কেটে স্তূপাকার করে দিল, যেন কালও এখানে কোন কিছুই ছিলনা।

৩৪. *দীওয়ান হাফিয*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৬।

৩৫. *তদেব*, পৃ. ১২৭।

৩৬. *আল-কুরআন*, সূরা হূদ, আয়াত : ৪৪।

৩৭. *দীওয়ান হাফিয*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৯।

৩৮. *আল-কুরআন*, সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৪৩।

৩৯. *দীওয়ান হাফিয*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০১।

৪০. *আল-কুরআন*, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৪৫।

৪১. *দীওয়ান হাফিয*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৯।

৪২. *আল-কুরআন*, সূরা আল-আনআম, আয়াত : ১৬০।

৪৩. *দীওয়ান হাফিয*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৩।

৪৪. আল-কুরআন, সূরা আল-আসর, আয়াত : ০৩।

৪৫. *দীওয়ান হাফিয*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬০।

৪৬. *আল-কুরআন*, সূরা আবাসা, আয়াত : ১৭।

www.pathagar.com

নাজীব কীলানীর উপন্যাসে মুসলিম নারী

ভূমিকা

সাম্প্রতিক আরবী সাহিত্য জগতের এক ব্যতিক্রমধর্মী নক্ষত্র নাজীব কীলানী। আরবী তথা বিশ্বসাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ধারা 'ইসলামী ধারা' প্রতিষ্ঠার তিনি অন্যতম প্রধান পথিকৃত। সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখাতেই তাঁর বিচরণ ছিল। তিনি ছিলেন একাধারে ঔপন্যাসিক, কবি, সাহিত্যসমালোচক, নাট্যকার, গবেষক, বাগ্মী এবং সংগঠক। তবে উপন্যাসকেই তিনি তাঁর সাহিত্য চর্চার প্রধান বাহন হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি সাহিত্যের ইসলামীকরণের জন্য আজীবন গভীর সাধনা করে গেছেন। তাঁর বিপুল রচনা সম্ভারে ইসলামী আদর্শবাদের ছাপ সুস্পষ্ট।

নাজীব কীলানীর জীবন

নাজীব কীলানী ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১জুন মুতাবিক ১৩৫০ হিজরীতে মিসরের আল গারবিয়া অঞ্চলের শারশাবা গ্রামের একটি কৃষক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।[১] তাঁর পূর্ণ নাম ছিল নাজীব ইবন ইবরাহীম আল-কিলানী। পিতা-মাতার প্রথম সন্তান ছিলেন তিনি। মাত্র চার বছর বয়সে তিনি মক্তবে গমন শুরু করেন। এর পাশাপাশি তিনি গ্রামের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হন।[১] সাত বছর বয়সে কিলানী ভর্তি হন পাশ্ববর্তী সানবাত গ্রামের একটি আমেরিকান মিশনারী স্কুলে।[২] পড়ালেখার প্রতি কিলানীর আগ্রহ ছিল অত্যধিক। তাই তার পিতা-মাতা সাধ্যমত চেষ্টা করতেন সন্তানের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের। এরপর আরও কয়েকটি শহরের ভাল স্কুলে তিনি ভর্তি হন এবং কৃতিত্বের সাথে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৫১ সালে নাজীব প্রথম ফুয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের (বর্তমানে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়) মেডিক্যাল বিভাগে ভর্তি হন।[৩] চতুর্থ বর্ষের ছাত্র থাকাকালে "মুসলিম ব্রাদারহুড" এর সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগে ১৯৫৫ সালে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং দশবছরের কারাদন্ড দেয়া হয়।[৪] ১৯৫৯ সালে অসুস্থতার জন্য তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়। ১৯৬০ সালে পুনরায় মেডিক্যাল কোর্সে ভর্তি হয়ে মেডিক্যালের চুড়ান্ত পর্বের পরীক্ষায় অংশ নিয়ে তিনি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।[৫]

কর্মজীবনের শুরুতে কীলানী মিসরের স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় এবং যোগাযোগ মন্ত্রনালয়ে বেশ কিছুকাল চাকুরি করেন। জামাল আব্দুল নাসের এর শাসনামলে ব্রাদারহুড নেতা কর্মীদের উপর ব্যাপক ধরপাকড় ও নিপীড়ন-নির্যাতন শুরু হলে ১৯৬৫ সালে দ্বিতীয়বারের মত তিনি কারাবন্দী হন।[৬] সৌভাগ্যক্রমে কিছুকাল পরেই তিনি মুক্তিলাভ

www.pathagar.com

করে কুয়েতে চলে যান।[৭] এরপর কুয়েত ও আরব আমিরাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তিনি দীর্ঘকাল কর্মরত ছিলেন।[৮] মৃত্যুর মাত্র একবছর পূর্বে তিনি জন্মভূমিতে ফিরে যান। কিন্তু এরপরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং চিকিৎসার জন্য সৌদিআরব গমন করেন এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই ১৯৯৫ সালের ৬ মার্চ ইন্তিকাল করেন।[৯]

নাজীব কীলানী ১৯৬০ সালে বিশিষ্ট লেখিকা কারীমা শাহীনকে বিবাহ করেন। ব্যাক্তিগত জীবনে তারা অত্যন্ত সুখী জীবন যাপন করেন। তাঁদের চার সন্তানের সবাই উচ্চ শিক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত। এরা হলেন: ড. জালাল, ইঞ্জিনিয়ার হুসাম, আইনজীবি মাহমুদ এবং কন্যা ইজ্জাত।[১০]

সাহিত্য অবদান

কিশোর বয়স থেকেই নাজীবের সাহিত্যচর্চা শুরু হয়েছিল। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত পদচারণা ছিল। উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, নাটক এবং সমালোচনা সাহিত্য, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। তবে উপন্যাস এবং গল্পেই তাঁর অবদান বেশি এবং এক্ষেত্রে তিনি একটি স্বতন্ত্র ধারা তৈরি করতেও সক্ষম হন। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি লেখনী চালিয়ে গেছেন। সমগ্র মুসলিম বিশ্বের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর দুঃখ-দুর্দশা, সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা এবং ধর্মীয় ও নৈতিক অবক্ষয়ের সার্বিক একটি চিত্র উঠে এসেছে তাঁর রচনায়।[১১] সমস্যা চিহ্নিতের পাশাপাশি এগুলোর সমাধানের পথ নির্দেশনা ও থাকত তাঁর লেখায়।

আধুনিক যুগে ইসলামী আরবী সাহিত্য সৃষ্টিতে তিনি বিশেষ অবদান রেখেছেন। ইসলামী সাহিত্যের সংজ্ঞা, উপাদান, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণ করে তিনি বহু লেখালেখি করেছেন।[১২] পাশাপাশি তিনি আধুনিক আরবী উপন্যাস ও গল্পের ইসলামী ধারা সৃষ্টি করতেও সক্ষম হয়েছেন। তাঁর সাহিত্যকর্মের উঁচুমান এবং শিল্পসৌন্দর্য বোদ্ধা মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: মিসরের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত সম্মাননা পুরস্কার ও পদক, ড. ত্বহা হুসাইন স্বর্ণপদক, পাকিস্তান সরকার কৃর্তৃক প্রদত্ত স্বর্ণপদক, আরবী ভাষা একাডেমী পুরস্কার ও পদক প্রভৃতি। তাঁর লেখাকে উপজীব্য করে বহু নাটক, সিনেমা ও টিভি সিরিয়াল নির্মিত হয়েছে।

আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যকর্ম ইটালী, ইংরেজী, তুর্কী, আফগানী, উর্দূ এবং বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে।[১] তবে তাঁর অপ্রকাশিত রচনার সংখ্যাও প্রচুর। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলো এখনো পূর্ণাংগরূপে সংকলিত হয়নি। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

www.pathagar.com

❑ উপন্যাস

১ – نور الله (جزء أول). ২ – نور الله (جزء ثان). ৩ – الطريق الطويل. ৪ – اليوم الموعود. ৫ – قاتل حمزة. ৬– مواكب الأحرار (نابليون في الأزهر). ৭ – النداء الخالد. ৮ – دم لفطير صهيون. ৯ – عذراء جاكرتا. ১০ – ليالي تركستان. ১১ – عمالقة الشمال. ১২ – الظل الأسود. ১৩ – ليالي السهاد. ১৪ – رجال وذئاب. ১৫ – في الظلام. ১৬ – ليل الخطايا. ১৭ - ليل وقضبان (ليل العبيد). ১৮ – رأس الشيطان. ১৯ – عذراء القرية. ২০– الذين يحترقون. ২১ – الربيع العاصف. ২২ – طلائع الفجر. ২৩ – أرض الأنبياء. ২৪ – عمر يظهر في القدس. ২৫ – رحلة إلى الله. ২৬ – رمضان حبيبي. ২৭ – على أبواب خيبر. ২৮ – حمامة سلام. ২৯ – حكاية جاد الله. ৩০ – اعترافات عبد المتجلي .৩১ - امرأة عبد المتجلي. ৩২ - ملكة العنب. ৩৩– قضية أبو الفتوح الشرقاوي. ৩৪ – مملكة البلعوطي. ৩৫ – أهل الحميدية. ৩৬ – الرجل الذي آمن. ৩৭ – ابتسامة في قلب شيطان. ৩৮ – لقاء عند زمزم. ৩৯ – الرايات السوداء. ৪০ – أميرة الجبل. ৪১ – الكأس الفارغة. ৪২– أرض الاشواق. ৪৩– يوميات الكلب شملول.

❑ গল্প সংকলন

১ – عند الرحيل. ২ – العالم الضيق. ৩ – موعدنا غدا. ৪ – الكابوس. ৫ – حكايات طبيب. ৬ – دموع الأمير. ৭ – فارس هوزان. ৮– رجال الله

❑ আত্মচরিত

১ – لمحات من حياتي (جزء أول). ২ – لمحات من حياتي (جز ثان). ৩ – لمحات من حياتي (جزء ثالث). ৪ – لمحات من حياتي (جزء رابع). ৫ – لمحات من حياتي (جزء خامس). ৬ – لمحات من حياتي (جزء سادس).

❑ নাটক

১ – على أسوار دمشق. ২ – الجنرال علي. ৩ – محاكمة الأسود العنسي. ৪ – الوجه المظلم للقمر. ৫ – سراييفو... حبيبتي. ৬– حسناء بابل

www.pathagar.com

❑ কাব্য সংকলন

১ – نحو العلا. ২ – كيف ألقاك؟. ৩ – عصر الشهداء. ৪ – أغاني الغرباء. ৫ – مدينة الكبائر. ৬ – مهاجر. ৭ – أغنيات الليل الطويل. ৮ – لؤلؤة الخليج (ديوان لم يكتمل).

❑ গবেষণা ও অন্যান্য

১ – مدخل إلى الأدب الإسلامي. ২ – آفاق الأدب الإسلامي. ৩ – رحلتي مع الأدب الإسلامي. ৪ – تجربتي الذاتية في القصة الإسلامية. ৫ – حول المسرح الإسلامي. ৬ – القصة الإسلامية وأثرها في نشر الدعوة. ৭ – نحو مسرح إسلامي. ৮ – أدب الأطفال في ضوء الإسلام. ৯ – الإسلامية والمذاهب الأدبية. ১০ – الطريق إلى اتحاد إسلامي. ১১ – الإسلام وحركة الحياة (جزء أول). ১২ – الإسلام وحركة الحياة (جزء ثان). ১৩ – حول الدين والدولة. ১৪ – تحت راية الإسلام. ১৫ – نحن والإسلام. ১৬– الثقافة في ضوء الإسلام. ১৭ – إقبال الشاعر الثائر. ১৮ – شوقي في ركب الخالدين. ১৯ - المجتمع المريض. ২০ - الإسلام والقوى المضادة. ২১ - الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق. ২২ - أعداء الإسلامية. ২৩ - قصة الإيدز. ২৪ - الثقافة الصحية. ২৫ - مستقبل العالم في صحة الطفل. ২৬ - الصوم والصحة. ২৭ - رعاية المسنين في الإسلام. ২৮ – في رحاب الطب النبوي.

নাজীব কীলানীর উপন্যাসে মুসলিম নারী

একটি উপন্যাস নন্দিত ও সার্বজনীন বলে স্বীকৃত হওয়ার পেছনে তার উপাখ্যানের চেয়ে উপন্যাসের ভেতরের চরিত্রগুলোই প্রধান ভূমিকা পালন করে। চরিত্রগুলোই বদলে দেয় কাহিনীর কাঠামো। তাই দেখা যায়, উপন্যাসের ঘটনার চেয়ে অনেক ক্ষেত্রেই ঘটনার সাথে জড়িত, ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত কিংবা ঘটনার সৃষ্টিকারী মানুষগুলোই স্মরণীয় হয়ে থাকে। এই চরিত্রগুলো একই সাথে লেখকের সমসাময়িক এবং কালোত্তীর্ণ অর্থাৎ এরা চিরকালের।

নাজীবের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। নাজীবের কল্পনা শক্তি ছিল অসাধারণ, যার ফলে তিনি চরিত্রের গহীনে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, তিনি কল্পনা শক্তি দিয়ে যা বুঝতেন ও দেখতেন তা প্রকাশ করতে পারতেন অত্যন্ত

www.pathagar.com

জীবন্ত ও উপমাবহুল ভাষায়। তবে তিনি ছিলেন বাস্তববাদী, রূপকথার স্রষ্টা তিনি ছিলেন না। তাঁর উপন্যাসের সর্বজন গ্রহণযোগ্যতার এটিই প্রধান কারণ।

কিলানীর উপন্যাসগুলোতে নারী চরিত্রের ভূমিকা ও গুরুত্ব ব্যাপক। তারা কাহিনীর বিন্যাসে অনবদ্য অবদান রেখেছে। কিলানীর নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় এ সমস্ত চরিত্রগুলো যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তিনি ঐতিহাসিক ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন আপন সাহিত্যে। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোকে যথাসম্ভব অবিকৃত রেখে কল্প চরিত্র তৈরি করেছেন। এ সৃষ্ট চরিত্রগুলোও অসাধারণ হয়ে উঠেছে নাজীবের কাহিনী বিন্যাস ও উপযুক্ত সংলাপের কারণে।

নাজীব কিলানীর নারী চরিত্রগুলো ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যমন্ডিত, বৈচিত্রময়। নায়িকাদের মধ্যে যেমন রয়েছে ঈমানের বলে বলীয়ান দায়িত্বশীল নারী, তেমনি রয়েছে চরম ধর্মবিদ্বেষী। আবার রয়েছে বিদগ্ধ, দূরদর্শী, সরল, বুদ্ধিমতী, ধৈর্যশীল এবং ঐকান্তিক নারী চরিত্র। পাশাপাশি রয়েছে ধূর্ত, পক্ষপরিবর্তনকারী, নষ্ট-ভ্রষ্ট, উগ্রস্বভাব ও মেজাজের অধিকারী নারী। নাজীব কিলানীর কাহিনীগুলোর কোন কোনটির সাথে অপরটির কিছুটা মিল পরিলক্ষিত হলেও চরিত্রগুলোর মধ্যে তা নেই। নারী চরিত্রের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তার প্রত্যেকটি নারী চরিত্রই স্বতন্ত্র। যে আবহ আর সংস্কৃতিতে তারা বিচরণ করেছে সেগুলোও স্বতন্ত্র। গোটা বিশ্বের বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিমন্ডলকে নাজীব আপন কাহিনীর ক্ষেত্র বানিয়েছেন।

মানব সমাজে নারীর যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান রয়েছে তা কিলানী তাঁর সাহিত্যে বিশেষ করে উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পসম্মত উপায়ে। কখনো দেখা যায়, এ নারী একজন দায়িত্বশীল, ধর্মপ্রাণ মুসলিমের ভূমিকায় অবতীর্ণ, কখনো বা একজন অসৎ, ধর্মবিদ্বেষী নারীর চরিত্রও নাজীব এঁকেছেন দক্ষ হাতে। আবার কখনো দেখা যাচ্ছে একজন পরস্পর বিপরীত ধর্মী স্বভাবের সমন্বয় ঘটিয়েছেন একই নারী চরিত্রের মাঝে। কিংবা দ্যোদল্যুমান একজন নারী চরিত্র, যিনি বুঝে উঠতে পারেন না কোন দিকটা গ্রহণ করবেন। কখনও কখনও তিনি নারীকে উপস্থাপন করেছেন দয়া ও ক্ষমার মূর্ত প্রতীকরূপে, কখনও বা ঠিক বিপরীত ভাবে তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ সমাজের স্বাভাবিক রূপটা যা হয়।

কখনও তাঁর সাহিত্যে নারী হয়ে উঠেছে সমাজের রক্তাক্ত ক্ষতের উপশমকারিনী হিসেবে, আবার কখনও নারীর কারণেই শত্রুতা ও নির্মমতার ঘটনা ঘটছে। উভয় দিকই তিনি সফলতার সাথে সামনে আনতে পেরেছেন। কিলানীর حمامة السلام (শান্তির পায়রা) উপন্যাসে দেখা যায়, উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র হাজী আব্দুল ওয়াদূদের সাথে গ্রামের কৃষকদের একটা অংশের ঘোরতর বিরোধ লেগে যায়। ফলশ্রুতিতে ফসল ধ্বংস, সংঘর্ষ এমন কি হত্যাকান্ড পর্যন্ত ঘটে যায়। বিবাদ ক্রমান্বয়ে

www.pathagar.com

বেড়ে চলে। এক পর্যায়ে হাজী আব্দুল ওয়াদূদের যুবতী স্ত্রী 'সাকিনা' আবির্ভূত হন। তিনি অত্যন্ত দূরদর্শীতা ও নিরপেক্ষতার সাথে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা সমঝোতা করতে সক্ষম হন।[১৩] এতে তার স্বামী ও খুশি হন এবং কৃষকরাও সন্তুষ্ট হয়, ফলে দীর্ঘদিন পর গ্রামে শান্তি ফিরে আসে। এ উপন্যাসের মূল চরিত্র سكينة (সাকিনা) সত্যিকার অর্থেই শান্তির পায়রার ভূমিকা পালন করে।

এর ঠিক বিপরীত চরিত্রে আবির্ভূত হতে দেখা যায় একজন নারীকে الربيع العاصف (বৈরি বসন্ত) উপন্যাসে।[১৪] এখানে দেখা যায় شرشابة নামক একটি গ্রামের মানুষ মিলেমিশে অত্যন্ত শান্তির সাথে বসবাস করছিল। এমতাবস্থায় منال (মানাল) নামক একজন নারীর কারণে গোঁটা সমাজের মধ্যে বিরোধ লেগে যায় এবং নানা অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটতে থাকে মেয়েটির ধূর্ততা ও কূটবুদ্ধির কারণে।

নাজিব কিলানীর নারী চরিত্রগুলো পাঠকের মনের যে স্বভাবগত চাহিদা তা মেটায় পুরোপুরিভাবে। এ চরিত্রগুলো তাঁর যাদুর স্পর্শে অনন্য হয়ে উঠেছে এবং একেকটি চরিত্র আদর্শ, ত্যাগ এবং সংগ্রামের মূর্ত প্রতিক হয়ে উঠেছে। عمالقة الشمال (উত্তরের আমালিকা)[১৫] উপন্যাসের নায়িকা جاماكا (জামাকা) ত্যাগ, ধৈর্য্য ও আদর্শ নিষ্ঠার এক অনন্য নযীর স্থাপন করেছে। প্রথম জীবনে খ্রিষ্টান মিশনারীদের সাথে কাটানো জামাকা ছিল একজন নার্স। একপর্যায়ে সে নাইজেরিয়ার মুসলমানদের উপর খ্রিস্টানদের বর্বরোচিত হামলা এবং বিদেশী মদদে পরিচালিত নানারকম নিপীড়নের কথা জেনে প্রতিবাদী হয়ে উঠে। পরিচয় হয় মুসলিম যুবক উসমান আমিনুর সাথে। এক পর্যায়ে ইসলামের সুমহান আদর্শের সাথে পরিচিত হয়ে জামাকা ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু তার উপর নেমে আসে স্বজাতি কর্তৃক অকথ্য নির্যাতন। কাহিনী এগিয়ে যেতে থাকে। যৌবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় অনেক কষ্ট, তিতিক্ষা আর নিপীড়নের মধ্য দিয়ে পার করার পর জামাকা সুখের সন্ধান পায়। এ উপন্যাসে জামাকার ভূমিকা নারীদের জন্য অত্যন্ত গর্ব ও অনুপ্রেরণার কারণ হয়ে আছে।

আন্দোলন সংগ্রামে একজন মুসলিম নারীর ভূমিকা কি হতে পারে তার উজ্জলতম প্রমাণ কিলানীর عذراء جاكارتا (জাকার্তর কন্যা) উপন্যাসটি। উপন্যাসটির মূল চরিত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ফাতিমা ماشومى (মাশুমী) নামক একটি আদর্শিক সংগঠনের কর্মী। ইন্দোনেশিয়ার চরমপন্থী কমিউনিস্ট গেরিলাদের সশস্ত্র সংগ্রাম আর মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতিরোধের প্রেক্ষাপটে রচিত এ উপন্যাসে দেখা যায়, ফাতিমা একজন নারী ও চরম ধার্মিক হয়েও স্বজাতির আদর্শের লড়াইয়ে অত্যন্ত ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে।

www.pathagar.com

এমনকি ফাতিমা ইসলামের বিজয়ের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। একজন মুজাহিদ নারীর সত্যিকারের চিত্র অংকিত হয়েছে এ উপন্যাসে। সব কিছু হারিয়েও নিজ আদর্শ ও দেশের জন্য তার স্বগতোক্তি ছিল:

"إنن لن يعود ابى... ولن يخرج ابو الحسن...و سيتحول رجال الاسلام خلف الاسوار الى عظام نخرة... ستموت كل القيم الفاضلة في بلادنا الحبيبة.."[১৬]

("এখন আমার বাবা আর ফিরবেন না কোনদিন, আবুল হাসানও আর কখনও বের হবে না...ইসলামপন্থীরা প্রাচীরের আড়ালে চলে যাবে... প্রিয় দেশ মাতৃকার প্রতিটি মর্যাদাবান শক্তি নি:শেষ হতে থাকবে.....")

রাসূল (সা.) এর আগমনের পূর্বে আরব জগতে নারীদের যে দুর্দশা ছিল, যে শোচনীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে তারা জীবন যাপন করত তার নিখুঁত চরিত্র অংকিত হয়েছে নাজীব কীলানীর قاتل حمزة (হামযার হত্যাকারী) ও نور الله (খোদার জ্যোতি) উপন্যাসদ্বয়ে।[১]

৬ জাহিলী সমাজের চরম দূরাবস্থার শিকার قاتل حمزة উপন্যাসের নায়িকা وصالا (বিসালা) একটি কল্পিত চরিত্র হলেও লেখকের নিপুণ হাতে তিনি তৎকালীন পুরো নারী সমাজেরই যেন প্রতিনিধি হয়ে উঠেছিলেন। জাহিলী সমাজের সমস্ত কালো অন্ধকার দিকগুলোর নীরব স্বাক্ষী ছিল বিসালা। বুকে সমস্ত কষ্ট-দুঃখ গুলো ধারণ করেও কৃত্রিম আনন্দিত থাকতে হতো তাকে। অবশেষে ইসলামের আগমন ঘটে এবং বিসালা নতুন জীবনের সন্ধান লাভ করে। অনুরূপ ভাবে نور الله উপন্যাসে উম্মু আব্দুল্লাহ চরিত্রটি ত্যাগ-কুরবানীর প্রতীক রূপে বিবেচিত হয়। ধর্মের জন্য, আদর্শের জন্য সকল কিছু ত্যাগ করার বিরল দৃষ্টান্ত তার মাঝে আমরা দেখতে পাই। সহজ-সরল সাধারণ একজন নারীও কিভাবে ঈমানের দীপ্ত চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে অসাধারণে পরিণত হয় তার উদাহরণ এ চরিত্রটি। হাবশায় হিজরতকালে তখন পর্যন্ত অমুসলিম উমর ইবন খাত্তাবের প্রশ্নের জবাবে দৃঢ়ভাবে তিনি বলেন:

"نعم و الله لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا و قهرتمونا، حتى يجعل الله لنا مخرجا"[১৭]

("হ্যাঁ! আমরা অবশ্যই আল্লাহর যমীনে ছড়িয়ে পড়ার জন্য বেরিয়েছি। তোমরা আমাদের উপর যে কষ্ট আর জবরদস্তি চাপিয়েছ, তার থেকে মুক্তির একটি উপায় আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন....")

নাজীব কিলানীর আরেকটি অনবদ্য সৃষ্টি হলো তাঁর رحلة الى الله (আল্লাহর পথে যাত্রা) নামক উপন্যাসটি। আরবী উপন্যাস সাহিত্যে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী সংযোজন।

www.pathagar.com

সাড়ে চারশতাধিক পৃষ্ঠার এই উপন্যাসটিতে সমকালীন মুসলিম জাহানের একটি সামগ্রিক চিত্র উঠে এসেছে। বিশেষকরে রাজনৈতিক বাস্তবতার দিকটি অত্যন্ত সার্থকতার সাথে এতে ফুটে উঠেছে। নাজীব এ উপন্যাসে স্নায়ু যুদ্ধের সময়কালে দুই পরাশক্তি প্রভাবিত অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রের সরকারের গণবিরোধী কর্মতৎপরতার একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। তৎকালীন মিসরীয় প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও সমগ্র মুসলিম বিশ্বের চিত্রই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে এ উপন্যাসে। এ উপন্যাসের মূল নায়িকা চরিত্র 'নাবীলা'। মধ্যবিত্ত ঘরের উচ্চ শিক্ষিতা নাবীলা সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা, আদর্শ আর মেধার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তাবেদার একটি সরকারের চরম যুলম-নিপীড়নের মধ্যেও নতুনভাবে বাঁচার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যায়। সব ধরণের বাধাকে সে অসীম সাহস আর বুদ্ধি জোরে পরাজিত করতে সচেষ্ট হয়। এমনকি এক পর্যায়ে জীবন ও মান বাঁচাতে তাকে দেশত্যাগ করতে হয়, কিন্তু বিদেশের মাটিতেও নাবীলা নতুন উদ্যোমে তাঁর মিশন এগিয়ে নিতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়। সেখানে সে তার দেশের স্বৈরাচারী শাসকমহলের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। অর্থাৎ সে দমবার পাত্রী নয়, যে কোন মূল্যে আদর্শকে ধারণ করে সে লক্ষ্যপানে এগিয়ে যেতে চায়। অবশেষে সত্য আর আদর্শের জয় হয়। স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের অধিকারের সমর্থক নাবীলার দৃঢ় উচ্চারণ ছিল:

"اذا تحققت الحرية، استطاع كل فرد أن يقول ما شاء... و نحن بدورنا سيفتح الطريق أمام دعوتنا.."[১৮]

("যখন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, তখন প্রতিটা ব্যক্তিই যা ইচ্ছা বলতে পারে...আর আমরা সে প্রচেষ্টাতেই আছি, আমরা পথ প্রশস্ত করে দিব আমাদের যা আহবান তার জন্য...")

উপসংহার

নাজীব কীলানী ছিলেন বহুমূখী প্রতিভার এক সমুজ্জল ব্যক্তিত্ব। আপন যোগ্যতায় বিশ্ব সাহিত্যে তিনি স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্মের উপর গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। জীবনে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ আর বঞ্চনা ভোগ করলেও জীবদ্দশাতে তাঁর মূল্যায়নও কম হয়নি। সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তাঁর অবদান তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। তাঁর উপন্যাস তথা রচনাবলীতে তিনি যে সাহসিকতা ও যোগ্যতার সাথে নারীকে উপস্থাপন করেছেন তা যথাযথ হয়েছে। তিনি তথাকথিত প্রগতির নামে নারীকে যে পণ্যসামগ্রীর পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে তার বিপরীতে নারীকে উপস্থাপন করেছেন দায়িত্বপূর্ণ এবং স্বমহিমায় উদ্ভাসিত করে। এতে নারীর প্রকৃত মর্যাদা সুরক্ষিত হয়েছে।

www.pathagar.com

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. ড. আব্দুল্লাহ ইবন সালিহ আল-উরাইনী, *আল-ইত্তিজাহ আল-ইসলামী ফী আ'মালি নাজীব আল-কীলানী আল-কাসাসিয়্যা* (রিয়াদ: দারু কুনুয ইশবিলিয়া, ২০০৫), পৃ. ১১।

২. নাজীব আল কীলানী, *নামহাত মিন হায়াতি*, প্রথম খণ্ড (বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫), পৃ. ৪০।

৩. *আল-ইত্তিজাহ আল-ইসলামী ফী আ'মালি নাজীব আল-কীলানী আল-কাসাসিয়্যা*, পৃ. ১২।

৪. *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৩।

৫. নাজীব আল কীলানী, *নামহাত মিন হায়াতি*, তৃতীয় খণ্ড (বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৯), পৃ. ৪৪-৪৫; *আল-ইত্তিজাহ আল-ইসলামী ফী আ'মালি নাজীব আল-কীলানী আল-কাসাসিয়্যা*, পৃ. ১৫।

৬. কারীমা শাহীন, *হিওয়ার মাআ নাজীব আল-কীলানী* (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি), পৃ. ১২।

৭. *পূর্বোক্ত; আল-ইত্তিজাহ আল-ইসলামী ফী আ'মালি নাজীব আল-কীলানী আল-কাসাসিয়্যা*, পৃ. ১৫।

৮. কারীমা শাহীন, *হিওয়ার মাআ নাজীব আল-কীলানী*, পৃ. ৩৮।

৯. ড. হিলমী মুহাম্মাদ আল-কাউদ, আল-ওয়াকিইয়্যা আল-ইসলামিয়্যা ফি রিওয়াতি নাজীব আল-কীলানী (মিসর: তাবি), পৃ. ১৯৭।

১০. *আল-ইত্তিজাহ আল-ইসলামী ফী আ'মালি নাজীব আল-কীলানী আল-কাসাসিয়্যা*, পৃ. ১৭।

১১. *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৭।

১২. নাজীব আল-কীলানী, *আল ইসলাম ওয়াল মাযাহিব আল আদাবিয়্যা* (বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫), পৃ. ভূমিকা; *আল-ওয়াকিইয়্যা আল-ইসলামিয়্যা ফি রিওয়াতি নাজীব আল-কীলানী*, পৃ. ২২০।

১৩. কারীমা শাহীন, *হিওয়ার মাআ নাজীব আল-কীলানী*, পৃ. ১৪৩।

১৪. ড. আব্দুল মাবুদ, "নাজীব আল-কীলানী: জীবন ও কর্ম", *নতুন কলম*, জুন, ২০০২, পৃ.৮।

১৫. নাজীব আল-কীলানীর *হামামাতু সালাম* উপন্যাসটি ১৯৮৪ সালে বৈরুতের মুআসসাসাতুর রিসালাহ হতে প্রকাশিত হয়।

১৬. *আর রবী আল আসিফ* উপন্যাসটি ১৯৮৮ সালে বৈরুতের মুআসসাসাতুর রিসালাহ হতে প্রকাশিত হয়।

১৭. নাজীব আল-কীলানীর *আমালিকাতুশ শিমাল* উপন্যাসটি লেবাননের দরুন নাফাইস ১৯৮৬ সালে হতে পুন:প্রকাশিত হয়।

১৮. নাজীব আল-কীলানী, *আযরাউ জাকার্তা* (কায়রো: কিতাবুল মুখতার, ২০০৫), পৃ. ১৩৫।

১৯. *কাতিলু হামযাহ* উপন্যাসটি লেবাননের মুআসসাসাতুর রিসালাহ হতে ১৯৮৮ সালে পুন:প্রকাশিত হয়।

২০. নাজীব আল-কীলানী, *নূরুল্লাহ*, ১ম খণ্ড, (কায়রো: কিতাবুল মুখতার, ২০০৫), পৃ. ১৮।

২১. নাজীব আল-কীলানী, *রিহলাতু ইলাল্লাহ* (কায়রো: কিতাবুল মুখতার, ২০০৫), পৃ. ২৬৮।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কুরআনুল কারীম

আরবী গ্রন্থ

জুরজী যায়দান : *তারিখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়া*, বৈরুতঃ দারু মাকতাবাতুল হায়াত, ১৯৮৩

আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত : *তারিখুল আদাবিল আরাবী* (কায়রোঃ দারু নাহদাতি মিসর, তাবি)

ড.উমার ফাররুখ : *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, বৈরুতঃ দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৮১

হান্না আল ফাখূরী : *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, বৈরুতঃ মাতবাআতুল বুলসিয়া, তাবি

হান্না আল-ফাখূরী : *আল-জামি' ফী তারীখিল আদাবিল আরাবী*, আল-আদাবুল কাদীম, বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৮৬

কার্ল ব্রুকলমান : তারিখ আল-আদাব আল-আরাবী, ৫ম খণ্ড, আরবী অনুবাদ ড. আব্দুল হালীম আল-নাজ্জার, কায়রো : দার আল-মা'আরিফ, তাবি)

বায়উমী আস সিবাঈ : *তারিখুল আদাবিল আরবী*, কায়রোঃ মাতবাআতুর রিসালাহ, ১৯৫৮

ড.বালাশীর : *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, আরবী অনুবাদঃ ড. ইবরাহীম আল-কিলানী , দামিশকঃ দারুল ফিকর ১৯৮৪

ড. আব্দুল মুন'ইম খিফাজী : *আল-হায়াতুল আদাবিয়্যা ফী আসরি সাদরিল ইসলাম*, বৈরুতঃ দারুল কিতাব আল-লুবনানী, ১৯৮৪

ড. আব্দুল মুন'ইম খিফাজী : *আল-হায়াত আল আদাবিয়্যা ফি আছরাই আল জ্বাহিলীয়্যা ওয়া সদ্‌রিল ইসলাম*, কায়রোঃ মাকতাবাতুল কুল্লিয়াত আল আয্‌হারিয়্যা, তাবি

ড. আব্দুল মুন'ইম খিফাজী : *আল-হায়াত আল আদাবিয়া বা'দা যুহুরিল ইসলাম*, কায়রোঃ মাকাতাবাতুল কুল্লিয়াত আল-আযহাবিয্যা, তাবি

ড. শাওকী দায়ফ : *তারিখুল আদাবিল আরাবী, আর আসরুল ইসলামী*, মিসরঃ দারুল মা'আরিফ, তাবি

www.pathagar.com

ড.শাওকী দায়ফ : *আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহু ফিন নাছরিল আরাবী*, মিসর; দারুল মা'আরিফ, তাবি

ড. শাওকী দায়ফ : *আল-মাকামাহ*, কায়রো: দারুল মা'আরিফ, তাবি

ড.শাওকী দায়ফ : *আত-তাতাওউর ওয়াত তাজদীদ ফীশ শি'রিল উমাবী*, কায়রো: দারুল মা'আরিফ, তাবি

ড. শাওকী দায়ফ : তারীখ আল-আদাব আল-আরাবী, ৭ম খণ্ড, কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, তাবি

ড. শাওকী দায়ফ : *আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহু ফি আল-শি'র আল-আরাবী*, কায়রো : দার আল-মা'আরিফ, ১৯৮৭

ড. শাওকী দায়ফ : *আল-বারূদী রায়িদ আল-শি'র আল-আরাবী*, কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, তাবি

আহমাদ আল-ইস্কান্দারী ও অন্যান্য : *আল-মুফাসসল ফী তারীখিল আদাবিল আরাবী*, বৈরুত: দারু ইয়াহ ইয়াউল উলূম, ১৯৯৪

আহমাদ কাব্বিশ : *তারিখুল শি'র আল-আরাবী আল-হাদীস*, বৈরুত: দারুল জীল, ১৯৭০

আহমাদ আল-ইসকানদারী ও অন্যান্য : *আল-ওয়াসীত ফীল আদাবিল আরবী ওয়া তারীখিহী*, কায়রো : মাতবাআতুল মা'আরিফ, ১৯২৮

আনীস আল মাকদিসী : *তাতাউউরুল আসালীব আন নাসরিয়্যা*, বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৭৪

আনীস আল মাকদিসী : *আল-ইত্তিহাজাত আলআদাবিয়্যা ফিল আলামিল আরাবী*, বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৮৮

ড. আব্দুল হাকীম : *আন- নাসরুল ফান্নী ওয়া আসারুল জাহিয ফীহি*, কায়রো: মাতবাআতুল ইসতিকলাল আল-কুবরা, ১৯৯৫

মাই ইউসুফ খলীফ : *আন-নাসরুল ফান্নী বায়না সাদরিল ইসলাম ওয়াল আসরিল উমাবী*, কায়রো: দারু কুবা, ১৯৭৫

আমল সা'দ : *ফান্নুল মুরাসালাহ ইন্দা মাই যিয়াদাহ*, বৈরুত: দারুল আফাক আল-জাদীদ, ১৯৮২

ইবন রাশিক আল কায়রোয়ানী : *আল-উমদাহ*, প্রথম খণ্ড, বৈরুত: দার আল-জীল, ১৯৭২

আবুল ফারজ আল-ইস্পাহানী : *আল-আগানী*, ১০ম খণ্ড, বৈরুত: দারুল ফিকর, তাবি

www.pathagar.com

মুহাম্মদ ইবন সাল্লাম : *তাবাকাত ফুহুলুশ শু'আরা*, ২য় খণ্ড, জিদ্দাঃ দারুল মদীনা, তাবি

মুহাম্মদ ইবন সাল্লাম : *তাবাকাতুশ শু'আরা*, বৈরুতঃ দারুন নাহদা আল আরাবিয়্যা, তাবি

ইবন কুতাইবাহ : *আশ-শি'র ওয়াশ শু'আরা*, বৈরুত দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৯৮১

আহমাদ আবীদ : *যিকরা আশ-শায়িরীন*, দামিস্কঃ মাকতাবাতুত তারাক্কা, ১৩৫১ হি.

হাসান আস-সানদূবী : *আশ-শুআরা উস সালাসা*, কায়রোঃ মাতবায়াতুল মাকতাবা আত-তিজারিয়্যা, ১৯২২

ড. মুহাম্মাদ ইবন সা'আদ : *হাফিয ইবরাহীম ওয়া নাযারাত ফী শি'রিহি*, রিয়াদঃ দারুর রিফায়ী, ১৯৮৪

আহমাদ আমীন : মুকাদ্দিমাহ, *দীওয়ান হাফিয*, বৈরুতঃ দারুল আওদা, তাবি

যাকী মুবারক : *হাফিয ইবরাহীম*, কায়রো : আল-হাইআ আল-মিসরিয়্যাহ আল আম্মা লিল কিতাব, ১৯৭৮

মুহাম্মদ রিদা : *আল ফারাযদাক হায়াতুহু ওয়া শি'রুহু*, বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, ১৯৯০

ড. ত্বহা হুসাইন : *মিন তারিখিল আদাবিল আরাবী*, বৈরুতঃ দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৭৬

ড. ত্বহা হুসাইন : *মিন হাদীসিশ শি'রি ওয়ান নাসরি*, মিসরঃ দারুল কলম, ১৯৬৮

উমার রিযা কাহালা : *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৩য় খণ্ড, বৈরুতঃ মুআস সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩

যাকির আল ক্বাসিমী : *নাযারাত ফি আশ শি'র আল ইসলামী ওয়াল উমাবী*, বৈরুতঃ দারুন নাফায়িম, প্রথম প্রকাশঃ ১৯৭৭

ড. আব্দুল্লাহ্ হামিদ : *শিরুদ দাওয়া আল ইসলামীয়্যা*, রিয়াদঃ কুল্লিয়াতুল লুগাতিল আরাবিয়া, ১৯৭১

ড. মুহাম্মাদ ইবন সা'দ : *মিন বাদা'ইইল আদাবিল ইসলামী*, রিয়াদঃ নাদি আল-মাদীনা, ১৪৩১হি.

যাকী মুবারক : *আল-মাদাইহ আন-নাবুবিয়া ফি আল-আদাব আল-আরাবী*, কায়রোঃ দার আল-কাতিব আল আরাবী, ১৯৩৫

www.pathagar.com

সাইয়েদ আহমাদ আল হাশিমী	:	*জাওয়াহিরুল বালাগাহ*, কায়রো, ১৯২২
লুইস শায়খূ	:	*কিতাব ইলমিল আদাব*, ১ম খণ্ড, বৈরুত: মাতবা'আত আল-আদাব আল-ইয়াসুঈন, ১৯১৪
আল জাহিয	:	*কিতাবুল হায়াওয়ান*, ৫ম খণ্ড, বৈরুত: আল মাজমা আল ইলমী আল ইসলামী, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬৯ খৃ.
আল-জাহিয	:	*আল-বায়ান ওয়াত তাব্ঈন*, ১ম খণ্ড, বৈরুত: মাজমা' আল-ইলমী আল-আরাবী। চতুর্থ সংস্করণ, তাবি)
আবুল কাসিম আল-হারিরী	:	*মাকামাতুল হারীরী*, বৈরুত: দারু বৈরুত, ১৯৭৮
আল-ফারাযদাক	:	*দীওয়ানুল ফারাযদাক*, বৈরুত:দারু সাদির, তাবি
কা'ব ইবন যুহাইর	:	*দীওয়ান*, বৈরুত : দার আল-আরকাম, তাবি
আহমাদ শাওকী	:	*আল-শাওকিয়্যাত*, ১ম খণ্ড, বৈরুত: দার আল-কিতাব আল-আরাবী, তাবি
শরফুদ্দীন আল-বূছীরী	:	*বুরদাত আল-মাদীহ*, কায়রো: মাকতাবাত আল-মুজাল্লাদ আল-আরবী, তাবি
মাহমুদ সামী আল-বারূদী	:	*কাশফ আল-গুম্মাহ ফী মাদহি সাইয়িদ আল-উম্মাহ*, মিসর: মাতবা'আতু আল-জারীদাহ, ১৩২৭ হি:
হাফিয ইবরাহীম	:	*দীওয়ান* ১ম খণ্ড, বৈরুত : দারুয যাহরা, ১৯৭৮
ড. আব্দুল্লাহ ইবন সালিহ আল-উরাইনী	:	*আল-ইত্তিজাহ আল-ইসলামী ফী আ'মালি নাজীব আল-কীলানী আল-কাসাসিয়্যা*, রিয়াদ: দারু কুনুয ইশবিলিয়া, ২০০৫
কারীমা শাহীন	:	*হিওয়ার মাআ নাজীব আল-কীলানী* (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি)
ড. হিলমী মুহাম্মাদ আল-কাউদ	:	*আল-ওয়াকিইয়্যা আল-ইসলামিয়্যা ফি রিওয়াতি নাজীব আল-কীলানী*, মিসর: তাবি
নাজীব আল-কীলানী	:	*আল ইসলাম ওয়াল মাযাহিব আল আদাবিয়্যা*, বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫
নাজীব আল কীলানী	:	*লামহাত মিন হায়াতি*, প্রথম খণ্ড, বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫
নাজীব আল কীলানী	:	*লামহাত মিন হায়াতি*, তৃতীয় খণ্ড, বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৯

www.pathagar.com

নাজীব আল-কীলানী	:	*আযরাউ জাকার্তা*, কায়রো: কিতাবুল মুখতার, ২০০৫
নাজীব আল-কীলানী	:	*নূরুল্লাহ*, ১ম খণ্ড, কায়রো: কিতাবুল মুখতার, ২০০৫
নাজীব আল-কীলানী	:	*রিহলাতু ইলাল্লাহ*, কায়রো: কিতাবুল মুখতার, ২০০৫
জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী	:	*আল-মুযহির*,২য় খণ্ড, বৈরুত:দারুল ফিকর, তাবি
কারম আল-বুসতানী ও অন্যান্য	:	*আল-মুনজিদ ফীল লুগাহ ওয়াল আ'লাম*, বৈরুত: দারুল মাশরিক, ১৯৯২
শিহাবুদ্দীন রূমী আল-বাগদাদী	:	*মু'জামুল বুলদান*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত: দারু ইয়াহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী, তাবি
ইউসূফ ইলয়ান	:	*মু'জামুল মাতবুআত আল-আরাবিয়া ওয়াল মুআররবা*, ২য় খণ্ড, কায়রো: মাকতাবাতুছ ছাকাফাত আদ-দীনিয়া, ১৯২১
ইসমাঈল ইবন উমার ইবন কাসীর	:	*আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩য় খণ্ড, বৈরুত: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তাবি
ইবন খাল্লিকান	:	*ওয়াফিয়াতুল আ'য়ান*, কায়রো: ১৯৪৮
মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী	:	*আস-সহীহ লিল বুখারী*, ১ম খণ্ড, দামিশক: দারুল ফিকর, ১৯৯১
আবু দাউদ আস-সিজিস্তানী	:	*সুনানু আবি দাউদ*, ২য় খণ্ড, দারুল ফিকর, বৈরুত: তাবি
আবুল কাসিম আত-তিবরানী	:	*আল মু'জামুল কাবীর*, ১০ম খণ্ড, মওসূল: মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, তাবি
আল হাকিম নিশাপুরী	:	*আল মুসতাদরাক*, প্রথম খণ্ড, বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইসলামিয়্যা, ১৯৯০
আবু জা'ফর আত-তাবারী	:	*জামিউল বায়ান আন তা'বিলে আইয়িল কুরআন*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯৫
আলী ইবন রব্বান আত-তাবারী	:	*আদদীন ওয়াদ দৌলাহ*, মিসর: ১৯৩৩
আহমাদ ইবন হাজর আল-বিনআলী	:	*আশ-শায়খ মুহাম্মাদ ইবন আব্দিল ওয়াহহাব আল-মুজাদ্দিদ*, শারজাহ: দারুল ফাতহ, ১৯৯৫
সুলাইমান ইবন আব্দিল্লাহ	:	*তাইসীরুল আযীযিল হামীদ ফী শরহি কিতাবুত তাওহীদ*, রিয়াদ: মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীসাহ, ১৯৮০

www.pathagar.com

ইবন শাকির : *ফাওয়াত আল-ওয়াফায়াত* ২য় খণ্ড, কায়রো: মাতবা'আতু বুলাক, ১২৮৩ হি.

জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী : *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, ৪র্থ খণ্ড, আল-হাইআতুল মিসরিয়াতুল আম্মাহ লিল কিতাব, ১৩৭৪ হি.

ইবনুল আছীর : *উসদুল গাবা*, মক্কা: দারুল বায, তাবি

মুহাম্মদ হুসাইন আয-যাহাবী : *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসীরুন*, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-হাদীসা, ১৯৭৬

আশ-শাওকানী : *আল-বাদরুত তালি'*, ১ম খণ্ড, কায়রো : দারুল কিতাব আল-ইসলামী, ১৯৮৩

আশ-শাওকানী : *নাইলুল আওতার*, ১ম খণ্ড, মিসর : আল-মাকতাবা আল-মিসরিয়া, তাবি

আশ-শাওকানী : *ফাতহুল কাদীর*, ১ম খণ্ড, বৈরুত : আশ-মাকতাবা আল-মিসরিয়া, ১৯৯৬

আশ-শাওকানী : *আর-রসায়িল আস-সালাফিয়া ফী ইয়াহইয়া সুন্নাতি খায়রিল বারিয়া*, বৈরুত: দারুল ফিকর আল-আরাবী, ১৯৯১

ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ : *হাসসান ইবন সাবিত, শিরুহু ফিল ফতুহাত আল-ইসলামিয়্যা*, কুষ্টিয়া: ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্চ প্রমোশন, ২০১০

কুদামা ইবন জা'ফর : *নাকদুশ শি'র, বৈরুত:দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, তাবি*

কুদামা ইবন জা'ফর : *নাকদুশ নাছর, কায়রো:দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যা*, ১৯৩৩

আবুল আব্বাস আল-মুবাররাদ : *আল-কামিল ফিল লুগাহ ওয়াল আদাব, বৈরুত:দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা*, ১৯৮৭

বাংলা গ্রন্থ

আনিসুল হক চৌধুরী : *বাংলার মূল*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫

অধ্যাপক শহীদুল্লাহ : *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, কলকাতা: বাণী মনযিল, ১৯৯৬

মুহাম্মাদ আব্দুল গফুর চৌধুরী : *আরবী গদ্য সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, চট্টগ্রাম : কিতাবঘর, ১৯৮২

আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন : *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩

www.pathagar.com

গোলাম সামাদানী কুরায়শী	:	*আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭
মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা	:	*সাহাবীদের (রা.) কাব্যচর্চা*, ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭/১৪১৮
সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন	:	*আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ- ১৯৯৭)
মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ	:	*আসহাবে রাসুলের জীবন কথা*, ১ম খণ্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৯৬
ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান	:	*ক্বাছীদাতুল বুরদাহ*, ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০১
রুহুল আমীন খান	:	*কাসীদা-ই-বুরদাহ*, ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬
মুহাম্মদ আবদুর রশীদ	:	ক্বাসীদা-এ-বোরদা, ঢাকা: বাগে হালিম, ১৯৮৮
ড. মুজীবুর রহমান	:	সাহাবী *কবি কা'ব ও তাঁর অমর কাব্য বানাত সু'আদ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৪
সম্পাদনা পরিষদ	:	*সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,১৯৯৫
মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম	:	*হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২
ড. আব্দুল হামিদ আহমাদ আবু সুলাইম	:	*ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, অনুবাদ: মো: জয়নুল আবেদীন মজুমদার, ঢাকা: বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যাট, ২০০২

ইংরেজী গ্রন্থ

H.A.R. Gibb	:	*Arabic literature* (Oxford: Oxford University press. 1962
K.A. Fariq	:	*A history of Arabic Literature*, New Delhi: Vikas Publishing house, 1978
P.K. Hitti	:	*History of the Arabs*, London: The Macmilan press ltd. 1972
Abdul Azisz Abdul Meguid	:	*The Modern Arabic Short Story its Emergence, Development and form*, Cairo: Darul Maaref

www.pathagar.com

R.A.Nicholson : *A Literary history of the Arabs*, Cambridge: University Press, 1962

Taha Ahmad Ibrahim : *Tarikh al-Naqd al-Arabi* , Cairo: Lajna al-T Talil wa al Tarjama, 1937

Encyclopaedia of Islam (supplement) Leiden: edt.by C.E. Biswirit, Even Dontel B.Twis and CH.Pellat.1981

E.G. Browne : *A Literary History of Persia*, v-2, Cambrdge: 1953

Clement Huart : *A History of Arabic Literature*, Beirut: Khayats, 1966

Ignaze Goldziher : *A Short History of Arabic Literature*, Hydrabad: The Islamic Culture Board

জার্নাল/সাময়িকী

গবেষণা পত্রিকা, কলা অনুষদ, তৃতীয় সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮

নতুন কলম, জুন, ২০০২

দি ইসলামিক *ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ (পার্ট-অ)*, *খণ্ড-৪*, সংখ্যা-১ ১৯৯৫

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, খণ্ড ১১ কলা, জুন ১৯৯৫

মিল্লাত, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬

মাজাল্লাতু আবূল্, বৈরুত : জুলাই, ১৯৯৩

মাজাল্লাতুশ শারক, সংখ্যাঃ ৪৯, বৈরুত ১৯৫৫

মাজাল্লাতু আল জিনান, সংখ্যাঃ ৩, বৈরুত ১৮৭২

মাজাল্লাতু কুল্লিয়াতুল লুগাহ, জামিআতুল আযহার, সংখ্যাঃ ৩, কায়রোঃ ১৯৮৫

মাজাল্লাতুল বাহাস আল-ইলমী ওয়াত তুরাছ আল-ইসলামী, জামিআতুল মালিক আব্দুল আযীয, সংখ্যাঃ ২, মক্কাঃ ১৩৯৯ হি.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গবেষক, প্রাবন্ধিক, আরবী সাহিত্যের অনুবাদক ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ ১৯৭৮ সালে বগুড়া জেলার পশ্চিম পালশা গ্রামের মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। পেশায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। বাবাও ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। শিক্ষা জীবনের প্রতিটি স্তরে তিনি মেধার স্বাক্ষর রাখেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ হতে বি.এ. (অনার্স) এবং এম.এ উভয় পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিষয়ের মধ্যে তিনি প্রথম স্থান লাভ করেন। ২০০৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে আধুনিক আরবী সাহিত্যে তিনি পি-এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ২০০৯ সালে তিনি মরক্কোর রাবাতস্থ পঞ্চম মুহাম্মদ বিশ্ববিদ্যালয়-সুইসী হতে সাফল্যের সাথে আরবী ভাষা কোর্স সম্পন্ন করেন।

ড.ইফতিখার ২০০৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ২০০৭ একই বিভাগে তিনি সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ২০১২ সাল হতে উক্ত বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে তিনি কর্মরত আছেন। বিভিন্ন গবেষণা জার্ণালে তাঁর ৩০টির বেশী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আরবী ভাষায় রচিত তাঁর তিনটি গবেষণা গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক এবং সাময়িকীতে ধর্ম, ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং অনুবাদ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি দেশে-বিদেশে অনুষ্ঠিত ৪০টির বেশী আন্তর্জাতিক সেমিনার/সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন।

জনাব ইফতিখার এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ ও বাংলা একাডেমির জীবন সদস্য। এছাড়া তিনি ইউনিভার্সাল লীগ অব ইসলামিক লিটারেচার, ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, ইনস্টিটিউট অব হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ-ইন্ডিয়া, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ-ভারত, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (রিআইআইটি), বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি প্রভৃতি গবেষণা এবং সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান/সংস্থার সক্রিয় সদস্য। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত ও এক সন্তানের জনক। তিনি রাজশাহী শহরের বিনোদপুরের স্থায়ী বাসিন্দা।

মুঠোফোন ০১৭১৭৭৯৮৪৮০
ই-মেইল iftikhararabic09@gmail.com

আরবি সাহিত্যে ইসলামি ভাবধারা

ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ

প্রচ্ছদ : ইয়াহিয়া সেলিম

মূল্য : ১৬০ টাকা

পরিবেশনা

978-984-34-1954-5